কুরআন- হাদিসের আলোকে রুকইয়াহ ও ঝাড়-ফুঁক
শিক্ষার্থীদের জন্য এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ

ইলাজুল আমরাজ
عِلَاجُ الْاَمْرَاضِ
فِيْ ضَوْءِ الْقُرْانِ وَالسُّنَّةِ

সংকলনে

বিশিষ্ট রাকী ও চিকিৎসক
মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী
প্রিন্সিপাল,শামছুল উলুম হাফেজিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা
দুর্গাপুর বোয়ালমারী ফরিদপুর।

ইলাজুল আমরাজ

সংকলনে:
মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

সম্পাদনায়
হাফেজ মাওলানা হাসিব সিদ্দিকী

প্রকাশক:
নিঝুম ইসলাম মিনা

প্রকাশকাল:
জানুয়ারী ২০২৫ ইংরেজী

কম্পোজে:
মুফতী নাঈমুল ইসলাম দুর্গাপুর বটতলা মাদ্রাসা

গ্রন্থস্বত্ব:
(লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

যোগাযোগঃ-০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

উৎসর্গ

আমার এ ক্ষুদ্র আমল আল্লাহর নামেই উৎসর্গিত। যিনি আমার মালিক। আমি যার গোলাম। তাঁর শাহী দরবারে যদি হয় কবুল,পাওয়া যায় প্রতিদান, তাহলে তার প্রথম অধিকারী হলেন আমার মুহতারাম আব্বা ও আম্মা এবং আমার সকল আসাতিজায়ে কেরাম,যাদের পরম অনুগ্রহ অসীম ত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছি সঠিক পথের সন্ধান, অর্জন করেছি ইলমে দ্বীন প্রয়াস পেয়েছি এ ক্ষুদ্র আমলের।

বিশেষত:আমার আব্বা আম্মা ও উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা মাসুম বিল্লাহ ও আল্লামা আঃ ছালাম (দা.বা.)দীর্ঘ নেক *হায়াত কামনায়.....*

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/ স্নেহের

.....

..... কে

রুকইয়াতুল আমরাজ

নামক বইখানা উপহার দিলাম।

উপহারদাতা.....

ঠিকানা.....

.....

ভূমিকা 11
প্রথম অধ্যায় জিনের রুকইয়াহ 12
রুকইয়ার রকনসমূহ 12
রাকীর শর্তসমূহ 12
১. পুণ্যতা ও আল্লাহভীতি 13
ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর পুণ্যতা 13
২. বিশুদ্ধ আকীদা 14
৩- রাকির (রুকইয়াহ প্রদানকারী) উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা 14
৪-দৃঢ় বিশ্বাস ও নেক নিয়ত 15
রুকইয়াহ দ্বারা ফায়দা পেতে যে জিনিসগুলো জরুরী 15
(১) পবিত্রতা এবং কেবলামুখী হওয়া 15
(২) নারীর সাথে একান্তে রুকইয়াহ করা এবং তাকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ 16
নারীকে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে করণীয় 16
৩ - অন্তরের উপস্থিতি 16
৪. জিনের অবস্থা জানা 17
(৫) উচ্চ আওয়াজে রুকইয়াহ করা 17
উচু আওয়াজে রুকইয়াহ করার কিছু উপকারিতা 18
রোগীর জন্য চিকিৎসা চলা কালীন করণীয় 18
জিনকে শাস্তি দেওয়ার ১ নাম্বার রুকইয়াহ 20
জিনকে শাস্তি দেওয়ার ২ নাম্বার রুকইয়াহ 20

হাজার জিনে আক্রমণ করলে রুকইয়াহ 23
জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৪ নাম্বার রুকইয়াহ 24
জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৫ নাম্বার পন্থা 24
জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৬ নাম্বার পন্থা 24
জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৭ নাম্বার পন্থা 25
জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৮ নাম্বার পন্থা 25
জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৯ নাম্বার পন্থা 27
জিনকে শাস্তি দেওয়ার ১০ নাম্বার পন্থা 27
পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ১ নাম্বার রুকইয়াহ 28
পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ২ নাম্বার রুকইয়াহ 28
পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৩ নাম্বার রুকইয়াহ 29
পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৪ নাম্বার রুকইয়াহ 29
পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৫ নাম্বার রুকইয়াহ 29
পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৬ নাম্বার রুকইয়াহ 30
জিনকে জালিয়ে দেওয়ার ১ নাম্বার রুকইয়াহ 30
জিনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার ২ নাম্বার রুকইয়াহ 33
জিনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার ৩ নাম্বার রুকইয়াহ 34
জিন কি কি জিনিসকে ভয় পায় 36
একটি ঘটনা 37
জিনের রোগীকে যে জিকির করতে দিবে 37
জিনেরা কালামুল্লাহকে ভয় করে 38
একটি প্রশ্ন যা এই হাদিস পড়ে অন্তরে উদয় হয় 39
আমার কিছু চালানকৃত জিনের সাথে কথা 40
চালানকৃত জিনদেরকে কে মারে কিভাবে মারে 40
কুরআনের কি আমল করলে জিনের রোগীরা ভালো থাকবে 40
কত বার রোগী সূরা ফাতেহা পাঠ করবে 41
সূরা বাকারা 41
আমলের পন্থা 42
একটি ঘটনা 42
যে সমস্ত রোগীদের রাতে ঘুমের মধ্যে 43
জিনেরা সমস্যা করে তাদের জন্য আমল 43

আয়াতুল কুরছি 43
এই সমস্যাগুলো হলে কি আমল করতে পারি 44
কিভাবে করতে পারি চলুন জেনে নেওয়া যাক 44
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর 44
নবীজির শিখানো দুআ-দুরুদের উপর কেমন বিশ্বাস হতে হবে 45
সে বিষয়ে একটি ঘটনা 45
ঘুমের মধ্যে জিনের যাবতীয় সমস্যা থেকে বাচাঁর উপায় 45
ঘুমের মধ্যে যে কোন সমস্যা হলে এই রুকইয়াহ করুন 47
যে সমস্ত রোগীর বার বার হাই উঠে তাদের জন্য রুকইয়াহ 49
একটি ঘটনা 49
যে কোন চিন্তা পেরেশানী দূর করার রুকইয়াহ 51
ঘুমালেই যাদের জিনের সমস্যা হয় তাদের জন্য রুকইয়াহ 53
জিনে কি মানুষের শরীরে প্রবেশ না করে ক্ষতি করতে পারে? 59
আমার এক রোগীর ঘটনা 60
দূর থেকে জিনে ক্ষতি করলে রুকইয়াহ 60
বদ নজরের রুকইয়াহ 60
যাদুর রুকইয়াহ 62
হিংসা এবং বদ-নজরের রুকইয়াহ 63
এটি এমন এক রুকইয়াহ যা যে কোন 68
জিনের সমস্যার সমাধান করতে পারে 68
জিনের কারণে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসলে করণীয় 72
একটি রোগীর ঘটনা 72
জিনেরা রোগীদের এই সমস্যা কিভাবে করে 73
জিন চালান সম্পর্কে কিছু কথা 75
জিন কিভাবে চালান করা হয় 75
একটি জিনের রোগীর ঘটনা 75
বার বার জিন চালান দেওয়া হয় এমন ধারণা 76
অনেক মুদাব্বিরের এ বিষয় আমার কিছু কথা 76
এই রোগীদের চিকিৎসা যেভাবে হয় 76
আমার একটি রোগীর ঘটনা 77
এই রোগীদের জন্য কি করণীয় 77

আমার কাছে আসা চালানকৃত জিনে ধরা 78
অধিকাংশ রোগী যেভাবে সুস্থ্য হয়েছে..... 78
চালান জিনের রোগীদের জন্য রুকইয়াহ 79
আশিক জিনের সমস্যা ও তার রকইয়াহ 83
আশিক জিনের লক্ষণ..... 83
আশিক জিনকে জালিয়ে দেওয়ার রুকইয়াহ 84
ঘর বন্ধ করা বা বাড়ি থেকে জিন তাড়ানোর রুকইয়াহ..... 86
ছোট শিশুকে জিনে আছর করলে রুকইয়াহ 88
দ্বিতীয় অধ্যায় 90
যাদুর রুকইয়াহ 90
যাদু থেকে মুক্তি পাওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি 90
যাদুর জিনিস কোথায় আছে তা নিম্নের পন্থাগুলোর মাধ্যমে জানতে পারবেন 90
যাদুর জিনিস পেলে বা ক্ষতিকর তাবিজ পেলে নষ্ট করার উপায়..... 91
নুশরা কাকে বলে 91
তৃতীয় পদ্ধতি: যে স্থানে যাদুর ক্ষতি পৌঁছায়, সেখানে হিজামা (শিঙ্গা লাগানো) দ্বারা চিকিৎসা: 92
কিছু কিছু হাদিসে হিজামার জন্য কিছু দিনকে নির্ধারণ করা হয়েছে 93
এবিষয়ে কিছু কথা 93
এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের কিছু কথা 93
চতুর্থ পদ্ধতি রুকইয়াহ এর সাথে বরই পাতা মিশিয়ে ব্যবহার করা..... 94
স্ত্রীর সাথে বন্ধন হওয়া ব্যক্তির চিকিৎসা..... 94
স্বামী বা স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হলে বা চাহিদা না থাকলে রুকইয়াহ..... 94
স্বামী বা স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হলে বা চাহিদা না থাকলে রুকইয়াহ (২) 95
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ..... 95
প্রেমে আসক্ত করার যাদু করলে রুকইয়াহ 98
বা অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গার রুকইয়াহ 98
এই রুকইয়াহ পাঠ করলে রোগীর অবস্থা কেমন হতে পারে..... 99
পাগল হওয়ার যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ..... 99
মোবাইল ফোনে যাদু করলে রুকইয়াহ 100
মোবাইল ফোনের যাদু কীভাবে কাজ করে?..... 100
অসুস্থতার যাদুতে আক্রান্ত হলে রুকইয়াহ 101
ইস্তেহাজার যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ 101

বিবাহ বন্ধ করে রাখলে রুকইয়াহ 102
যে কোন যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ..... 103
যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ..... 109
যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ..... 111
তৃতীয় অধ্যায় 111
বদ-নজরের রুকইয়াহ 111
শেষ অধ্যায় 113
দাঁতের ব্যথার জন্য রুকইয়াহ 113
কুরআন শরীফ ও অন্য সব এলেম মুখস্ত করার রুকইয়াহ..... 113
সূরা ফাতেহা দ্বারা রুকইয়াহ 114
উম্মাদ রোগের রুকইয়াহ..... 115
দোয়া এবং তাওয়াক্কুল 116
মাথা ব্যথার রুকইয়াহ..... 116
যে কোন ব্যথা দূর করতে রুকইয়াহ করার পন্থা..... 117
আমার পরিক্ষিত ব্যথা দূর করার পন্থা 117
সিজদার মধ্যে যা চাবে তা পাওয়ার রুকইয়াহ..... 118
চোখের রোগে রুকইয়াহ..... 118
সহজে বাঁচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার রুকইয়াহ 119
স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত বৃদ্ধির রুকইয়াহ..... 120
জিনে আছর করলে শক্তিশালি রুকইয়াহ 120
কারো প্রেমে আসক্ত হলে মুক্তি পাওয়ার রুকইয়াহ 121
কোন ছেলে বা মেয়ে প্রেমে পড়লে নবীজি (সা.) করতে বলেছেন 122
জিনে আছর করলে চমৎকার একটি রুকইয়াহ 123
অনেক রোগীর শরীরে হাজির হওয়া জিনদের থেকে আমরা এমন কথা শুনি 124
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ এর একটি চমৎকার রুকইয়াহ..... 125
ইফরিত জিন থেকেও মুক্তি পাবে আয়াতুল কুরছির রুকইয়াহ দ্বারা 125
মানুষের ঘর থেকে জিন তাড়ানোর রুকইয়াহ 126
কি বলে জিনদেরকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিবে..... 127
নির্দেশ দেওয়ার পরে যা করতে হবে 127
রাতে ঘুমালে যারা চিৎকার করে 128
এবং ঘুমে যাদের জিনের সমস্যা হয় তাদের জন্য রুকইয়াহ..... 128

যে রুকইয়াহ দ্বারা রাক্বী নিজের হিসার করবে 129
যে কোন রোগের জন্য কুরআনের বিশেষ রুকইয়াহ 130
প্যারালাইসিস রোগের জন্য রুকইয়াহ 131
শরীরের মধ্যে পোকার হাটা চলা অনুভন হলে 131
বা কানে পোকা গেলে রুকইয়াহ 131
কুষ্ঠরোগ দূর করার রুকইয়াহ 132
চর্মরোগের রুকইয়াহ 133
এ বিষয়ে আমার এক রোগীর ঘটনা 134
দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পাওয়ার রুকইয়াহ 135
শত্রুকে দমন করার রুকইয়াহ 135
জিনের রোগীর জন্য আয়েশা (রা.) এর করা রুকইয়াহ 136
হারানো জিনিস বা পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়ার রুকইয়াহ 136
কুরআন শরীফ মুখস্তশক্তি বৃদ্ধি করার রুকইয়াহ 137
স্বপ্নদোষ বন্ধের রুকইয়াহ 137
প্রস্রাবের সমস্যায় রুকইয়াহ 138
বাচ্চাদের বদ নজর লাগলে রুকইয়াহ 139
সূরা ইয়াসিন ভয় ও শত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তার রুকইয়াহ 140
মানুষের যে কোন বিপদ ও দুঃখ লাঘব হয়ে যাবে 140
সূরা নাস ও ফালাক দ্বারা নবীজি (সা.) যেভাবে রুকইয়াহ করতেন 141
এই তিনটি সূরার বিষয়ে অনেক হাদিস পাওয়া যায় 142
তার মধ্য থেকে দুটি উল্লেখ করা হলো 142
চিন্তা -দুঃখ ডিপ্রেশন দূর করার রুকইয়াহ 143
এই রুকইয়াহটি রোগী এবং রাকী সকলের জন্য 143
ফজর ও মাগরীবের পর পড়া অতি জরুরী 143

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمَيَامِيْنَ، وَمَنْ جَعَلَهُ اللّٰهُ هُدًى وَشِفَاءً وَرَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ

এই বইটির ভূমিকাতে অনেক কিছু লিখতে চাচ্ছি না। তবে কি কারণে এই বইটি লেখা শুরু করলাম সে বিষয়টি সকলের জানা দরকার বলে আমি মনে করি। তাহলো আমার একজন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ যিনি আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এর হাতে গড়া মাদ্রাসা জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় খেদমত করেন। হঠাৎ করে তার দুটি মেয়েকে জিনে আক্রমণ করে, মেয়ে ছোটজন প্রচুর পরিমাণে বিরাক্ত করতে থাকে। কিছু মুদাব্বিরকে দেখায় কিন্তু তাতে ভালো কোন ফলাফল আসে না তাই আমাকে কল করে তাদের বাড়িতে যেতে বলে আমার প্রচুর ব্যস্ততা থাকার পরে ছুটে উস্তাদের খেদমতে। স্বাভাবিক ভাবে বহু বছর ধরে রুকইয়াহ এর বই অধ্যায়ন করে ও উস্তাদদের সান্নিধ্যে থেকে এবং বহু রোগীর চিকিৎসা করে কুরআনের কিছু আয়াত ও দুআ নির্ধারিত করে ফেলা হয়। যার মাধ্যমে সব রোগীগুলোর চিকিৎসা হয়ে যাচ্ছিল। যার ফলে নতুন করে আরো দুআ-দুরুদ মুখস্ত করার ইচ্ছা চলেই গিয়েছিল। এখন উস্তাদের মেয়ের শরীরে জিন হাজির করার পর আমি যে দুআ ও দুরুদ দিয়ে জিনের রোগীর চিকিৎসা করি এগুলো প্রয়োগ করি কিন্তু তাতে রোগীর উপর কোন প্রভাব পড়ে না। এখন কি করা যায় দিশা হারিয়ে ফেলি ফলে শেষ পর্যন্ত জিনকে ওয়াজ নসীহাত করে রোগীর শরীর থেকে বিদায় দিয়ে চলে আসি বাকি আমার মনই বলতেছিল যে আমি চলে আসলে ঐ জিন আবার রোগীর শরীরে এসে হাজির হবে। তাই উস্তাদজিকে কিছু রুকইয়াহ বলে দেই যা পাঠ করলে জিন মারা যায়। আর মনে মনে ভাবি যে, বাড়ির লোকেরা আমার এই কাজের উপর আস্থাশীল হবে না। অন্য রাকীর কাছে রোগীকে নিয়ে যাবে, ঠিক তেমনই হলো অনেক জায়গায় নিয়ে গেলো কিন্তু কোন উপকার হলো না। কিন্তু কেনো জানি হঠাৎ বড় মেয়ের শরীরে জিন হাজির হয়ে বলে যে, এই জিন যে

সব থেকে বেশি শক্তিশালী যে আপনার ছোট মেয়ের শরীরে আছে সে শুধু মুফতী নাঈম সাহেবকে ভয় পায় আর কাউকে ভয় পায় না। তখন হুজুর সাথে সাথে আমাকে কল করে যে, আজকেই মধ্যেই তুমি আমার বাসায় আসো আমি তখন রোগী দেখার কাজে ঢাকা ছিলাম। হুজুরকে বিষয়টা বললে, সে বলে আগামীকাল আসবেই তুমি, আমি বল্লাম ঠিক আছে। আমি বুঝলাম যে মেয়ের চিকিৎসার জন্যই ডেকেছে। তাই ঢাকা থেকে রুকইয়াহ এর বইগুলো অধ্যায়ণ করা শুরু করলাম যে, এই রোগীর উপর একের পর এক কোন রুকইয়াহগুলো করবো। পড়তেছি আর লেখতেছি, এভাবে অনেকগুলো রুকইয়াহ লেখা হলো। এই রুকইয়াহগুলো বই পড়ে বের করার সময় আকাবিরদের লেখা এমন কিছু চমৎকার রুকইয়াহ এর বই আমার সামনে আসলো যা পড়ে আমি মুগ্ধ হলাম এবং চিন্তা করলাম যে, আমি রুকইয়াহ এর কোন কিছুই জানি না। পরে চিন্তা করলাম এই বিষয়গুলো সকল রাকীর জানা দরকার। ফলে সবগুলোকে আমার মনের মতো করে সাজানো শুরু করলাম এবং যে বইগুলো অধ্যায়ন করেছি তা বই এর শেষে লেখা শুরু করলাম। এভাবেই এই বইটি আজ আপনাদের সামনে বই আকারে এসেছে। পরের দিন রোগী কি চিকিৎসা করলাম তা বলে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না----------

প্রথম অধ্যায় জিনের রুকইয়াহ

রুকইয়ার রকনসমূহ

প্রথমতঃ রুকইয়াহ প্রদানকারী (আর-রাকী)

এটি সেই ব্যক্তি, যিনি রোগীর ওপর রুকইয়াহ পাঠ করেন এবং নির্দিষ্ট শর্ত ও পদ্ধতিতে তা সম্পাদন করেন। এটি হতে পারে মারীজ (রোগী) নিজেই অথবা অন্য কেউ।

রাকীর শর্তসমূহ

১. পুণ্যতা ও আল্লাহভীতি

রুকইয়াহ প্রদানকারীকে সৎ, ধার্মিক এবং ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। তাঁকে নামাজ এবং অন্যান্য ইবাদতের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর পুণ্যতা

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ)-এর ধার্মিকতা ও পুণ্য এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি জ্বিনকে সতর্ক করার জন্য নিজে রোগীর কাছে না গিয়েই নিজের খড়ের জুতো পাঠিয়েছিলেন।

আলী আল-আকবরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের (রহিমাহুল্লাহ) মসজিদে ছিলাম। তখন খলিফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর এক সহচরকে পাঠিয়ে তাঁকে জানালেন যে তাঁর এক গৃহপরিচারিকা জ্বিনের আছরগ্রস্ত। তিনি ইমাম আহমাদকে ওই পরিচারিকার সুস্থতার জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করেন।

ইমাম আহমাদ (রহ.) তখন কাঠের তৈরি এবং খেজুর পাতার রশি দিয়ে বাঁধা একটি অজুর জুতো বের করে তা তাঁর এক সঙ্গীর হাতে দিয়ে বললেন, এটি নিয়ে আমিরুল মুমিনিনের বাড়িতে যাও এবং সেই মেয়েটির মাথার কাছে বসে জ্বিনকে বল, ইমাম আহমাদ তোমাকে বলছেন, তোমার জন্য কোনটি বেশি পছন্দ? তুমি এই মেয়েটির দেহ থেকে বের হয়ে যাবে, নাকি এই জুতো দিয়ে তোমাকে সত্তরবার আঘাত করা হবে?

তাঁর সঙ্গী ঠিক এই কথাগুলোই জ্বিনকে বললেন। তখন সেই জ্বিন মেয়েটির জিহ্বার মাধ্যমে উত্তর দিল, আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম। যদি আহমাদ আমাদের আদেশ করেন যে আমরা ইরাক ছেড়ে চলে যাব, তবুও আমরা তা মেনে নেব।

কারণ তিনি আল্লাহ তা'য়ালারর আনুগত্য করে আর যে আল্লাহর আনুগত্য করেন, সবকিছু তার আনুগত্য করে। এরপর জ্বিন মেয়েটির দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি শান্ত হল এবং সুস্থ হয়ে উঠল। পরে আল্লাহ তাকে সন্তান দান করলেন।

যখন আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) মারা গেলেন, তখন সেই মেয়েটির কাছে জিন (মারেদ) পুনরায় ফিরে এলো। এরপর আল-মুতাওয়াক্কিল ঘটনাটি আহমাদ ইবনে হাম্বলের একজন শিষ্য, আবু বকর আল-মারওয়াজির কাছে জানান। মারওয়াজি সেই মেয়েটির কাছে গেলেন, হাতে আহমাদ ইবনে হাম্বলের পাদুকা (জুতা) নিয়ে। তখন জিন মেয়েটির মুখ দিয়ে কথা

বলে বলল, আমি এই মেয়েটিকে ছেড়ে যাব না, তোমার কথা শুনব না, এবং তোমার কথা মানব না। আহমাদ ইবনে হাম্বল আল্লাহর আনুগত্য করেছিলেন, তাই আমরা তাকে মান্য করতাম। (আর-রুকইয়াতুশ শরইয়াহ উসামা ইবনে আব্বুর রউফ ৫)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন: আমি আমার শিক্ষক, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে দেখেছি। তিনি জিন গ্রস্ত ব্যক্তির কাছে কাউকে পাঠিয়ে বলতেন, শাইখ তোমাকে বলেছেন, এই ব্যক্তি থেকে বের হয়ে যাও। কারণ এটি তোমার জন্য বৈধ নয়। এর ফলে জিন-গ্রস্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যেত।

২. বিশুদ্ধ আকীদা

রাকির (রুইকইয়াহ করার ব্যক্তি) আকীদা সঠিক হওয়া উচিত, অর্থাৎ সালাফে সালিহীনের আকীদার উপর থাকতে হবে। সঠিক আকীদার একটি লক্ষণ হলো, রাকি এটা জানে যে উপকার ও অপকার দেওয়া একমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আর যদি আল্লাহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তবে তা দূর করার কেউ নেই তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি তোমার মঙ্গল চান, তবে তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আনআম: ১৭)

৩- রাকির (রুকইয়াহ প্রদানকারী) উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা

আর যেন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সুস্থতা, হিদায়াত এবং তার উপর আপতিত বিপদ দূর করার ব্যবস্থা করেন।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার কিয়ামতের কষ্ট দূর করবেন।

৪-দৃঢ় বিশ্বাস ও নেক নিয়ত

রাকী (যিনি ঝাড়ফুঁক করেন) এবং মারকী (যার উপর ঝাড়ফুঁক করা হয়) উভয়েরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে শিফা (সুস্থতা) একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতেই। এজন্য প্রয়োজন হলো আল্লাহর প্রতি খাঁটি আত্মসমর্পণ এবং তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা।

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য শিফার উপকরণ হিসেবে যেসব মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: কুরআন কারীম।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾

আর আমরা কুরআনে যা নাযিল করেছি তা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত। আর এটি জালিমদের ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না। (সূরা আল-ইসরা: ৮২)

কুরআন এমন এক মহান গ্রন্থ যা যদি পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ হতো, তবে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত; যদি ভূমির ওপর অবতীর্ণ হতো, তবে তা খন্ড খন্ড হয়ে যেত। তাহলে এটি কি মানুষের রোগ-বালাই থেকে তাকে মুক্ত করতে সক্ষম নয়?

তাই রাকী এবং মারকী উভয়েরই প্রয়োজন নবীজির (ﷺ) এর রুকইয়ার সহীহ হাদিসের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো নিজের ইচ্ছামতো কথা বলেন না। তিনি যে চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছেন, তা অবশ্যই সত্য এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যদি কোনো দক্ষ ডাক্তার আপনাকে একটি ওষুধ দেন এবং বলেন, এই ওষুধে আপনার রোগের জন্য শিফা আছে। তবে আপনি কি তার কথায় বিশ্বাস করবেন না?

তাহলে, কীভাবে আপনি একনিষ্ঠ নবীর কথায় বিশ্বাস করবেন না?

রুকইয়াহ দ্বারা ফায়দা পেতে যে জিনিসগুলো জরুরী

(১) পবিত্রতা এবং কেবলামুখী হওয়া

এটা জরুরী যে রাকী (যিনি রুকইয়াহ করেন) এবং মারকী (যার উপর রুকইয়াহ করা হচ্ছে) পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় থাকবেন এবং রাকী কেবলামুখী হয়ে রুকইয়াহ করবেন।

(২) নারীর সাথে একান্তে রুকইয়াহ করা এবং তাকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ

সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্তে না থাকে, যদি না তার সাথে কোনো মাহরাম থাকে।

এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উকবা ইবনে আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

اِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ المَوْتُ

নারীদের কাছে যাওয়া থেকে সাবধান থাক। একজন আনসার ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, দেবরের ব্যাপারে কী বলা হয়েছে? তিনি বললেন: দেবর তো মৃত্যুর সমান।

নারীকে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে করণীয়

রাকী মাহরাম নয় এমন নারীর গায়ে কোনো প্রকার পর্দা ছাড়া স্পর্শ করবেন না। তবে প্রয়োজন হলে নারীর মাথায় হাত রাখা যেতে পারে, যদি কোনো কাপড় বা পর্দা থাকে এবং মাহরাম উপস্থিত থাকে। এ বিষয়ে আমাদের সম্মানিত শায়েখ ড. সালমান আদ-দাইয়া (হাফিজাহুল্লাহ) এভাবেই ফতওয়া দিয়েছেন।

৩ - অন্তরের উপস্থিতি

রাকী (যিনি রুকইয়াহ করেন) এবং মুরকী (যার উপর রুকইয়াহ করা হয়) উভয়েরই অন্তরের উপস্থিতি থাকা শর্ত, কারণ রুকইয়াহ একটি দু'আ এবং দু'আ সেই ব্যক্তির জন্য কবুল হয় না যার মন অমনোযোগী এবং উদাসীন।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করো এই বিশ্বাস নিয়ে যে তিনি তা কবুল করবেন। আর জেনে রাখো, আল্লাহ এমন হৃদয়ের দু'আ কবুল করেন না যা অমনোযোগী এবং উদাসীন।

(তিরমিজি হাদিস নং ৩৪৭৯)

রাকী এবং মুরকীর উচিৎ তাদের উচ্চারিত যিকর ও দু'আর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, রুকইয়াহ করার সময় আল্লাহর প্রতি খুশু-খুজু (নম্রতা ও ভক্তি) বজায় রাখা এবং আল্লাহর ক্ষমতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। এছাড়াও, তাদের আল্লাহর সাহায্যের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা উচিৎ।

৪. জিনের অবস্থা জানা

এগুলোর মধ্যে একটি হলো তাদের থেকে ভয় না পাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًاۙ﴿۶﴾

এবং অবশ্যই মানুষদের মধ্যে কিছু পুরুষ জিনদের মধ্যে কিছু পুরুষদের সাহায্য প্রার্থনা করত, ফলে তারা তাদের দুঃসাহস বাড়িয়ে দিত। (সূরা জিন: ৬)

এছাড়াও, শয়তানের দুর্বলতা সম্পর্কে জানা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا﴿۷۶﴾

নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল অত্যন্ত দুর্বল। (সূরা নিসা: ৭৬)

তদুপরি, জিনেরা মিথ্যাবাদী তা জানা। সহীহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (ﷺ) আবু হুরায়রা (রা.) কে বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে শয়তান তাকে বলেছে, আয়াতুল কুরসি পড়লে জিন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে: সে তোমাকে সত্য বলেছে, কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী।

(৫) উচ্চ আওয়াজে রুকইয়াহ করা

প্রথমে, রুকইয়াগ উচু আওয়াজে হওয়া উচিত, এবং এটি এমন একটি মধ্যম স্বরে হওয়া উচিত যা রোগী শুনতে পায়, যাতে সে রুকইয়াহ থেকে উপকার পায় এবং প্রভাবিত হয়। তবে এটি আসতে বা জোরে হতে পারে।

উচু আওয়াজে রুকইয়াহ করার কিছু উপকারিতা

১. প্রথম উপকারিতা: যাতে রোগী কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা রুকইয়াহ পাঠকারীকে এবং মন্ত্রপাঠকারী যে তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

২. দ্বিতীয় উপকারিতা: যদি রোগী বিশেষত কুরআন শুনতে পায়, তা যদি স্বচ্ছ স্বরে হয়, তবে এটি তার অন্তরে শান্তি এবং প্রশান্তি এনে দেয়।

৩. তৃতীয় উপকারিতা: রোগীকে নিজের এবং তার পরিবারের জন্য রুকইয়াহ পাঠ করার পদ্ধতি শিখানো।

(৬) রুকইয়াহ তাকরার করা

এটা পছন্দনীয় যে রাকী আয়াতগুলি বার বার পাঠ করবে, প্রয়োজন অনুযায়ী।

(৭) রুকইয়াহ এর উপর স্থায়ীভাবে থাকতে হবে

মারকী (যার ওপর রুকইয়াহ পড়া হচ্ছে) রুকইয়াহ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না আল্লাহর ইচ্ছায় তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

(৮) রোগীর গোপনীয়তা রক্ষা করা

কারণ গোপনীয়তা প্রকাশ করা বিশ্বাসঘাতকতা। আবু হুরায়রা (র.আ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে পরামর্শদাতা (মুশতাশার) তার ভরসার প্রতি বিশ্বাসী।

এবং সহীহ হাদিসে আবদুল্লাহ ইবন উমর (র.আ.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে মুসলিমের গোপনীয়তা লুকিয়ে রাখে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনে লুকিয়ে রাখবেন।

রোগীর জন্য চিকিৎসা চলা কালীন করণীয়

(১)ইবাদতের উপর গুরুত্ব দেওয়া

এটি রোগীকে তার রোগ মোকাবেলা করতে সাহায্য করে এবং এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নামাজের রক্ষা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾

হে মুমিনরা! ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সুরা আল-বাকারা: ১৫৩)

এছাড়া, হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত: যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সমস্যায় পড়তেন, তখন তিনি নামাজ পড়তেন।

(২) আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা এবং কুরআনের মাধ্যমে নিরাময়ের দৃঢ় বিশ্বাস

কারণ রোগীর জন্য উপকারী হতে হলে ওষুধ গ্রহণের সময় এটি তার গ্রহণযোগ্যতা এবং এতে উপকার পাওয়ার বিশ্বাস থাকতে হবে। যদি রোগী আল্লাহর শক্তি এবং তার রোগ দূর করার ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, তবে তার জন্য সাহায্য পাওয়া কঠিন।

ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক আরবীকে দেখতে গিয়েছিলেন। নবী (সা.) যখন রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন তিনি বলতেন: لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ কোনো ক্ষতি নেই, এটি এক ধরণের পরিশুদ্ধি, ইনশাআল্লাহ।

রোগী তখন বলল: এটি পরিশুদ্ধি নয়, বরং এটি একটি উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর যা ফেটে পড়বে

বৃদ্ধ শায়েখের উপর, যিনি কবরে যাবেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন: হ্যাঁ, যদি সে চায়।

এবং তাবরানি আরও যোগ করেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ আরবীকে বলেছিলেন: যদি তুমি না চাও, তবে এটা যেমন তুমি বলেছ, আল্লাহর বিধান হবেই, আর পরের দিন বিকেলের মধ্যে সে মারা যাবে।

৩ মহিলা একা গায়রে মাহরাম রাকীর কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ

কারণ এতে মহিলার সাথে একান্ত সময় কাটানো হয়, এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষ ও মহিলার একান্ত সময়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: তোমরা কখনোই একা কোনো মহিলার সাথে সময় কাটাবেন না, কারণ শয়তান তাদের তৃতীয় সঙ্গী হবে।

(৪) গায়রে মাহরামের সামনে মহিলা তার সতর খুলবে না

মহিলা তার শরীরে কোন অঙ্গ খুলবে না রাকীর জন্য কারণ সে রাকী ডাক্টার না। ডাক্টারের অনেক সময় যে স্থানের চিকিৎসা করবে সে স্থান স্পর্শ না করে চিকিৎসা করতে পারে না। কিন্তু রাকী এর বিপরিদ কারণ কোন দু'আ পাঠ করবে এবং ফুঁক দিবে এর কারণে কোন অঙ্গ স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় না।

(৫) অতিশীঘ্র সুস্থতার আশা না করা

রোগীকে অতিশীঘ্র সুস্থতার আশা না করতে বলা উচিত; কারণ রুকইয়াহ এক প্রকারের দু'আ। বুখারী ও মুসলিমের হাদীস আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দু'আ করে, তবে তার দু'আ কবুল হবে, যতক্ষণ না সে অস্থির হয়ে বলবে, দু'আ করেছি, কিন্তু আমার দু'আ কবুল হয়নি। **উপরের আলোচনা গুলো الرقية الشرعية لابطال العين و السحر والتلبس واعلاج الامراض الحسية থেকে নেওয়া হয়েছে।**

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ১ নাম্বার রুকইয়াহ

নিম্নের আয়াতগুলি রোগীর কাছে উচ্চ আওয়াজে পড়তেই থাকবে যতো সময় ঐ জিন রোগীর শরীর থেকে যেতে রাজি না হয়।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴿۱۱۸﴾

(তাফসীরে ইবনেকাসীর খ.৫, পৃ.৫০১)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ২ নাম্বার রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াহটি পাঠ করে রোগীর শরীরে দম করবে তাহলে জিন পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

(সূরা ফাতেহা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- **(সুরা বাকারা ১-৪)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ **(সূরা বাকারা ১৬৩)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- **(সূরা বাকারা ২৫৫-২৫৬)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ- **(সূরা বাকারা ২৮৪-২৮৬)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ **(সূরা আল ইমরান ১৮)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-(সূরা আল ইমরান ২৬-২৭)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ- ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ- (সূরা আ'রাফ ৫৪-৫৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا- (সূরা আল ইসরা ১১০-১১১)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-(সূরা মু'মিনুন ১১৫ ১১৭)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- وَالصَّافَّاتِ صَفًّا- فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا- فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا- إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ- رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ- إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ- وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ- لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ- إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ- فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ-
(সূরা সফফাত ১-১০)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ- (সূরা আর রহমান৩৩-৩৬)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ- هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-
(সূরা হাশর ২২-২৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم- قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا- وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا- وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا-(সূরা জিন ১-৩)

অতঃপর সূরা ক্বাফিরুন, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস এবং নিম্নের আয়াত পড়বে

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ-مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ- أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ-(সূরা বাকারা ১৬-২০)

এই মুঞ্জিল এমন কোন রুকইয়াহ এর বই নাই যার মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই তাই এর আলাদা করে কোন দলিল পেশ করলাম না। বাকি এই আয়াতগুলোর বিষয়ে অনেক হাদিসে জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার বিষয় আলোচনা এসেছে।

একটি বিশেষ পন্থাঃ উপরের মুঞ্জিল তিন বার পাঠ করে শরিষার তেলে ফুঁক দিয়ে তা তিন রাত সমস্ত শরীরে ব্যবহার করে সকালে গোসল করে ফেলবে তাহলে জিনের সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (লুতফুল লাতীফ ৬২)

হাজার জিনে আক্রমণ করলে রুকইয়াহ

দলে দলে জিনে আক্রমণ করলে নিম্নের আয়াতগুলো পড়তেই থাকবে যতো সময় সমাধান না হয়।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴿۱۱۸﴾ (সূরা মু'মিনুন ১১৫ ১১৭)

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۚ (সুরা সফফাত ৬-১)

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿۱﴾ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿۲﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾ (সূরা জিন ৬-১)

(বেহেস্তী জেওর খ. ৯ পৃ. ১৬২)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৪ নাম্বার রুকইয়াহ

নিম্নের দুআগুলি পাঠ করে করে রোগীকে ফুঁক দিবে যতো সময় রোগী সুস্থ্য না হয়।

*بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ– الم – المص – طه – طس – طسم – كهيعص – يس – وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ – حم – عسق – ق – ن – وَالْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ – (আ'মালিয়াতে কাশমিরী ৫৯)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৫ নাম্বার পন্থা

নিম্নের আয়াতগুলো রোগীর কানের কাছে জোরে জোরে পড়তেই থাকবে যতো সময় জিন যেতে রাজি না হয়।

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿۱﴾ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿۲﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾ (সূরা জিন ৬-১)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৬ নাম্বার পন্থা

রাকী নিজের হাত রোগীর গলার কাছে নিয়ে নিম্নের আয়া পাঠ করে মুঠ বন্ধ করে বলবে যে, আমি তোমার নিশ্বাস বন্ধ করে দিলাম ফরে জিনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে খুবই কষ্ট পাবে।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ – لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(সূরা বাকারা ২৫৫)

এটা আমার অভিজ্ঞতা।

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৭ নাম্বার পন্থা

নিম্নের আয়াত পাঠ করে রোগীর মুখে ফুঁক দিবেন আবার পাঠ করে ফুঁক দিবেন এভাবে চলোমান রাখবেন। যতো সময় জিন আপনার কথা শুনতে বাধ্য না হয়।

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۙ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ؕ﴿۱۰﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ؕ﴿۱۱﴾ (সূরা সফ্ফাত ১১)

(বেহেস্তী জেওর খ.৯ পৃ.১৬০)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৮ নাম্বার পন্থা

নিম্নের নিয়মে সূরা ইয়াছিনের আমল করলে জিনেরা প্রচূর শাস্তি পাবে এবং জিনের আছর ও যাদুর প্রভাব দুর হবে।

প্রথম বার সূরা ইয়াছিন সম্পূর্ন পাঠ করে রোগীর ডান কানে ফুক দিবে । দ্বিতীয় বার পাঠ করে বাম কানে ফুক দিবে । তৃতীয়বার পাঠ করে রোগীর মুখে ধম করবে । চতুর্থবার পাঠ করে রোগীর ডান ও বাম নাকের ছিদ্রে ফুক দিবে । ৫পঞ্চমবার পাঠ করে, সারা শরীরের নিয়ত করে, তার বুকে ফুক দিবে । এতে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে জিনের আছর ও যাদুর প্রভাব দুর হবে ।

يٰسٓ ۚ﴿۱﴾ وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ﴿۲﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ﴿۳﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ﴿۴﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۵﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿۶﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۷﴾ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿۸﴾ وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۹﴾ وَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰﴾ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ اَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿۱۱﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ ؕ وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۲﴾ وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ﴿۱۳﴾ اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿۱۴﴾ قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَ مَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿۱۵﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَ مَا عَلَيْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۷﴾ قَالُوْۤا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَ جَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ﴿۲۰﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾

وَ مَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۲﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا يُنْقِذُوْنِ ﴿۲۳﴾ اِنِّيْۤ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾ اِنِّيْۤ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿۲۵﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ
يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿۲۷﴾ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ
مِّنَ السَّمَآءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿۲۸﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿۲۹﴾ يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ
مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۰﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَ اِنْ
كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ اَحْيَيْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَ
جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿۳۴﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا
يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۵﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ
الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَ الشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۳۸﴾ وَ
الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿۳۹﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ ؕ وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۰﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۴۱﴾ وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا
يَرْكَبُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿۴۳﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿۴۴﴾ وَ اِذَا
قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۴۵﴾ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا
مُعْرِضِيْنَ ﴿۴۶﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ
اَطْعَمَهٗۤ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۴۷﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۸﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿۴۹﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّ لَاۤ اِلٰۤى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۰﴾ وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا
هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿۵۱﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ
الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۵۲﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿۵۳﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّ لَا
تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۴﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿۵۵﴾ هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى
الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿۵۶﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿۵۷﴾ سَلٰمٌ ۟ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿۵۸﴾ وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا
الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۵۹﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۶۰﴾ وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱﴾ وَ لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾
اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۶۴﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿۶۵﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿۶۶﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى
مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۶۷﴾ وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۶۸﴾ وَ مَا عَلَّمْنٰهُ
الشِّعْرَ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿۶۹﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷۰﴾ اَوَ
لَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿۷۱﴾ وَ ذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَ مِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿۷۲﴾
وَ لَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾ وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۷۴﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَهُمْ ۙ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿۷۵﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۷۶﴾ اَوَ لَمْ يَرَ
الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷۷﴾ وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ
هِيَ رَمِيْمٌ ﴿۷۸﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۙ﴿۷۹﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ
نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿۸۰﴾ اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۗ وَ هُوَ
الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿۸۱﴾ اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۸۲﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৯ নাম্বার পন্থা

বিসমিল্লাহ সহ আয়াতুল কুরছি ৭ বার এবং নিম্নের আয়াত এক বার পাঠ করে রোগীর কানে ফুঁক দিবে। এতে জিন খুবই কষ্ট পাবে। এভাবে করতে থাকবেন যতো সময় জিন কষ্ট পেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য না হয়।

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (সূরা বাকারা ২৫৫)

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (সূরা সাওয়াদ ৩৪)

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ১০ নাম্বার পন্থা

রাকী সূরা মুমিনুন এর শেষ চার আয়াত পাঠ করে রোগীর কানে ফুঁক দিবে, তারপর সুরা তারেক ৭ বার পাঠ করে কানে ফুঁক দিবে। অতঃপর ডান কানে আজান দিবে এবং বাম কানে ইকামত দিবে। জিন প্রচূর পরিমাণে শাস্তি পেয়ে জিন পালিয়ে যাবে। রোগীকে স্থায়ী ভাবে সুস্থ্য রাখার জন্য এই রুকইয়াহটি ২১ দিন বা ৪১ দিন রোগীকে রেকর্ড করে শোনালে ভালো ফল পাওয়াবে ইনশাআল্লাহ।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴿۱۱۸﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ﴿۱﴾ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ﴿۲﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴿۳﴾ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴿۴﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴿۵﴾ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ﴿۶﴾ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ﴿۷﴾ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ﴿۸﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ﴿۹﴾ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ﴿۱۰﴾ وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴿۱۱﴾ وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴿۱۳﴾ وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴿۱۴﴾ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا﴿۱۵﴾ وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا﴿۱۶﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴿۱۷﴾

৭ বার।

(আসান আলিয়াত ও তাবিজাত খ. ৩, পৃ. ২৩৮)

পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ১ নাম্বার রুকইয়াহ

সহজে জিন যেতে না চাইলে নিম্নের আয়াগুলো পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি রাগান্বিত অবস্থয় ৭/৮ বার রোগীর মুখে মারবে। তাহলে জিন প্রচুর শাস্তি পেয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿۱﴾ یَّهْدِیْۤ اِلَی الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۙ﴿۲﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ یَقُوْلُ سَفِیْهُنَا عَلَی اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾

পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ২ নাম্বার রুকইয়াহ

যদি জিন অবাধ্য হয় রাকীর কোন কথা শুনতে না চায়, তাহলে সূরা জিন পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা জোরে জোরে রোগীর মুখে মারবে। তাহলে জিন প্রচুর শাস্তি পেয়ে রাকী যা বলবে তাই করবে।

قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿۱﴾ یَّهْدِیْۤ اِلَی الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۙ﴿۲﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ یَقُوْلُ سَفِیْهُنَا عَلَی اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾ وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ یَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿۷﴾ وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیْدًا وَّ شُهُبًا ۙ﴿۸﴾ وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ یَّسْتَمِعِ الْاٰنَ یَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾ وَّ اَنَّا لَا نَدْرِیْۤ اَشَرٌّ اُرِیْدَ بِمَنْ فِی الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ﴿۱۰﴾ وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآىِٕقَ قِدَدًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ﴿۱۲﴾ وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤی اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ یُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ۙ﴿۱۳﴾ وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓىِٕكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۙ﴿۱۴﴾ وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ﴿۱۵﴾ وَّ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَی الطَّرِیْقَةِ لَاَسْقَیْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ﴿۱۶﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِیْهِ ؕ وَ مَنْ یُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ یَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ﴿۱۷﴾ وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ﴿۱۸﴾ وَّ اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَدْعُوْهُ كَادُوْا یَكُوْنُوْنَ عَلَیْهِ لِبَدًا ؕ﴿۱۹﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اَدْعُوْا رَبِّیْ وَ لَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۰﴾ قُلْ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا رَشَدًا ﴿۲۱﴾ قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۙ﴿۲۲﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ﴿۲۳﴾ حَتّٰۤی اِذَا رَاَوْا مَا یُوْعَدُوْنَ فَسَیَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّ اَقَلُّ عَدَدًا ﴿۲۴﴾ قُلْ اِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ رَبِّیْۤ اَمَدًا ﴿۲۵﴾ عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ یَسْلُكُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۙ﴿۲۷﴾ لِّیَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمْ وَ اَحْصٰی كُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৩ নাম্বার রুকইয়াহ

নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগীর চেহারায় কয়েক মিনিট পর পর ছিটিয়ে দিবে তাতে জিন প্রচুর শাস্তি পেয়ে চলে যাবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ﴿۷﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ – لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًاۙ﴿۱﴾ يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًاۙ﴿۲﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًاۙ﴿۳﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًاۙ﴿۴﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًاۙ﴿۵﴾

পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৪ নাম্বার রুকইয়াহ

নিম্নের আয়াতগুলো তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিবে এভাবে কিছু সময় পর পর করতে থাকবে। আর আয়াতগুলো পাঠ করে রোগীর কানে ফুঁকস দিতে থাকবে।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴿۱۱۸﴾

পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৫ নাম্বার রুকইয়াহ

সূরা আলাম নাশরহ তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা জোরে জোরে রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিবে। এভাবে কয়েক বার করলে জিন প্রচুর পরিমানে শাস্তি পেয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَۙ﴿۱﴾ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَۙ﴿۲﴾ الَّذِيْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَۙ﴿۳﴾ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَؕ﴿۴﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاؕ﴿۶﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ﴿۷﴾ وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴿۸﴾

পানি পড়ে জিনকে শাস্তি দেওয়ার ৬ নাম্বার রুকইয়াহ

নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে রোগীর চেহারায় ফুঁক দিবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তা খাওয়াবে। তাহলে জিন শাস্তি পেয়ে পালিয়ে যাবে।

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّیْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِیْ سٰجِدِيْنَ ﴿۴﴾ قَالَ يٰبُنَیَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۵﴾ وَ كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ عَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۶﴾ لَقَدْ كَانَ فِیْ يُوْسُفَ وَ اِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿۷﴾

জিনকে জালিয়ে দেওয়ার ১ নাম্বার রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াহটি রোগীকে নিকটে বসিয়ে পাঠ করে শোনাবে, পাঠ করা শেষ হলে রোগীর শরীরে ফুঁক দিবে তাতে রোগীর শরীরে জিন থাকলে সে জ্বলে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই রুকইয়াহটি এতো শক্তিশালি যে, জিনের যে সমস্ত রোগী কোন চিকিৎসা দ্বারা ফায়দা পাচ্ছে না। তাদেরকে এই রুকইয়াটি তিন বা ৭ দিন শোনালে সে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،أ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله

সাত বার।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

(সূরা বাকারা ২৫৫)

একবার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

একবার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ يُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

একবার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا
بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۙ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾ لَا
يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ؕ﴿۱۰﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿۱۱﴾ بَلْ عَجِبْتَ
وَ يَسْخَرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ اِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَ اِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَ قَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ
مُّبِيْنٌ ۖ﴿۱۵﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ﴿۱۶﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿۱۷﴾ قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۚ﴿۱۸﴾
فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿۲۰﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ
تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۱﴾ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ وَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿۲۲﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ
الْجَحِيْمِ ﴿۲۳﴾ وَ قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ ۙ﴿۲۴﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿۲۵﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿۲۶﴾ وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿۲۷﴾ قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿۲۸﴾ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۹﴾ وَ مَا كَانَ لَنَا
عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿۳۰﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿۳۱﴾ فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿۳۲﴾
فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۴﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ
يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ؕ﴿۳۶﴾ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۷﴾ اِنَّكُمْ
لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ۚ﴿۳۸﴾ وَ مَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ﴿۳۹﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۴۰﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
مَّعْلُوْمٌ ۙ﴿۴۱﴾ فَوَاكِهُ ۚ وَ هُمْ مُّكْرَمُوْنَ ۙ﴿۴۲﴾ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۙ﴿۴۳﴾ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿۴۴﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ
مَّعِيْنٍ ۙ﴿۴۵﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۖ﴿۴۶﴾ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ
عِيْنٌ ۙ﴿۴۸﴾ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿۴۹﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿۵۰﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ
قَرِيْنٌ ۙ﴿۵۱﴾ يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿۵۲﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿۵۳﴾ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ
مُّطَّلِعُوْنَ ﴿۵۴﴾ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿۵۵﴾ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۙ﴿۵۶﴾ وَ لَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ
الْمُحْضَرِيْنَ ﴿۵۷﴾ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ۙ﴿۵۸﴾ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿۵۹﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۶۰﴾
لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿۶۱﴾ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿۶۲﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۳﴾ اِنَّهَا شَجَرَةٌ
تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۙ﴿۶۴﴾ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿۶۵﴾ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ؕ﴿۶۶﴾ ثُمَّ
اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۚ﴿۶۷﴾ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ﴿۶۸﴾ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ۙ﴿۶۹﴾ فَهُمْ عَلٰٓى
اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿۷۰﴾ وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ﴿۷۱﴾ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿۷۲﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذَرِيْنَ ۙ﴿۷۳﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۷۴﴾ وَ لَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۙ﴿۷۵﴾ وَ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ ۖ﴿۷۶﴾ وَ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۚ﴿۷۷﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۚ﴿۷۸﴾ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۹﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۱﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿۸۲﴾ وَ اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿۸۳﴾ اِذْ جَآءَ
رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿۸۴﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا ذَا تَعْبُدُوْنَ ۚ﴿۸۵﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ؕ﴿۸۶﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۷﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ﴿۸۸﴾ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿۹۰﴾ فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا
تَاْكُلُوْنَ ۖ﴿۹۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿۹۲﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿۹۳﴾ فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿۹۴﴾ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا
تَنْحِتُوْنَ ﴿۹۵﴾ وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۶﴾ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿۹۷﴾ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ
الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۹۸﴾ وَ قَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿۹۹﴾ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۰۰﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا
بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِىْٓ
اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ۚ﴿۱۰۳﴾ وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۙ﴿۱۰۴﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۵﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿۱۰۶﴾ وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۷﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۖ﴿۱۰۸﴾ سَلٰمٌ
عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۱۰۹﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۰﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۱﴾ وَ بَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۲﴾ وَ بٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿۱۱۳﴾ وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى
مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَ نَجَّيْنٰهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ﴿۱۱۵﴾ وَ نَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۚ﴿۱۱۶﴾ وَ اٰتَيْنٰهُمَا

الْكِتٰبِ الْمُسْتَبِيْنِۚ﴿۱۱۷﴾ وَ هَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۚ﴿۱۱۸﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَۖ﴿۱۱۹﴾ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَ
هٰرُوْنَ﴿۱۲۰﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ﴿۱۲۱﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ﴿۱۲۲﴾ وَ اِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَۘ﴿۱۲۳﴾ اِذْ قَالَ
لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ﴿۱۲۴﴾ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَۙ﴿۱۲۵﴾ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ﴿۱۲۶﴾ فَكَذَّبُوْهُ
فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَۙ﴿۱۲۷﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ﴿۱۲۸﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَۖ﴿۱۲۹﴾ سَلٰمٌ عَلٰۤى اِلْ يَاسِيْنَ﴿۱۳۰﴾ اِنَّا
كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ﴿۱۳۱﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ﴿۱۳۲﴾ وَ اِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَۘ﴿۱۳۳﴾ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ
اَجْمَعِيْنَۙ﴿۱۳۴﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ﴿۱۳۵﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ﴿۱۳۶﴾ وَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَۙ﴿۱۳۷﴾ وَ بِالَّيْلِؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴿۱۳۸﴾ وَ اِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَۘ﴿۱۳۹﴾ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِۙ﴿۱۴۰﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَۚ﴿۱۴۱﴾
فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَ هُوَ مُلِيْمٌ﴿۱۴۲﴾ فَلَوْ لَاۤ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَۙ﴿۱۴۳﴾ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَۚ﴿۱۴۴﴾ فَنَبَذْنٰهُ
بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ سَقِيْمٌۚ﴿۱۴۵﴾ وَ اَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍۚ﴿۱۴۶﴾ وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَۚ﴿۱۴۷﴾ فَاٰمَنُوْا
فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍؕ﴿۱۴۸﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَۙ﴿۱۴۹﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُوْنَ﴿۱۵۰﴾ اَلَاۤ اِنَّهُمْ
مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَۙ﴿۱۵۱﴾ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ﴿۱۵۲﴾ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَؕ﴿۱۵۳﴾ مَا لَكُمْ ۬ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ﴿۱۵۴﴾
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَۚ﴿۱۵۵﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌۙ﴿۱۵۶﴾ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴿۱۵۷﴾ وَ جَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًاؕ وَ لَقَدْ
عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَۙ﴿۱۵۸﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَۙ﴿۱۵۹﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ﴿۱۶۰﴾ فَاِنَّكُمْ وَ مَا
تَعْبُدُوْنَۙ﴿۱۶۱﴾ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَۙ﴿۱۶۲﴾ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ﴿۱۶۳﴾ وَ مَا مِنَّاۤ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌۚ﴿۱۶۴﴾ وَّ اِنَّا لَنَحْنُ
الصَّآفُّوْنَۚ﴿۱۶۵﴾ وَ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ﴿۱۶۶﴾ وَ اِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَۙ﴿۱۶۷﴾ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَۙ﴿۱۶۸﴾ لَكُنَّا عِبَادَ
اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ﴿۱۶۹﴾ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ﴿۱۷۰﴾ وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَۚ﴿۱۷۱﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ
الْمَنْصُوْرُوْنَ﴿۱۷۲﴾ وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ﴿۱۷۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍۙ﴿۱۷۴﴾ وَّ اَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ﴿۱۷۵﴾
اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ﴿۱۷۶﴾ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ﴿۱۷۷﴾ وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍۙ﴿۱۷۸﴾ وَّ اَبْصِرْ
فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ﴿۱۷۹﴾ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَۚ﴿۱۸۰﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَۚ﴿۱۸۱﴾ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ﴿۱۸۲﴾

একবার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَ
لَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ﴿۱﴾ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ
مَخْرَجًا ﴿۲﴾ وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ
لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾ وَ الّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّ الّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَ
اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ﴿۴﴾ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ
وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ﴿۵﴾ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَ لَا تُضَآرُّوْهُنَّ
لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَ اِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَ اْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَ اِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ﴿۶﴾ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ مَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ﴿۷﴾ وَ كَاَيِّنْ مِّنْ
قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّ عَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿۸﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَ كَانَ
عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ﴿۹﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ
ذِكْرًا ﴿۱۰﴾ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ
مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿۱۱﴾
اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّ
اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾

একবার

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾

একবার

জিনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার ২ নাম্বার রুকইয়াহ

রোগীর দুই পাশে দুইজন বসে জোরে জোরে সূরা সফ্ফাত পাঠ করে শুনাবে তাহলে জিন জ্বলে যাবে ইনশাআল্লাহ অথবা দুই কানে ইয়ারফোন দিয়ে সূরা সফ্ফাত জোরে চালিয়ে দিবে তাতেও আশা করা যায় জিন জ্বলে যাবে।

মনে রাখার কথা হলো, এই আমল যখন কোন মুদাব্বির ভাই দেখে কোন শক্তিশালি রোগীর উপর প্রয়োগ করবে। তখন অনেক রোগীর জিন সাথে সাথে মারা যাবে ফলে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আর কিছু রোগীর জিন নিজ অবস্থায় থাকবে, অর্থাৎ মারা যাবে না। কিন্তু হাল না ছেড়ে এই আমল ৭ দিন বা ২১ বা ৪১ দিন করলে ঐ জিন মারা যাবে ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِیٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا
بَیْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِزِیْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۚ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾ لَا
یَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ یُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿۱۰﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِیْنٍ لَّازِبٍ ﴿۱۱﴾ بَلْ عَجِبْتَ
وَ یَسْخَرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ اِذَا ذُكِّرُوْا لَا یَذْكُرُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَ اِذَا رَاَوْا اٰیَةً یَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَ قَالُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ
مُّبِیْنٌ ۖ﴿۱۵﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ﴿۱۶﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿۱۷﴾ قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۚ﴿۱۸﴾
فَاِنَّمَا هِیَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ یَنْظُرُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَ قَالُوْا یٰوَیْلَنَا هٰذَا یَوْمُ الدِّیْنِ ﴿۲۰﴾ هٰذَا یَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ
تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۱﴾ اُحْشُرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ وَ مَا كَانُوْا یَعْبُدُوْنَ ﴿۲۲﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ
الْجَحِیْمِ ﴿۲۳﴾ وَ قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ ۙ﴿۲۴﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿۲۵﴾ بَلْ هُمُ الْیَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿۲۶﴾ وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ یَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿۲۷﴾ قَالُوْۤا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْیَمِیْنِ ﴿۲۸﴾ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ﴿۲۹﴾ وَ مَا كَانَ لَنَا
عَلَیْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِیْنَ ﴿۳۰﴾ فَحَقَّ عَلَیْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿۳۱﴾ فَاَغْوَیْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِیْنَ ﴿۳۲﴾
فَاِنَّهُمْ یَوْمَىٕذٍ فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِیْنَ ﴿۳۴﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْۤا اِذَا قِیْلَ لَهُمْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ
یَسْتَكْبِرُوْنَ ۙ﴿۳۵﴾ وَ یَقُوْلُوْنَ اَىِٕنَّا لَتَارِكُوْۤا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ؕ﴿۳۶﴾ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۳۷﴾ اِنَّكُمْ
لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِیْمِ ۚ﴿۳۸﴾ وَ مَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۹﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِیْنَ ﴿۴۰﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
مَّعْلُوْمٌ ۙ﴿۴۱﴾ فَوَاكِهُ ۚ وَ هُمْ مُّكْرَمُوْنَ ۙ﴿۴۲﴾ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ ۙ﴿۴۳﴾ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِیْنَ ﴿۴۴﴾ یُطَافُ عَلَیْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ
مَّعِیْنٍ ۙ﴿۴۵﴾ بَیْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِیْنَ ۖ﴿۴۶﴾ لَا فِیْهَا غَوْلٌ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا یُنْزَفُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ
عِیْنٌ ۙ﴿۴۸﴾ كَاَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿۴۹﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ یَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿۵۰﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّیْ كَانَ لِیْ
قَرِیْنٌ ۙ﴿۵۱﴾ یَّقُوْلُ اَىِٕنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِیْنَ ﴿۵۲﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِیْنُوْنَ ﴿۵۳﴾ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ
مُّطَّلِعُوْنَ ﴿۵۴﴾ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِیْ سَوَآءِ الْجَحِیْمِ ﴿۵۵﴾ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِیْنِ ۙ﴿۵۶﴾ وَ لَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّیْ لَكُنْتُ مِنَ
الْمُحْضَرِیْنَ ﴿۵۷﴾ اَفَمَا نَحْنُ بِمَیِّتِیْنَ ۙ﴿۵۸﴾ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ ﴿۵۹﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۶۰﴾
لِمِثْلِ هٰذَا فَلْیَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿۶۱﴾ اَذٰلِكَ خَیْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿۶۲﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِیْنَ ﴿۶۳﴾ اِنَّهَا شَجَرَةٌ
تَخْرُجُ فِیْۤ اَصْلِ الْجَحِیْمِ ۙ﴿۶۴﴾ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّیٰطِیْنِ ﴿۶۵﴾ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ؕ﴿۶۶﴾ ثُمَّ

اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٨﴾ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلٰٓى
اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٧١﴾ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَ لَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَ اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾ اِذْ جَآءَ
رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا ذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا
تَاْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾ فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا
تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ
الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَ قَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا
بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِىْٓ
اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾ وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ سَلٰمٌ
عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١١﴾ وَ بَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٢﴾ وَ بٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿١١٣﴾ وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى
مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾ وَ نَجَّيْنٰهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾ وَ نَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَ اٰتَيْنٰهُمَا
الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾ وَ هَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَ
هٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَ اِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ
لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوْهُ
فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِنَّا
كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾ وَ اِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗٓ
اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَ بِالَّيْلِ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَ اِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾
فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَ هُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْ لَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنٰهُ
بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَ اَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾ وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰمَنُوْا
فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ
مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ؕ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ ۬ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾ وَ جَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَ لَقَدْ
عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾ فَاِنَّكُمْ وَ مَا
تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾ وَ مَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾ وَّ اِنَّا لَنَحْنُ
الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾ وَ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾ وَ اِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ
اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۖ ﴿١٧١﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ
الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾ وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾ وَّ اَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾
اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٧﴾ وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾ وَّ اَبْصِرْ
فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

জিনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার ৩ নাম্বার রুকইয়াহ

রোগীর নিকট বসে সূরা ইয়াছিন ২ বার এবং সূরা জিন তিন বার পাঠ করে রোগীকে শোনালে জিন জ্বলে যাবে ইনশাআল্লাহ অথবা এই কাজটি সাউন্ড বক্সের মাধ্যমেও করতে পারেন। তবে সাথে সাথে কোন রোগীর উপকার না হলে এই আমল একাধারে ৭ দিন করবে ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে।

সূরা ইয়াছিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ﴿١﴾ وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ
قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا
فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾ وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾
وَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ
بِمَغْفِرَةٍ وَّ اَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ ؕ وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ
مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ ﴿١٣﴾ اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا
بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَ مَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا
تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَ مَا عَلَيْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوْۤا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ
تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ
جَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾
وَ مَا لِيَ لَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا يُنْقِذُوْنِ ۚ ﴿٢٣﴾ اِنِّيْۤ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْۤ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ؕ ﴿٢٥﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ
يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۙ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ
مِّنَ السَّمَآءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾ يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ
مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ؕ ﴿٣١﴾ وَ اِنْ
كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنٌ ﴿٣٢﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ اَحْيَيْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ
جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۙ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا
يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ
الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ ﴿٣٧﴾ وَ الشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَ
الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ ؕ وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۙ ﴿٤١﴾ وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا
يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۙ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ وَ اِذَا
قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا
مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ
اَطْعَمَهٗۤ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّ لَاۤ اِلٰۤى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا
هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ
الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّ لَا
تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۚ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى
الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۖ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ ۟ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾ وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا
الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ ﴿٦٠﴾ وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَ لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى
مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَ مَا عَلَّمْنٰهُ
الشِّعْرَ وَ مَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ اَوَ
لَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾ وَ ذَلَّلّٰنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَ مِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾
وَ لَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَهُمْ ۙ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَ لَمْ يَرَ
الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِىَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَ
هِىَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۙ﴿٧٩﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ
نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۗ وَ هُوَ
الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

সূরা জিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿١﴾ يَّهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ
بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿٢﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿٣﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿٤﴾ وَّ
اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿٥﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿٦﴾ وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿٧﴾ وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا
شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۙ﴿٨﴾ وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿٩﴾ وَّ اَنَّا لَا نَدْرِىْٓ
اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ﴿١٠﴾ وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ
قِدَدًا ۙ﴿١١﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ﴿١٢﴾ وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ
يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ۙ﴿١٣﴾ وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا
رَشَدًا ۙ﴿١٤﴾ وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ﴿١٥﴾ وَّ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ﴿١٦﴾
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَ مَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ﴿١٧﴾ وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ﴿١٨﴾ وَّ
اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ؕ﴿١٩﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّىْ وَ لَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ اِنِّىْ لَآ
اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۙ﴿٢٢﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ
اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ﴿٢٣﴾ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ
فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّ اَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ اِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾ عٰلِمُ
الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۙ﴿٢٧﴾
لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ اَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

জিন কি কি জিনিসকে ভয় পায়

জিন মানুষের মতো আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি এক প্রাণী । তাই এদের মধ্যে ভয় আছে কারণ আল্লাহ তা'য়ালার দুনিয়ার মধ্যে যতো প্রাণী সৃষ্টি করেছেন সবার মধ্যে ভয় নামক এই বস্তু দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সব প্রাণী একই জিনিসকে ভয় পায় না। উদাহরণ স্বরুপঃ মানুষ যদি দেখে রাস্তার উপর কারেন্টের তার ছিড়ে পরে আছে, তাহলে তার নিকটেও যাবে না, কারণ সে জানে এটা ভয়ানক। আর এই তারের নিকট একটা গরু ছেড়ে দিলে সে তার নিকট অনায়াসে চলে যাবে ভয় পাবে না,

কারণ সে জানেই না যে, এটা ভয়ানক। আর যদি একটা লাঠি গরুকে দেখানো হয় সে তাকে ভয় পাবে। যা বুজাতে চাচ্ছি তাহলো একেশটি প্রাণী একেকটি বস্তুকে ভয় করে।

একটি ঘটনা

আমি তখন ছোট আমাদের গ্রামে হাতি আসবে শুনে আমরা সবাই রাস্তায় বের হলাম। তবে আমাদের গ্রামে আসার জন্য রাস্তায় অনেকগুলো ব্রিজ রয়েছে। ফলে তারা যখন হাতিটাকে ঐ ব্রীজের উপর দিয়ে আনতে গেছে এখন আর হাতি ব্রীজে পা দেয় না। কারণ হাতী ভয় পাচ্ছে যে, হয়তো এর উপর পা দিলে সে ভেঙ্গে পড়ে যাবে। অথচ এই ব্রীজের উপর দিয়ে হাতি থেকে অনেক ভারী জিনিস নিয়ে মানুষ ট্রাক চালিয়ে চলে যায় ভয় পায় না। কারণ হলো একেকটি প্রাণী একেক জিনিসকে ভয় পায়।

যাহোক আমরা এখন দেখবো যে, জিন কি কি জিনিসকে ভয় পায়।

(১) জিনেরা আল্লাহ তা'য়ালার নামের জিকিরকে খুবই ভয় করে থাকে। যে স্থানেই তারা আল্লাহ তা'য়ালার নামের জিকির শুনতে পায় সে স্থান থেকে তারা দ্রুত পালিয়ে যায়।

হাদিসের মধ্যে আসছে নবী করীম (সা.) বলেনঃ

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،عن جابر قال سمعت النبي {ﷺ} يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء قال الأعمش فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা.) বলতে শুনেছি, শয়তান সালাতের আযানের শব্দ শুনে পালাতে পালাতে রাওহা পর্যন্ত চলে যায়।

আ'মাশ বলেন, আমি আবু সুফিয়ানকে রাওহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এ স্থানটি মদিনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। (আল জামযু বায়নাস সহীহাইন আল বুখারী ও মুসলিম খ. ২ পৃ ৩০৭)

এই হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, শয়তান আল্লাহ তা'য়ালার নামকে কতোটা ভয় পায়। কারণ আযানের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'য়ালার নাম যা শুনে শয়তান ছত্রিশ মাইল দুরে চলে যেতে বাধ্য হয়।

তাই যারা জিনের রোগী তাদের জন্য রাকী বা মুদাব্বির তারা রোগীদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার নামের যে ছোট ছোট উৎকৃষ্ট জিকির রয়েছে তা করতে দিবে তাতে আমার মনে হয় রোগী আরো দ্রুত সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তাহলে চলুন জেনে নেই কি জিকির রোগীদেরকে করতে দিতে পারি।

জিনের রোগীকে যে জিকির করতে দিবে

(১) যে সমস্ত রোগী একে বারে পড়া-লেখা জানে না তাদেরকে সকাল-সন্ধা একশত বার করে নিম্নের জিকিরটি করতে বলবে।

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ

লাইলাহা ইল্লাহ

(২) আর যারা একটু পড়া-লেখা জানে তাদেরকে সকাল-সন্ধা নিম্নের জিকিরটি একশতবার করে করতে বলবে।

لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من قال في يوم مائة مرة لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحي عنه مائة سيئة وكن له حرزا من الشيطان سائر يومه إلى الليل . ولم يأت أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন এই দুআ পাঠ করবে, এটি তার জন্য দশটি গোলাম আজাদ করার সমান হবে, তার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হবে, এবং তার একশত গোনাহ মুছে দেওয়া হবে। এ কালিমা সে দিন তার জন্য ঢালস্বরুপ হবে, যতক্ষণ না সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়। আর সে যা নিয়ে উপস্থিত হবে তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে কেউ উপস্থিত হবে না, তবে যে এ কালিমা তার চেয়ে বেশি পাঠ করবে সে ব্যতীত। (সুনানে ইবনে মাজা খ.২ পৃ. ১২৩৮)

(৩) যারা কঠিন জিনের রোগে আক্রান্ত তাদেরকে নিম্নের দুআটি সকাল-সন্ধা একশত বার করে পাঠ করতে বলবেন।

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ لاحول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داءا أيسرها الهم

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, لاحول ولا قوة إلا بالله নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ, তার মধ্যে সহজটা হলো চিন্তা। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ খ.৩ পৃ. ২১৩)

জিনেরা কালামুল্লাহকে ভয় করে

জিনেরা কুরআন তেলাওয়াতকে প্রচুর পরিমাণে ভয় করে থাকে। যেখানে কুরআন তেলাওয়াত শোনে জিন সে স্থান থেকে পালিয়ে যায়।

عن ابي هريرة قال وكَّلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام . . وذكر الحديث، وقال في آخره : إذا أويتَ إلى فراشِكَ فاقرأ آيةَ الكرسي، فإنه لن يزالَ معكَ من الله تعالى حافظ، ولا يقربَك شيطانٌ حتى تُصْبِحَ . فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : " صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيطانٌ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ (একবার) রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে রমযানের যাকাত দেখাশোনার দায়িত্ব দেন।বস্তুত একজন আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল।---------- সব শেষে আগমনকারী বলল, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে। এর কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না। (এ কথা শুনে) নবী করীম (সা.) বললেন, সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী কিন্তু তোমাকে সত্য বলেছে। সে শয়তান ছিলো। (আল আজকারুন নববী খ.১ পৃ. ১০৪)

عن أبي هريرة أن رسول الله {ﷺ} قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা নিজেরদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কেননা যে বাড়িতে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে। (আল জামউ বায়নাস সহীহাইন আল বুখারী ও মুসলিম খ.৩ পৃ. ২২১)

এই দুটি হাদিস থেকে বুঝে আসে, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা রক্ষক নিযুক্ত করেন যার ফলে তার কাছে জিন ও শয়তান আসতে পারে না। আর যে ঘরে বা স্থানে কুরাআন তেলাওয়াত করা হয় সে স্থান থেকে জিন ও শয়তান পালিয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন যা এই হাদিস পড়ে অন্তরে উদয় হয়

হাদিস থেকে বুঝে আসছে যে, যে স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় সে স্থানে জিন থাকতে পারে না বরং জিনরা সে স্থান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই অনেক মহিলা মাদ্রাসায় জিনেরা প্রচুর পরিমাণে আক্রমণ করে অথচ মাদ্রাসায় দিন রাত কুরআনের তেলাওয়াত জারি থাকে?

এই প্রশ্নের উত্তর বুঝার আগে একটা ভুমিকা বুঝতে হবে। জিনেরা মানুষের উপর বা কোন বাড়ির উপর কেনো আক্রমণ করে? কারণ হলো, অনেক স্থানে জিনেরা মানুষে বাড়ি-ঘর বানানোর পূর্বেই বসবাস করতো মানুষেরা যখন এই স্থানে বাড়ি বানিয়ে বসবাস করা শুরু করেছে, তখন এই জিনদের জন্য এখানে থাকাটা কঠিন হয়ে গেছে কারণ জিনেরা মানুষদেরকে সজ্য করতে পারে না। কারণ তারা মানুষহীন নির্জন স্থানে থাকাকে ভালোবাসে। তবে যদি মাদ্রাসা না হয়ে শুধু বসবাস করে তবে তাদের উপর আক্রমণ কম হয় কারণ অনেক পরিবার তো বছরের পর বছর কুরআন তেলাওয়াত করে না নামাযও পড়ে না ফলে জিনদের তেমন কোন সমস্যা হয় না। এই স্থানে বসবাস করতে। কিন্তু যখন এখানে মাদ্রাসা হয়, দিন- রাত কুরআন তেলাওয়াত চলতে থাকে তখন জিনেরা আর সজ্য করতে পারে না ফলে তরা মাদ্রাসার ভালো ভালো মেধাবী মেয়েদের উপর আক্রমণ করা শুরু করে যাতে মাদ্রসা বন্ধ হয়ে যায়। তাই দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াতের পরেও জিনেরা মাদ্রাসার মেয়েদের উপর আক্রমণ করে।

আর কিছু মেয়ে যাদের মাদ্রাসায় যাওয়ার পূর্বেই জিনের সমস্যা ছিলো, মাদ্রাসায় যাওয়ার পর তাদের উপর বেশি আক্রমণ হয় কারণ হলো, জিন ঐ মেয়ের আসে-পাশে সব সময় থাকে। এখন

যখন তার চতুর পাশে শুধু কুরআন তেলাওয়াত হতে থাকে তখন ঐ জিন প্রচুর কষ্ট পায় ফলে এই মেয়ের উপর বার বার আক্রমণ করতে থাকে যাতে সে এই মাদ্রাসা থেকে চলে যায়। কিন্তু এই অবস্থায় মেয়ে যদি মাদ্রাসায় থাকে আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশাবাদী ঐ জিন রোগী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

মহিলা মাদ্রসার উপর জিনে আক্রমণের আরেকটি কারণ হলো, মানুষে শত্রুতা করে মাদ্রাসার উপর জিন চালান করে দেওয়া।

মাদ্রাসায় সব সময় কুরআন তেলাওয়াতের কারণে জিনেরা এই স্থানে আসতে ভয় পায় কিন্তু যখন তাদেরকে এই স্থানে আসতে বাধ্য করা হয় তখন তারা নিরুপায় হয়ে জীবনের পরওয়া না করে মাদ্রাসায় এসে মেয়েদের উপর আক্রমণ করে।

আমার কিছু চালানকৃত জিনের সাথে কথা

চালানকৃত জিনকে হাজির করে তার সাথে কথা বলে যখন বুঝলাম যে সে রোগী থেকে যেতে চাচ্ছে না তখন যখন তাকে শাস্তি দেওয়া শুরু করলাম তখন ঐ জিনটা কেদে দিয়ে বললো যে, হুজুর আপনি আমাকে মেরে ফেলেন। কারণ এখানে আসলে আপনারা আমাকে শাস্তি দেন আবার আমার স্থানে আমি ফিরে গেলে আমাকে প্রচুর শাস্তি দেওয়া হয় এখানে আসার জন্য। এখন বলেন আমি কোথায় যাবো। এর থেকে মরে যাওয়াই ভালো তাই আপনি আমাকে মেরে ফেলুন।

চালানকৃত জিনদেরকে কে মারে কিভাবে মারে

যাদুকার আল্লাহ তা'য়ালাকে বাদ দিয়ে শয়তানের ইবাদত করে শয়তানকে খুশি করে। ফলে শয়তান তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সে যে কাজ করতে অক্ষম সে কাজগুলো করে দেয়। যেমনঃ যাদুকার বড় শয়তানের ইবাদত করে কাকুতী মিনতীর সাথে কলল যে, আমি অমুক মাদ্রাসার ক্ষতি করতে চাই, তখন ঐ বড় শয়তান দূর্বল জিনদেরকে অত্যাচার করে মেরে এই মাদ্রাসার উপর আক্রমণ করতে বাধ্য করে। তখন এই দূর্বল জিনগুলো অত্যাচারের ভয়ে মাদ্রাসায় এসে আক্রমণ করে যদিও মাদ্রাসায় আসতে তাদের প্রচুর কষ্ট হয়। আর অনেক জিন তো কুরআন তেলাওয়াতের প্রভাবে মারাও যায়। চালান জিনের রোগীদের কি চিকিৎসা করতে হবে তা সামনে আলোচনা করা হবে।

কুরআনের কি আমল করলে জিনের রোগীরা ভালো থাকবে

(১) যে রোগী একেবারে পড়া-লেখা জানে না, তাদেরকে অন্তত সূরা ফাতেহা বেশি বেশি পাঠ করতে বলবে। কারণ সূরা ফাতেহা সমস্ত রোগের ঔষধ এবং এই সূরার মধ্যে জিনদেরকে রোগী থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পাওয়ার রয়েছে।

عن على ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خير الدواء القرآن "

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, উৎকৃষ্ট চিকিৎসা হলো কুরআনুল কারীম। (ইবনে মাজা খ. ৩ পৃ. ৪৩৮)

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ »

আব্দুল মালিক ইবনে উমায়রিন (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সূরা ফাতেহা সমস্ত রোগের শেফা। (সুনানে দারেমী খ. ২ পৃ. ৪৫০)

এই হাদিসগুলো থেকে বুঝে আসে কুরআন উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষ করে সূরা ফাতেহা সমস্ত রোগের ঔষধ এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করলে আল্লাহ তা'য়ালা বলা মসিবত বান্দাদের থেকে উঠিয়ে নেয়।

عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ﷺ قال إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب ^ الحمد لله رب العالمين ^ فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة

হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এক সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'য়ালা চুড়ান্ত শাস্তি পাঠান, এ অবস্থায় ঐ সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের মধ্য থেকে একটি বাচ্চা মক্তবে আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন পাঠ করে, আল্লাহ তা'য়ালা তা শ্রুবণ করে চল্লিশ বছরের জন্য তাদের থেকে আজাব উঠিয়ে নেয়। তাফসীরে বায়যবী খ.১ পৃ. ১৬)

সুতরাং জিনে মানুষকে আছর করা একটা রোগ বা বিপদ । তাই আছরকারী ব্যক্তি বেশি বেশি সূরা ফাতেহা পাঠ করলে তা থেকে মুক্তি দিবে আল্লাহ তা'য়ালা।

কত বার রোগী সূরা ফাতেহা পাঠ করবে

আকাবিরদের কিতাব অধ্যায়ন করলে বুঝে আসে, তারা সূরা ফাতেহা ১১ বার বা ৪০ বার পাঠ করার কথা বেশি বলতেন। তাই রোগীর আমলের ইচ্ছা শক্তির উপর নির্ভর করে কাউকে সারাদিন ১১ বার, আবার কাউকে ৪০ বার পড়ার জন্য বলবেন। তাহলে আশা করা যায় রোগী আরো দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সূরা বাকারা

অনেক পরিবার আছে যাদের ঘরে কিছু আছে বলে তারা অনুধাবন করে, আবার অনেকের বাড়িতে জিনেরা ময়লা ছিটিয়ে রাখে, অনেক বাড়িতে জিনেরা পাথর মারে, অনেক পরিবারের টাকা চুরি করে নিয়ে যায়, অনেক পরিবারের ছাদের উপর কি জানি হ্যাটা-হাটি করে, অনেক

পরিবারে ঘরের মধ্যে হঠাৎ শব্দ হয় একেক স্থানে করে । এই সমস্ত পরিবারের জন্য কি করণীয় তা নিয়ে চলুন একটু হাদিস খুজে দেখি।

عن سهل بن سعد- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ - : "إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان في بيته ثلاثة أيام، ومن قرأها نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام".

সাহাল ইবনে সা'য়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর শীর্ষস্থান রয়েছে। আর কুরআনের শীর্ষ স্থান হলো সূরা বাকারা, যে ব্যক্তি সূরা বাকারা তার ঘরে রাতে পাঠ করবে শয়তান তার ঘরে তিন দিন প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি দিনে পাঠ করবে শয়তান তার ঘরে তিন দিন প্রবেশ করবে না। اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد (العشرة - (ج ٦ / ص ٥٧

আমলের পন্থা

আমি একজন মুদাব্বির হিসাবে আমার জেহেনে এটা উদয় হয়েছে যে, যেহেতু নবী করীম (সা.) দিনে এবং রাতে পড়ার কথা বলেছে। তাই যে সমস্ত পরিবারের উপরের সমস্যাগুলো দেখা দিবে তাদের ঘরে সকাল-সন্ধা সূরা বাকার কিছু অংশ তেলাওয়াত করলে আমি আশাবাদি এই আমলের বরকতে জিন আর এই পরিবারে প্রবেশ করতে পারবে না।

তবে মনে রাখার কথা হলো যাদের পরিবারে জিনের আক্রমণ বেশি পরিমাণে হয় তারা কয়েক দিন আমল করে দেখে যে, কোন ফায়দা হচ্ছে না বা আরো আক্রমণ বেশি হচ্ছে তখন তারা আমল বাদ দিয়ে বিভিন্ন রাকী বা মুদাব্বিরের কাছে দৌড়াইতে থাকে। এটা ঠিক না কারণ হলো নবীজি (সা.) কথার উপর যদি আপনার আস্থা না আসে তাহলে আপনার রোগ কিভাবে দূর হবে বলেন।

একটি ঘটনা

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسقيه عسلاً» فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» . فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» . فَسَقَاهُ فَبَرَأَ

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের ডায়রিয়া হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। সে মধু পান করাল। সে আবার এসে বলল : আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, এতে তার ডায়রিয়া আরো বেড়ে গেছে। এভাবে তিনি তাঁকে তিনবার বললেন (অর্থাৎ- ডায়রিয়া ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার কথা জানালো)। অতঃপর সে চতুর্থবার এসে অভিযোগ করল। এবারও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। সে বলল : আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি, কিন্তু তার ডায়রিয়া আরো বেড়ে গিয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ (তাঁর কালামে) যা বলেছেন, তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা (অর্থাৎ- পেটে দূষিত কোন কিছু রয়েছে।) অতঃপর আবার তাকে মধু পান করাল এবং সে আরোগ্য লাভ করল। (বুখারী ও মুসলিম)

রুকইয়াহ ও তদবীরে রোগী সুস্থ হওয়া অনেকটা নির্ভর করে অন্তরের আস্থার উপর, তাই নবীজি (সা.) বলা আমল করা অবস্থায় বেড়ে গেলেও আস্থা রেখে করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে বা সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

যে সমস্ত রোগীদের রাতে ঘুমের মধ্যে

জিনেরা সমস্যা করে তাদের জন্য আমল

আয়াতুল কুরছি

যে সমস্ত জিনের রোগীদের বিশেষ করে রাতে সমস্যা হয়, যেমন কারো সমস্যা হয় ঘুমানোর সাথে সাথে বোবায় ধরে, এই সমস্যা কারো এতো মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, সে এখন ঘুমাতেই ভয় পায়। আবার অনেকের সমস্যা রাতে ঘুমালে বিভিন্ন নারীরা এসে তার সাথে সহবাস করে ফলে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার স্বপ্নদোষ হয়ে গেছে। এটা সপ্তাহে তিন দিনের বেশি হচ্ছে যা একটি পুরুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। আবার অনেক বাচ্চা আছে যারা ঘুম থেকে চিৎকার মেরে উঠে যায়। অনেকে আছে ঘুমের মধ্যে হেটে বাহিরে চলে যায়। অনেক নারী ঘুমের মধ্যে বিভিন্ন ফল-ফ্রুট খায় যার ফলে তার বাচ্চা কন্সেপ করতেছে না। আবার

অনেক নারী ঘুমানোর পর সে অনুভব করতে পারে যে, কে জানি তার পাশে এসে ঘুমাচ্ছে, অনেকে অনুভব করে যে, তার বুকে হাত দিচ্ছে, আবার অনেকে তার লজ্জাস্থানে শুরশুরি অনুভব করে সকালে ঘুম থেকে উঠে সে যে আলামত দেখে তাতে বুঝা যায় যে, তার সাথে কেউ সহবাস করেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি আরো সমস্যা হয়।

এই সমস্যাগুলো হলে কি আমল করতে পারি

কিভাবে করতে পারি চলুন জেনে নেওয়া যাক

আমি একজন মুদাব্বির হিসাবে হাদিসের কিতাবে চোখ রাখলাম দেখি এই বিষয়ে কি পাওয়া যায়। খুজতে খুজতে একটি হাদিস নজরে আসলো হাদিসটি এইঃ

عن ابي هريرة قال وكَّلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام . . وذكر الحديث، وقال في آخره : إذا أويتَ إلى فراشِكَ فاقرأ آيةَ الكرسي، فإنه لن يزالَ معكَ من الله تعالى حافظ، ولا يقربَك شيطانٌ حتى تُصْبِحَ . فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : " صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيطانٌ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ (একবার) রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে রমযানের যাকাত দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। বস্তুত একজন আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল।---------- সব শেষে আগমনকারী বলল, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে। এর কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না। (এ কথা শুনে) নবী করীম (সা.) বললেন, সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী কিন্তু তোমাকে সত্য বলেছে। সে শয়তান ছিলো। (আল আজকারুন নববী খ.১ পৃ. ১০৪)

এই হাদিস থেকে বুঝে আসে আয়াতুল কুরছি রাতে বিছানায় গিয়ে পাঠ করে ঘুমালে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে একজন হিফাজতকারী সারা রাত তাকে হেফাজত করে ফলে শয়তান তার কাছে আসতে পারে না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন হলোঃ উপরের সমস্যা যাদের একবার হয়, তারা তো এই আমল করে ঘুমাই কিন্তু তারপরেও এই সমস্যা তাদের অনেকেরই হয় এর কারণ কি?

উত্তর হলোঃ এই আমল করে ফায়দা পাওয়ার জন্য নিয়তকে পাকাপুক্ত করতে হবে প্রথমে। দেলের মধ্যে এই কথা বসাতে হবে যে, নবী করীম (সা.) এই কথা বলেছেন অতএব এটাই এর

সমাধান আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এই আমলের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিবেন ইনশাআল্লাহ।

কারণ হাদিসের মধ্যে আছে

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ

উমার ইবনে খত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সমস্ত কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী)

এই হাদিস থেকে বুঝে আসে কাজের সওয়াব বা কাজের ফলাফল পাওয়া যাবে আপনার নিয়তের উপর নির্ভর করে।

আর আমরা এমন এক জাতি যে, আমাদেরকে কোন মুদাব্বির বা কোন রাকী কোন কিছু লিখে খেতে দিলে গুরুত্ব সহকারে খায়, তেল ব্যবহার করতে বললে গুরুত্ব সহকারে করে এর প্রতি তার আলাদা এক বিশ্বাস তয়েরী হয় কিন্তু যদি নবীজি (সা.) এর শিখানো যদি কোন আমল বলা হয় তাহলে তা করে না কারণ এই আমলের উপর তার তেমন আস্থা বা বিশ্বাস তয়েরী হয় নাই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم/٣، ٤]

সে (রাসুলুল্লাহ সা.) তার নিজ খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলে না। এটা হলো খালেস ওহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়। (সূরা নাজ্‌ম ৩-৪)

এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লা তা'য়ালা নবীজি (সা.) কে যা বলতে বলতেন, নবীজি (সা.) তাই বলতেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই ভালো জানেন যে, কি কাজ বা আমল আমার বিপদের সময় বেশি উপজোগী। তাই আমাদের যে কোন বিপদের সময় যখন শুনবো যে, এই বিপদের সময় নবীজি (সা.) আমাদেরকে এই কাজ বা আমল করতে বলেছে। তাহলে সাথে সাথে যেনো আমাদের বিশ্বাস সব আমল বা কাজ থেকে নবীজির শিখানো আমল বা কাজের উপর বেশি হয়। যদিও আকাবিরদের শিখানো দুআ- দুরুদের উপর আমল করা বা কাজ করা জায়েয কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যেনো নবীজির শিখানো দুআ-দুরুদের উপর বেশি হয়। তাহলেই আমরা অতিদ্রুত বিপদ থেকে মুক্তি পাবো ইনশাআল্লাহ।

নবীজির শিখানো দুআ-দুরুদের উপর কেমন বিশ্বাস হতে হবে

সে বিষয়ে একটি ঘটনা

ঘুমের মধ্যে জিনের যাবতীয় সমস্যা থেকে বাচাঁর উপায়

যাদের ঘুমের মধ্যে উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলো হচ্ছে তারা নিম্নের কাজগুলো করে ঘুমালে আশা করা যায় তাদের এই সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

(১) অযু করে ঘুমাবে।

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: طهروا أجسادكم طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرًا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرًا

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের শরীরকে পবিত্র করো, আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করে দিবেন। যে বান্দা পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তার সাথে তার পাশেই একজন ফেরেস্তা রাত্রি যাপন করে। রাতের একটি মুহূর্তও বাদ যায় না সে বলতে থাকে, হে আল্লাহ আপনি আপনার বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। কেনো না সে পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করছে। (ইবনে হিব্বান ১০৫৬)

(২) ঘুমানোর পূর্বে কুরআন তেলাওয়াত করে ঘুমাবে।

(السنن الكبرى للنسائي - (ج ٦ / ص ١٦٣

عن خالد بن معدان قال كان رسول الله ﷺ لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول إن فيهن آية كألف آية قال معاوية إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستا سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى

খালেদ ইবনে মা'দান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসাব্বিহাত পাঠ না করে ঘুমাতেন না। আর তিনি বলেন, তার মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে যা এক হাজার আয়াতের সমান। ময়াবিয়া বলেন, ছয়টা সূরাকে মুসাব্বিহাত বলেছেন, (১) সূরা হাদীদ (২) সূরা হাশর (৩) সূরা হাওয়ারিইন (৪) সূরা জুমআ (৫) সূরা তাগাবুন (৬) সূরা ছাব্বিহিসমা।

(السنن الكبرى للنسائي - (ج ٦ / ص ٢٠٢

عن القاسم أبي عبد الرحمن قال سمعت عقبة بن عامر يقول إن رسول الله ﷺ قرأ بالمعوذتين في صلاة وقال لي اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت

(৩) দুই হাতের তালুকে একত্রিত করে সূরা এখলাস এবং ফালাক ও নাস পাঠ করে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীর মাসেহ করে ঘুমাবে।

عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت : ان النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفّيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ } و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الناس } ثُم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرّات

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ প্রতি রাতে নবী (সা.) বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করে দুই হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তার দেহের সম্মুখভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিন বার এরুপ করতেন। (বুখারী ৫০১৭)

(৪) আয়াতুল কুরছি ও সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে ঘুমাবে।

عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله {ﷺ} الآيتان من آخر سورة البقرة - من قرأهما في ليلة كفتاه

আবু মাসউদ আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সূরা বাকার শেষ দুই আয়াত যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করবে এটা তার জন্য যথেষ্ঠ হবে। (আল জাময়ু বায়নাস সহিহাইন আল বুখারী ও মুসলিম খ. ১ পৃ. ৩০৪)

কি বিষয়ে যথেষ্ঠ হবে এই বিষয়ে উলামায়ে কেরাম বলে من الآفات في ليلته ঐ রাতের যাবতীয় বিপদের জন্য যথেষ্ঠ হবে।

আর আয়াতুল কুরছির হাদিস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) ঘুমের দুআ পড়ে ঘুমাবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতে যখন বিছানায় যায়তেন তার হাতকে মুখের নিচে রেখে বলতেন, اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا (আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া) (আল আদাবু লিল বায়হাকী খ. ১ পৃ. ৪১৬)

(৬) ডান কাধে ঘুমাবে।

عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أؤمن بكتابك وبرسلك فإن مات من ليلته دخل الجنة

রাফে ইবনে খাদিজ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, যখন তোমাদের কেউ ডান কাধে শুয়ে এই দুআ---------- পাঠ করে , যদি সে এই রাতে মারা যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনানে তিরমিজী খ.৫ পৃ.৪৬৯)

(৭) হাতকে ডান চুয়ালের নিচে রেখে ঘুমাবে।

عن البراء قال كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن

বারায়া (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন তার বিছানায় আসতেন, তার ডান হাতকে ডান চুয়ালের নিচে রাখতেন। (সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী খ ৬, পৃ. ১৭১)

ঘুমের মধ্যে যে কোন সমস্যা হলে এই রুকইয়াহ করুন

রুকইয়াহ এর পূর্বে যা করতে হবেঃ

(১) অযু করবে। (২) বিছানা ঝাড়ু দিবে। (৩) ঘুমানোর আগে দুআ পড়বে। (৪) ডান কাধে ঘুমাবে এবং ডান হাত গালের নিচে রেখে ঘুমাবেন। (৫) বাতি নিভিয়ে ঘুমাবে।

যেভাবে রুকইয়াহটি করবে

ঘুমানোর পূর্বে নিম্নের রুকইয়াহটি পাঠ করে অথবা রেকর্ড শুনে ঘুমাবে। আর পানির উপর পাঠ করে তা ঘুমানো পূর্বে পাঠ করবে। তাহলে আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশাবাদী আর কোন সমস্যা হবে না। এভাবে ২১ দিন করবে। তবে বেশি করলে কোন সমস্যা নাই।

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿٢٥٤﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿٢٥٥﴾

(সূরা বাকারা ২৫৫)

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِیْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَیْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۫ وَ اغْفِرْ لَنَا ۫ وَ ارْحَمْنَا ۫ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ ﴿٢٨٦﴾

(সূরা বাকারা ২৮৪-২৮৬)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿٢﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿٣﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ﴿٤﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

(সূরা ফালাক) তিন বার।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿٤﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿٦﴾

(সূরা নাস) তিন বার।

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

আল্লাহুম্মা ক্বিনি আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু ইবাদাকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের পুনরুত্থানের দিন আমাকে আপনার শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا ، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আ'ল্লাযী আত'আমানা ওয়া সাক্বানা, ওয়া কাফানা, ওয়া আ'ওয়ানা, ফা-কাম্ মিম্‌মান্ লা কাফি লাহু ওয়া লা মুআ'উই

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

আল্লাহুম্মা আনতা খালাকতা নাফসী ওয়া আনতা তাতাওয়াফ্‌ফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়াহা। ইন্ আহইয়াইতাহা ফাহ্‌ফাজ্‌হা, ওয়া ইন্ আমাত্তাহা ফাগফির্ লাহা। আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আসআলুকাল্ আফিয়াহ।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

(তিন বার)

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হাল আযীমাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হু-আল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।

لَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতি, ওয়া রাব্বাল আরদি, ওয়া রাব্বাল আরশিল আযিমি, রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফালিকাল হাব্বি ওয়ান্নাওয়া, ওয়া মুনায্যিলাত্ তাওরাতি ওয়াল্ ইনজিলি ওয়াল্ ফুরক্বান, আউজু বিকা মিন্ শাররি কুল্লি যি শাররিন, আন্তা আখিজুন্ বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহুম্মা আন্তা আল্আউয়ালু, ফালাইসা ক্বাব্লাকা শাইউন। ওয়া আন্তা আল্আখিরু, ফালাইসা বাআদাকা শাইউন। ওয়া আন্তা আয্যাহিরু, ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইউন। ওয়া আন্তা আল্বাতিনু, ফালাইসা দুনাকা শাইউন। ইক্দ্বি আন্না আদ্দাইনা, ওয়া আগ্নিনা মিনাল্ ফাকরি।

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ.

আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসি ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহি ইলাইকা, ওয়া ফাওওয়াজতু আমরি ইলাইকা, ওয়া আলজাত্তু জাহরি ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজআ ওয়ালা মানজা মিন্কা ইল্লা ইলাইকা। আমানতু বিকিতাবিকাল্লাজি আনযালতা, ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাজি আরসালতা। ফাইন্ন মিত্তা মিন্ লাইলাতিকা মিত্তা আলাল ফিতরাহ। ওয়া জআলহুন্না আখিরা মা তাকুল।

(الكلم الطيب পৃ. ২৬- ৩০)

যে সমস্ত রোগীর বার বার হাই উঠে তাদের জন্য রুকইয়াহ

রুকইয়াহ লেখার পূর্বে বিষয়টা বুঝার জন্য একটি ঘটনা শোনাবো আপনাদেরকে তাহলে বিষয়টা সহজেই বুঝে আসবে।

একটি ঘটনা

আমার কাছে একটি মেয়ে রোগী আসছিলো মাদারীপুর থেকে মেয়েটির সমস্যা বার বার হাই উঠতে থাকে সে হাই উঠার কারণে নিশ্বাসই নিতে পারে না। তাদের ধারণা যে, এই মেয়ের শাশুড়ি তাকে

ক্ষতি করেছে তাই তাকে আমার কাছে নিয়ে আসছে। তার এই অবস্থা দেখে তাকে মাঠিতে বসিয়ে জিন হাজির করার যে আয়াতগুলো আছে তা এবং যাদু নষ্ট করার যে আয়াতগুলো আছে পাঠ করে তাকে ফুঁক দেওয়ার কিছু সময় পরে তার হাই উঠা বন্ধ হয়ে যায়। তবে সেই সময় এর কারণ কি বা কেনো ঐ আয়াতগুলো পাঠ করার ফলে হাই উঠা বন্ধ হয়ে গেলো জানা ছিলো না। কিন্তু এই বইটি লেখা শুরু করার পর যখন এই হাদিসটি পড়লাম তখন বুঝে আসলো যে, হাই উঠে শয়তানের কারণে তাই যদি আপনি এমন কাজ করেণ যাতে শয়তান বেজার হয় তাহলে হাই উঠা বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। হাদিসটি এই

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وحقا على من سمعه أن يقول يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب فقال هاه هاه ضحك الشيطان منه

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চই আল্লাহ তা'য়ালা হাঁচিদাতাকে ভালোবাসেন এবং হাইকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে সে যেনো বলে, আল হামদুলিল্লাহ, আর যে তার হাঁচি শুনবে তার হক হলো সে বলবে ইয়ার হামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুক) । আর হাই এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যখন তোমাদের কারো হাই আসে যথাসাধ্য উহাকে প্রতিহত করবে। কেনো না যখন তোমাদের কারো হাই আসে আর সে হা হা বলে, এতে শয়তান হাসে। (সুনানে নাসায়ী খ. ২ পৃ. ৬২)

সুতরাং এই হাদিস থেকে বুঝে আসলো যে, যদি কারো হাই উঠা রোগ শুরু হয় আর সে তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে তাকে এমন দুআ-দুরুদের মাধ্যমে রুকইয়াহ করতে হবে যাতে শয়তান অখুশি হয় এবং পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

হাই উঠা রোগীদের জন্য রুকইয়াহ

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله

এক বার,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه

এক বার,

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا ، أَوْ أَجُرَّهُ عِلَى مُسْلِمٍ.

এক বার,

بِسْمِ اللهِ عِلَى نَفْسِيْ وَدِيْنِيْ بِسْمِ اللهِ عَلَى مَا أَعْطَانِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا أَجِرْنِيْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ وَمِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

এক বার,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ شَدِيْدٍ وَمِنْ شَرِّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَمِنْ شَرِّ قَضَاءِ السُّوْءِ، وَمِنْ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

এক বার,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اَبْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمِ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَجِلَاءَ حُزْنِيْ، وَذِهَابَ هَمِّيْ وَغَمِّيْ

এক বার,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ،

এক বার,

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَلَّطْتَ عَلَيْنَا عَدُوًّا عَلِيْمًا بِعُيُوْبِنَا – يَرَانَا هُوَ وَقَبِيْلَةٌ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَاهُمْ اَللّٰهُمَّ أَيِسْهُ مِنَّا كَمَا آيِسْتَهُ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَقَنِطْهُ مِنَّا كَمَا قَنَطْتَهُ مَنْ عَفْوِكَ – وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْمَتِكَ وَجَنَّتِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

এক বার,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

এক বার,

اللَّهُمَّ إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللَّهُمَّ ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني.

যে কোন চিন্তা পেরেশানী দূর করার রুকইয়াহ

যে কোন চিন্তা পেরেশানী দূর করার জন্য এই রুকইয়াহটি খুবই উপকারী হবে। এর পাশাপাশি অনেক রোগী আছে যাদের হঠাৎ করে পা ও হাত ব্যাকা হয়ে যায়, মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়ে যায় কিছু সময় বেহুশ থাকার পরে আবার সাভাবিক হয়। এদের এই সমস্যা হওয়ার

মূল কারণ হলো তারা যখনই একা একা থাকে তখন তার মন চিন্তায় বিভর হয়ে পড়ে কি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেছে সে নিজেও জানে না কিন্তু চিন্তা করতেছে। এই চিন্তার কারণে জিনে তাকে পেয়ে বসে ফলে তার উপর জিনে আক্রমণ করে। কারণ হলো জিনে মানুষের উপর আছর করার অনে কারণ আছে তার মধ্যে একটা হলো মানুষ যদি কোনো বিষয় নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা করে তখন জিন তার উপর আক্রমণ করে। এই বিপদ থেকে বাচাঁর জন্য তাকে সব সময় নিজেকে কোনো না কোনো একটা কাজের সাথে লাগিয়ে রাখতে হবে অথবা মানুষের সাথে গল্পে লিপ্ত থাকতে হবে। আর যদি কারো এই সমস্যা হয়েই যায় তাহলে এই রুকইয়াহটি সকাল-সন্ধা শুনতে থাকবে।

রুকইয়াহ

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

এক বার,

لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين

এক বার,

الله الله ربي لا أشرك به شيئا

এক বার,

الله الله ربي ولا أشرك به شيئا

এক বার,

الله ربي لا أشرك به شيئا

৭ বার,

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت

এক বার,

لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم

এক বার,

لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم

এক বার,

ঘুমালেই যাদের জিনের সমস্যা হয় তাদের জন্য রুকইয়াহ

যারা বিছানায় ঘুমাতে গেলে মনে হয় কে জানি পাশে ঘুমিয়েছে অথবা বুকে হাত দিচ্ছে বা যারা অনুভব করে যে, রাতে তাদের সাথে সহবাস করা হচ্ছে এবং যাদের প্রচুর পরিমাণে স্বপ্নদোষ হয় বা যাদের ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরে, বা যারা ঘুমানো অবস্থায় হঠাৎ শরীর ঘেমে বেহুশ হয়ে যায় এই রুপ আরো যতো সমস্যা ঘুমের মধ্যে হতে পারে তাদের জন্য এই রুকইয়াহটি খুবই চমৎকার ফায়দা দিবে। রুকইয়াহটি যেভাবে বের করা হয়েছে হাদিসের কিতাবগুলো খুজে দেখা হয়েছে যে, নবীজি (সা.) রাতে ঘুমানোর পূর্বে কোন কোন সূরা পাঠ করে ঘুমাতেন সেই সূরাগুলোকে একত্রিত করে রুকইয়াহ বানানো হয়েছে।

রুকইয়াহটি প্রয়োগের নিয়ম

প্রতিদিন রাতে এই সূরাগুলো পাঠ করে ঘুমালে বা ঘুমানোর পূর্বে শুনে ঘুমালে আশা করা যায় এই সমস্যাগুলো আর হবে না ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۱﴾ وَ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًی لِّبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِیْلًا ﴿۲﴾ ذُرِّیَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴿۳﴾ وَ قَضَیْنَاۤ اِلٰی بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ فِی الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیْرًا ﴿۴﴾ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِیْ بَاْسٍ شَدِیْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّیَارِ وَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ﴿۵﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَ اَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِیْنَ وَ جَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِیْرًا ﴿۶﴾ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۪ وَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِیَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَ لِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ لِیُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِیْرًا ﴿۷﴾ عَسٰی رَبُّكُمْ اَنْ یَّرْحَمَكُمْ ۚ وَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِیْنَ حَصِیْرًا ﴿۸﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ یَهْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِیْرًا ﴿۹﴾ وَّ اَنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ﴿۱۰﴾ وَ یَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَیْرِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿۱۱﴾ وَ جَعَلْنَا الَّیْلَ وَ النَّهَارَ اٰیَتَیْنِ فَمَحَوْنَاۤ اٰیَةَ الَّیْلِ وَ جَعَلْنَاۤ اٰیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِیْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ وَ كُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِیْلًا ﴿۱۲﴾ وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓىِٕرَهٗ فِیْ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخْرِجُ لَهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ كِتٰبًا یَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿۱۳﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰی بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیْبًا ﴿۱۴﴾ مَنِ اهْتَدٰی فَاِنَّمَا یَهْتَدِیْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰی ؕ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ

رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَ اِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَ كَمْ
اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ
فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾ وَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ
هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَ هٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَ مَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ
مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَ لَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ
اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾ وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ؕ ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ
لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾ وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا
اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾ وَ اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ
قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾ وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ رَبَّكَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾ وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾ وَ لَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ
مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾ وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ
لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾ وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ
تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ
مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾ اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَ اتَّخَذَ مِنَ
الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَ مَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾ قُلْ
لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ
اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾ وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ ﴿٤٥﴾ وَّ
جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ
نُفُوْرًا ﴿٤٦﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا
مَّسْحُوْرًا ﴿٤٧﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٤٨﴾ وَ قَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا
ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿٥٠﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ
يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿٥١﴾
يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَ تَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٥٢﴾ وَ قُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ
الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ
يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿٥٤﴾ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ
عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا
تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٥٧﴾ وَ اِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ
ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٥٨﴾ وَ مَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَ اٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً
فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَ مَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٥٩﴾ وَ اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ
اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ؕ وَ نُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿٦٠﴾ وَ اِذْ قُلْنَا
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۚ ﴿٦١﴾ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۫
لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً
مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾ وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَ

الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۶۴﴾ اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ وَكِیْلًا ﴿۶۵﴾
رَبُّكُمُ الَّذِیْ یُزْجِیْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِیْمًا ﴿۶۶﴾ وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ
ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِیَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿۶۷﴾ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ یَّخْسِفَ بِكُمْ
جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِیْلًا ﴿۶۸﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ یُّعِیْدَكُمْ فِیْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَیُرْسِلَ عَلَیْكُمْ
قَاصِفًا مِّنَ الرِّیْحِ فَیُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَیْنَا بِهٖ تَبِیْعًا ﴿۶۹﴾ وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِیْۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِی الْبَرِّ
وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیْلًا ﴿۷۰﴾ یَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ
اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ یَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَ لَا یُظْلَمُوْنَ فَتِیْلًا ﴿۷۱﴾ وَ مَنْ كَانَ فِیْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ
اَعْمٰى وَ اَضَلُّ سَبِیْلًا ﴿۷۲﴾ وَ اِنْ كَادُوْا لَیَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِیْۤ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ لِتَفْتَرِیَ عَلَیْنَا غَیْرَهٗ ۖۗ وَ اِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ
خَلِیْلًا ﴿۷۳﴾ وَ لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَیْهِمْ شَیْـًٔا قَلِیْلًا ۖۗ ﴿۷۴﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَیٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ
ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیْرًا ﴿۷۵﴾ وَ اِنْ كَادُوْا لَیَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِیُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَ اِذًا لَّا یَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا
قَلِیْلًا ﴿۷۶﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِیْلًا ﴿۷۷﴾ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ
الَّیْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿۷۸﴾ وَ مِنَ الَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖۗ عَسٰۤى اَنْ یَّبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿۷۹﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
نَّصِیْرًا ﴿۸۰﴾ وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿۸۱﴾ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ
رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۙ وَ لَا یَزِیْدُ الظّٰلِمِیْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾ وَ اِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ
الشَّرُّ كَانَ یَـُٔوْسًا ﴿۸۳﴾ قُلْ كُلٌّ یَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِیْلًا ﴿۸۴﴾ وَ یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ
قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَ مَاۤ اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۸۵﴾ وَ لَىِٕنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِیْۤ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
بِهٖ عَلَیْنَا وَكِیْلًا ﴿۸۶﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَیْكَ كَبِیْرًا ﴿۸۷﴾ قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ
یَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا ﴿۸۸﴾ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۫ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۸۹﴾ وَ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ یَنْۢبُوْعًا ۙ ﴿۹۰﴾ اَوْ
تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِیْلٍ وَّ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِیْرًا ۙ ﴿۹۱﴾ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفًا اَوْ
تَاْتِیَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَبِیْلًا ۙ ﴿۹۲﴾ اَوْ یَكُوْنَ لَكَ بَیْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِی السَّمَآءِ ؕ وَ لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ
عَلَیْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۳﴾ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ یُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى
اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۴﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِی الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ یَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّیْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ
مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿۹۵﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِیْدًۢا بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِیْرًۢا بَصِیْرًا ﴿۹۶﴾ وَ مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ
وَ مَنْ یُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ نَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْیًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِیْرًا ﴿۹۷﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِنَا وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا
لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِیْدًا ﴿۹۸﴾ اَوَ لَمْ یَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ
لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَیْبَ فِیْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۹۹﴾ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآىِٕنَ رَحْمَةِ رَبِّیْۤ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ
الْاِنْفَاقِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿۱۰۰﴾ وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ
فِرْعَوْنُ اِنِّیْ لَاَظُنُّكَ یٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿۱۰۱﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ اَنْزَلَ هٰۤؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بَصَآىِٕرَ ۚ
وَ اِنِّیْ لَاَظُنُّكَ یٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿۱۰۲﴾ فَاَرَادَ اَنْ یَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ جَمِیْعًا ۙ ﴿۱۰۳﴾ وَّ قُلْنَا مِنْۢ
بَعْدِهٖ لِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیْفًا ﴿۱۰۴﴾ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَ
مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا ﴿۱۰۵﴾ وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِیْلًا ﴿۱۰۶﴾ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ
اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا یُتْلٰى عَلَیْهِمْ یَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ ﴿۱۰۷﴾ وَّ یَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ
كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿۱۰۸﴾ وَ یَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ یَبْكُوْنَ وَ یَزِیْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿۱۰۹﴾ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ
اَیًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِیْلًا ﴿۱۱۰﴾ وَ قُلِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ شَرِیْكٌ فِی الْمُلْكِ وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ وَلِیٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِیْرًا ﴿۱۱۱﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿۱﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ
اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿۳﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴﴾ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى
الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿۵﴾ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ
الرَّحِيْمُ ۙ﴿۶﴾ الَّذِيْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۚ﴿۷﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ
مَّهِيْنٍ ۚ﴿۸﴾ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۹﴾ وَ قَالُوْۤا
ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۰﴾ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ
وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَاۤ اَبْصَرْنَا وَ
سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَـَٔنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۳﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۵﴾
تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ
لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿۱۸﴾ اَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۙ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ
اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾ وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ
الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا
مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ
اِسْرَآءِيْلَ ۚ﴿۲۳﴾ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿۲۴﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۲۵﴾ اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۲۶﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ
اَنْعَامُهُمْ وَ اَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۲۷﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۸﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْۤا اِيْمَانُهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿۲۹﴾ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿۳۰﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ؕ﴿۲﴾ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ
الْخَالِصُ ؕ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ
فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿۳﴾ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ
سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۴﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى
الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿۵﴾ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ
جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ
ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿۶﴾ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۚ وَ لَا يَرْضٰى
لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَ اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۷﴾ وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا
كَانَ يَدْعُوْۤا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ۫ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ﴿۸﴾
اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۹﴾ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾ قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا

لَّهُ الدِّيْنَ ﴿۱۱﴾ وَ اُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲﴾ قُلْ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۳﴾ قُلِ
اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ ﴿۱۴﴾ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۵﴾ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ
عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿۱۶﴾ وَ الَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَ اَنَابُوْۤا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿۱۷﴾
الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۱۸﴾ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿۱۹﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿۲۰﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ
ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي
الْاَلْبَابِ ﴿۲۱﴾ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۲﴾ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ
جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۲۳﴾ اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ
بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ قِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۲۴﴾ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۲۵﴾ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ وَ
لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۷﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۲۸﴾
ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۹﴾ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿۳۱﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى
اللّٰهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَ الَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُوْنَ ﴿۳۳﴾ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۙ﴿۳۴﴾ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَهُمْ
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۵﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَ يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا
لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾ وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ
اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى
مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۴۰﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿۴۱﴾ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى
الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۴۲﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَ لَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا
يَعْقِلُوْنَ ﴿۴۳﴾ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۴۴﴾ وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ
اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۵﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴۶﴾ وَ لَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا
يَحْتَسِبُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۴۸﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۫
ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۵۰﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰۤؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ
سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۵۱﴾ اَوَ لَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾ وَ اَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾ وَ اتَّبِعُوْۤا
اَحْسَنَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۵۵﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى
عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۙ﴿۵۶﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۵۷﴾ اَوْ
تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ
كُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۹﴾ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى

لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَ يُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۫ وَّ
هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾
قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ
عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَ الْاَرْضُ
جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ
فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَ
سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾ قِيْلَ
ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا
جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا
وَعْدَهٗ وَ اَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَ تَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ
الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۫ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿١﴾ اِۨالَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ
هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿٢﴾ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ
تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾ وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾ وَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ
بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّ هِىَ تَفُوْرُ ۙ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ
سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿٨﴾ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ
ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾ وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ
السَّعِيْرِ ﴿١١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ
مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ۙ﴿١٦﴾
اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّ يَقْبِضْنَ ۛؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ
بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ ۚ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ
يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ
هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ
عِنْدَ اللّٰهِ ۫ وَ اِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ قِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾
قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ
وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ
مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿٢﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿٣﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿٤﴾ وَ
مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

তিন বার,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِۙ الْخَنَّاسِۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴿۶﴾

তিন বার,

জিনে কি মানুষের শরীরে প্রবেশ না করে ক্ষতি করতে পারে?

হ্যা জিনে মানুষের শরীরে প্রবেশ না করেও ক্ষতি করতে পারে। হাদিসের মধ্যে এমন কয়েকটি ঘটনা পাওয়া যায় যদিও অনেকে এই হাদিসকে দূরবল বলেছেন।

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بَالَ قَائِمًا، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: إِنِّي لأَجِدُ دَبِيبًا، فَمَاتَ، فَسَمِعُوا الْجِنَّ تَقُولُ: قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

সাঈদ বিন আবু আরুবা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুহাম্মাদ বিন সিরিনকে বর্ণনা করতে শুনেছি, সা'য়াদ বিন উবাদা দাড়িয়ে প্রস্রাব করল, অতঃপর তিনি ফিরে এসে তার সাথীদেরকে বললেন, আমি পিঠে কষ্ট অনুভব করতেছি এর কিছু সময় পরে তিনি ইন্তেকাল করে। অতঃপর তারা জিনদেরকে বলতে শুনলো, খাজরাজ এর নেতা সা'য়াদ ইবনে উবাদাকে আমরা হত্যা করেছি। তাকে আমরা দুটি তীর মেরেছি কিন্তু তার শরীরে ক্ষতের কোন চিহ্ন হয় নাই।

এই হাদিস থেকে বুঝে আসে যে জিনেরা মানুষকে দূর থেকে তাকে স্পর্শ করা ব্যতিতই ক্ষতি করতে পারে। আর এই রোগীদের চিকিৎসা অনেক কঠিন যাদের শরীরে জিন হাজির হয় তাদের থেকে। এর একটি কারণ হলো।

(১) এই সমস্ত রোগীরা পরিপূর্ণ সুস্থ্য হয়ে উঠতে একটু সময় লাগে ফলে রোগী এক চিকিৎসকের চিকিৎসার উপর নির্ভর না করে একের পর এক মুদাব্বিরের কাছে যেতে থাকে আর প্রতিজনেই তার রোগ পরিক্ষা করে হয় তো জিনের সমস্যার কথা বলে না হয় যাদুর সমস্যার কথা বলে। এর ফলে ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে এই বিষয়টা গেথে যায় ফলে সে আস্তে আস্তে মানুষিক রোগী হয়ে যায়। এখন তার জ্বর হলে বা মাথা ব্যথা করলে বা স্ত্রী বা অন্য কারো সাথে ঝগড়া হলে সে মনে করতে থাকে যে, তাকে এই সমস্যায় জিনে ফেলেছে। অথচ এই কাজগুলো সাধারণ যা সবার জীবনেই আসে কিন্তু সে এটাকে স্বাভাবীক মনে করতে পারে না ফলে এদের চিকিৎসা একটু কঠিন।

আমার এক রোগীর ঘটনা

আমি তখন গোপালগঞ্জ কুশলী মাদ্রাসায় চাকরী করি, একদিন রাতে বাসায় মুতা'য়ালা করতেছিলাম, রাত তখন সম্ভবত ১০ টা বাজে মুহতামিম সাহেব ফোন করে বললেন যে, হুজুর ঘুমিয়ে পড়ছেন নাকি? আমি বল্লাম না ঘুমাইনি। সে বললো তাহলে একটু মাদ্রাসায় আসেন একজন লোক আসছে আপনার সাথে দেখা করার জন্য। আমি মাদ্রাসায় আসার পর মুহতামিম সাহেব বললেন যে, হুজুর এই লোকটি আমার দেশি সে অনেক বিপদে আছে তাই সে আপনার সাথে দেখা করার জন্য আসছে আপনি একটু ভালোভাবে দেখেন যে, তার কি সমস্যা। আমি তাকে আমার রুমে এনে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার কি সমস্যা হচ্ছে বলেন, সে প্রথমেই বললো হুজুর আমি বাড়িতে না জানিয়ে একজনের কাছ থেকে সুদের উপর টাকা নিয়ে আপনার কাছে আসছি কারণ আমার কাছে কোন টাকা ছিলো না ভাড়া দিয়ে আপনার কাছে আসার মতো। এরপরে তার শরীরে যে যে সমস্যা হচ্ছে তার কথা আমাকে বললো এবং সে আরো বললো, আমার পরিবার এখন অতিষ্ট হয়ে গেছে ফলে আমার আর কোন চিকিৎসা তারা করে না এবং আমি কারো কাছে যেতে যায়লে যেতে তো দেয়ই না এবং আরো বেশি কথা বলে। তার কথাগুলো শুনে আমি আসতে আসতে অনুভব করতেছিলাম যে, তার জিনের সমস্যার কারণে সে মানুষিক রোগী হয়ে গেছে। এরই মধ্যে আমার রুমে টিকটিকা আওয়াজ দিলো, সাথে সাথে সে বলে যে, হুজুর দেখেন এই যে, জিন চলে আসছে সে আপনাকেও ক্ষতি করবে যার ফলে আপনি যে তদবীর আমাকে দিবেন তা আর কোন কাজে আসবে না। এরপর তাকে আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তার সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কথা বল্লাম তারপর তাকে তদবীর দিলাম। কিন্তু বুঝার বিষয় হলো তার মনের মধ্যে জিনের কথা এমন ভাবে গেথে গেছে যে, তার জীবনে যা কিছু হয় তাই জিনের কারণে হয় বলে মনে করে সে, তাই এই রোগীর চিকিৎসা অনেক কঠিন।

দূর থেকে জিনে ক্ষতি করলে রুকইয়াহ

আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে, জিনেরা মানুষকে দূর থেকে কিভাবে ক্ষতি করে তাহলে দেখতে পাই যে, তারা বদ-নজরের মাধ্যমে, যাদুর মাধ্যমে এবং হিংসার মাধ্যমে ক্ষতি করে। সুতরাং যদি এই গুলোর বিষয়ে কুরআনে যে সূরা রয়েছে তা এবং হাদিসে যে, দুআ রয়েছে তা দিয়ে রুকইয়াহ করলে আশা করা যায় অতিদ্রুত সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বদ নজরের রুকইয়াহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

৭ বার। (সূরা ফাতেহা)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

৭ বার। (সূরা বাকারা ২৫৫)

ۙ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ﴿۴﴾

৭ বার। (সূরা মুলক ৩-৪)

وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

৭ বার। (সূরা কলাম ৫১)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۚ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

৭ বার। (সূরা এখলাস)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

৭ বার। (সূরা ফালাক)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۚ﴿۴﴾ الَّذِیْ يُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

৭ বার। (সূরা নাস)

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ -

৭ বার।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

৭ বার।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

৭ বার।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيُّ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

৭ বার।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

৭ বার।

এই রুকইয়াহটি যে বদ-নজরের রুকইয়াহ তা আমি পেয়েছি اسلام ويب নামে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে তার মধ্যে এটা আনা হয়েছে।

যাদুর রুকইয়াহ

যখন আপনি আপনার নিজের অথবা অন্য কারো রুকইয়াহ করতে ইচ্ছা পোষণ করবেন তখন হাত মাথার উপর বা শরীরের যে স্থানে সমস্যা হচ্ছে সে স্থানে রেখে রুকইয়াহটি পাঠ করা শুরু করবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ﴿۷﴾

১ বার (সূরা ফাতেহা)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ﴿۲۵۵﴾

১ বার। (সূরা বাকারা ২৫৫)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ﴿۴﴾

১ বার। (সূরা এখলাস)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ﴿۵﴾

১ বার। (সূরা ফালাক)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴿۶﴾

১ বার। (সূরা নাস)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۫ وَ اغْفِرْ لَنَا ۫ وَ ارْحَمْنَا ۫ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴿۲۸۶﴾

১ বার। (সূরা বাকারা ২৮৫-২৮৬)

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْؕ وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍؕ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْؕ لَوْ كَانُوْا یَعْلَمُوْنَ﴿۱۰۲﴾

১ বার। (সূরা বাকারা ১০২)

وَ اَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰۤی اَنْ اَلْقِ عَصَاكَۚ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَاْفِكُوْنَۚ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَۚ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِیْنَۚ﴿۱۱۹﴾ وَ اُلْقِیَ السَّحَرَةُ سٰجِدِیْنَۙ﴿۱۲۰﴾

১ বার। (সূরা আরাফ ১১৭-১১৯)

فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰی مَا جِئْتُمْ بِهِۙ السِّحْرُؕ اِنَّ اللّٰهَ سَیُبْطِلُهٗؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِیْنَ﴿۸۱﴾ وَ یُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ﴿۸۲﴾

১ বার। (সূরা ইউনুস ৮০-৮২)

وَ اَلْقِ مَا فِیْ یَمِیْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْاؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَیْدُ سٰحِرٍؕ وَ لَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ اَتٰی﴿۶۹﴾

১ বার। (সূরা ত্বহা ৬৯)

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

১ বার। (মুত্তাফাকুন আলাই)

এই রুকইয়াহটি পাঠ করে জয়তুন তেল এবং পানির উপর ফুঁক দিয়ে ঐ পানি দিয়ে তা পান করবে এবং গোসল এবং জয়তুন তেল শরীরে ব্যবহার করবে। আশা করা যায় অতিদ্রুত সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এই রুকইয়াহটি فتح الحق المبين নামক কিতাবে আছে।

হিংসা এবং বদ-নজরের রুকইয়াহ

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

তিন বার। (সূরা ফাতেহা)

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ

الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ* وَإِذَا لَقُوْا الَّذِينَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ

وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صَمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

(সূরা বাকারা ১-২০)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم الله الرحمنِ الرَّحِيمِ

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. البقرة١٦٣-١٦٥] :

(সূরা বাকারা ১৬৩-১৬৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

তিন বার।(সূরা বাকারা ২৫৫-২৫৭)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

للَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

(সূরা বাকারা ২৮৪-২৮৬)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الم - اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانتِقَامٍ * إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

(সূরা আল ইমরান ১-৫)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (آل عمران:

(সূরা আল ইমরান ১১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعِلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُواْ مِنهُم تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ . (ال عمران: ٢٦-

(সূরা আল ইমরান ১২৬-১২৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. [الأعراف: ٥٤-٥٦[

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ.

(সূরা তাওবা ১১৪)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

(সূরা ইউনুস ১৫৭)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

(সূরা নাহাল ১৬৯)

أعوذ بالله منِ الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّاخسارا.

(সূরা বনী ইসরাইল ১৮২)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَابُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৮)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.

(সূরা শুয়ারা ৮০-৮২)

أعوذ بالله منَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ* المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ * وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ * وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ.

(সূরা নুর ১৩৫)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ :

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا * إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ * إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَا وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِب.

(সূরা সফ্ফাত ১-১১)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ.

(সূরা ফুস্সিলাত ১৪৩)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.

সূরা আর রহমান ৩১-৪১)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا * وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا * وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا * وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا * وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا .

(সূরা জিন ১-৯)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُالْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم-

(সূরা হাশর ২১-২৪)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ والحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُم أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العَزِيزُ الْغَفُورُ * الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ * وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ * وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ * إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ- قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ * وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ * فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ .

(সূরা মুল্ক ১-১১)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.

তিন বার। (সূরা কলাম ৫১)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا.
তিন বার। (সূরা নিসা ৫৪)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ
(সূরা ইবরাহীম ১২৬)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا* لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.
(সূরা ত্বহা ১০৫-১০৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
তিন বার।(সূরা বাকারা ২৫৫)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا زَلْزِلَةِ الْأَرْضِ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. (الزلزلة)
তিন বার। (সূরা ঝিলঝাল)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
তিন বার।(সূরা কাফিরুন)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ * وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
তিন বার। (সূরা এখলাস)

أعوذ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ * بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
তিন বার।(সূরা ফালাক)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم الله الرحمان الرحيم
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ.
তিন বার। (সূরা নাস)

এই রুকইয়াহটি اَلصَّارِمُ الْبَتَّارُ فِيْ التَّصَدِّيْ لِلسَّحَرَةِ الْأَشْرَارِ বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

উপরের তিনটি রুকইয়াহ সম্পর্কে কিছু কথা

যে সমস্ত রোগীদেরকে জিনেরা দূর থেকে ক্ষতি করে তাদের জন্য এই তিনটি রুকইয়াহ ফায়দা জনক হবে ইনশাআল্লাহ। যে সিরিয়ালে রুকইয়াহগুলো লেখা হয়েছে তা সেভাবে প্রথমটি সকালে,

দ্বিতীয়টি দুপুরে এবং তৃতীয় রাতে পাঠ করলে অথবা রেকর্ড করে শুনলে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশাবাদী ঐ জিনগুলো রোগীকে আর ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

এটি এমন এক রুকইয়াহ যা যে কোন

জিনের সমস্যার সমাধান করতে পারে

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ-

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ– مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ– اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ– صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ–

(সূরা ফাতেহা)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ –الم – ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ– الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ– وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ– أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ–

(সূরা বাকারা ১-৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ –

(সূরা বাকারা ২৫৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ– لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ–

(সূরা বাকারা ২৮৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ -الٓمّٓ ﴿١﴾ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ﴿۲﴾ نَزَّلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ وَ اَنۡزَلَ التَّوۡرٰىةَ وَ الۡاِنۡجِیۡلَ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ قَبۡلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ اَنۡزَلَ الۡفُرۡقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۴ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى
السَّمَآءِ ؕ ۝۵ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝۶ هُوَ الَّذِىْۤ اَنْزَلَ
عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا
تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا
بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝۷ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ
لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝۸ رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝۹
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ وَ قُوْدُ النَّارِ ۙ ۝۱۰

(সূরা আল ইমরান ১-১০)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(সূরা আল ইমরান ১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ–

(সূরা আল ইমরান ২৬-২৭)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ ۡ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ
الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۵۴ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۚ ۝۵۵ وَ لَا تُفْسِدُوْا
فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۵۶ وَ هُوَ الَّذِىْ
يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا
بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝۵۷

(সূরা আরাফ ৫৪-৫৭)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا
مَّسْتُوْرًا ۙ ۝۴۵ وَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِىْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ
وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝۴۶ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖۤ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ هُمْ نَجْوٰۤى اِذْ يَقُوْلُ
الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝۴۷ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
سَبِيْلًا ۝۴۸ وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝۴۹ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۙ ۝۵۰
اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ
رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝۵۱

(সূরা বনী ইসরাইল ৪৫-৫১)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ- وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ ۝۱۱۷ فَوَقَعَ
الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ ۝۱۱۸ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ ۝۱۱۹

(সূরা আ'রাফ ১১৭-১১৯)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ﴿۷۹﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ﴿۸۰﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ﴿۸۱﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ﴿۸۲﴾

(সূরা ইউনুস ৭৯-৮২)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى﴿۶۵﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى﴿۶۶﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى﴿۶۷﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى﴿۶۸﴾ وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى﴿۶۹﴾

(সূরা ত্বহা ৬৫-৬৯)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ– فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ– وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ– وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ–

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۙ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ؕ﴿۱۰﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ؕ﴿۱۱﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُوْنَ ۫﴿۱۲﴾ وَ اِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ۫﴿۱۳﴾ وَ اِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ۫﴿۱۴﴾ وَ قَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۖ﴿۱۵﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ﴿۱۶﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ﴿۱۷﴾ قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۚ﴿۱۸﴾

(সূরা সফ্ফাত ১-১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴿۲۸﴾ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۚ﴿۲۹﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴿۳۰﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ﴿۳۱﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴿۳۲﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ﴿۳۳﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴿۳۴﴾

(সূরা আর রহমান ২৮-৩৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴿۲۱﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴿۲۴﴾

(সূরা হাশর ২১-২৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۘ﴿۵۱﴾ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۧ﴿۵۲﴾

(সূরা কলাম ৫১-৫২)

وَّ أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ- اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾

(সূরা জিন ৩)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ﴿۱﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ﴿۲﴾ وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ﴿۳﴾ وَ لَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ﴿۴﴾ وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ﴿۶﴾

(সূরা কাফিরুন)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْۙ وَ لَمْ يُوْلَدْۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ﴿۴﴾

(সূরা এখলাস)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ﴿۵﴾

(সূরা ফালাক)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِۙ الْخَنَّاسِۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴿۶﴾

(সূরা নাস)

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مَنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ .
بِسْمِ اللهِ ، آمَنَّا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ ، وَبِعِزَّةِ اللهِ الَّتِيْ لَا تَرَامُ وَلَا تَضَامُ، وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيْعِ، نَحْتَجِبُ بِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَائِذِيْنَ بِاللهِ مِنَ الْأَبَالِسَةِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُسِرٍّ وَمُعْلِنٍ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكُنُ بِالنَّهَارِ وَيَخْرُجُ بِاللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّيْ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .
بِسْمِ اللهِ ، آمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءُ اللهِ مُنْتَهَى ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبِيّاً وَرَسُوْلاً .
بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ .
أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.
أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقٌ يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ .
أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.
أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَن يَّحْضُرُوْنَ . اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا أَنْتَ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ ، اَللَّهُمَّ لَايَهْزِمُ جُنْدَكَ وَلَا يَخْلِفُ وَعْدَكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ .
أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَمِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَّأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا .
تَحَصَّنْتُ بِالْإِلٰهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَاسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوْقِ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوْقِ، حَسْبِيَ اللهُ هُوَ حَسْبِيْ ، اَلَّذِيْ بِيَدِهِ. مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى ، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، وَلَيْسَ وَرَاءُ اللهِ مَرْمَى، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ .
(এই রুকইয়াহটি আছে فتح الحق المبين কিতাবে পৃ. ১৩১-১৪১)

জিনের কারণে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসলে করণীয়

আসলে মানুষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা বা নিশ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব হওয়া এটার অনেক কারণ ডাক্টারেরা বর্ণনা করেছেন। যেমন তারা বলেন শ্বাসকষ্ট আসলে কোন রোগ না এটা অন্য রোগের উপসর্গ। যেমন হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগের কারণে অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে। কিন্তু যখন ডাক্টার এই নিশ্বাস ঘনঘন হওয়া বা বন্ধ হয়ে আসার কোন কারণ না পায় তাহলে বুঝতে হবে, এখানে অন্য কোন সমস্যা আমরা সেই সমস্যাটা নিয়েই আলোচনা করবো।

আমি আমার এই তদবীর জগতে গত পুনেরো বছরে অনেক রোগী পেয়েছি যাদের এই সমস্যা দেখা দিলে শুধু ছটপট করতে থাকে আর গলার কাছে হাত দিয়ে বুঝাতে চায় যে, কেউ তার নিশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। তার পা-হাত ছটপট করতে থাকে। এমন এক দৃশ্য যা দেখে সয্য করা যায় না।

একটি রোগীর ঘটনা

আমি যখন ইফতা পড়ি তখন একটি রোগী দেখার জন্য আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। রোগীর অবস্থা দেখে নিজেই সহ্য করতে পারতেছিলাম না আর পরিবারের কথা কি বলবো, মানুষ যেমন শয়তানের ধোকায় পড়ে গলায় রশি নিলে যেমন পা দুটি নাড়াতে থাকে শরীরে কোন শক্তি পায় না, এই রোগীও তেমন শুধু পা দুটি নাড়াচ্ছে আর ইশারা করে দেখাচ্ছে যে, আমি নিশ্বাস নিতে পারতেছি না। কেউ আমার নিশ্বাস বন্ধ করে ধরেছে। বহু রাকী ও মুদাব্বির দেখানোর পরেও সমস্যা সমাধান হয় না। রুকইয়াহ করলে বা তদবীর নিলে কিছু দিন ভালো থাকে আবার অসুস্থ হয়ে যায়। এই রুপ রোগীদের জন্য আমি অনেক বছর ধরে বিভিন্ন কৌশল অবলম্ভন করে যাতে বেশি উপকার পেয়েছি তা আপনাদের সামনে পেশ করছি যাতে উম্মাতের ফায়দা হয়।

জিনেরা রোগীদের এই সমস্যা কিভাবে করে

আমার গভেষণা মতে জিনেরা মানুষের নিশ্বাস বন্ধ করার জন্য তিনটি পন্থার কোন একটি পন্থা অবলম্ভন করে। (১) হয়তো রোগীর নিশ্বাসের রাস্তায় গিয়ে বসে পড়ে ফলে রোগীর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। (২) অথবা তারা রোগীর গলা চেপে ধরে ফলে রোগীর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। (৩) সেহের তথা যাদুর মাধ্যমে তারা রোগীর নিশ্বাসকে বন্ধ করে দেয়।

প্রথম দুই অবস্থায় জিন রোগীর নিকে আসা শর্ত নিকটে না এসে এই কাজ করতে পারে না। তৃতীয় পন্থায় রোগীর নিকটে না এসেও এই কাজ করতে পারে। তাহলে বুঝে আসলো এই সমস্ত রোগীদের জন্য এমন রুকইয়াহ পাঠ করতে হবে যাতে জিন এই স্থান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং যাদুও নষ্ট হয়। হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, জিনেরা আজানকে ভয় পায়, আজান শুনলে পালিয়ে যায়, কালামুল্লাহকে ভয় পায় বিশেষ করে সুরা বাকারাহ এবং তার মধ্যে থাকা আয়াতুল কুরছি এবং শেষের দুই আয়াত ও সূরা কাফিরুন, সূরা এখলাস ও সূরা নাস ও ফালাক। আর আমার অভিজ্ঞতার আলোকে কুরআনের কিছু আয়াত এই রোগীদের জন্য ফায়দাজনক।

জিনের কারণে নিশ্বাস বন্ধ হলে রুকইয়াহ

এই রুকইয়াহটি পাঠ করতে থাকবেন যতো সময় সমস্যা সমাধান হয় ততো সময়। আশা করা যায় এর বরকতে অতিদ্রুত রোগী সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর সুস্থ হওয়ার পরে এই রুকইয়াহ পাঠ করে মাঠির পাত্রে নদী থেকে পানি এনে তাতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি দিনে কয়েক বার অল্প করে খাবে এবং গোসলের পানির সাথে মিশিয়ে গোসল করবে। এভাবে ২১ দিন করবে আর রুকইয়াহটি রেকর্ড করে দিনে দুই বার করে শুনবে। তাহলে আশা করা যায় এই রোগী অতিদ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ-

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ– مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ– اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ– صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ–

(সূরা ফাতেহা)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ –

(সূরা বাকারা ২৫৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ

رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ-

(সূরা বাকারা ২৮৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ﴿۱﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ﴿۲﴾ وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ﴿۳﴾ وَ لَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ﴿۴﴾ وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ﴿۶﴾

(সূরা কাফিরুন)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْۙ وَ لَمْ يُوْلَدْۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ﴿۴﴾

(সূরা এখলাস)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ﴿۵﴾

(সূরা ফালাক)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِۙ الْخَنَّاسِۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴿۶﴾

(সূরা নাস)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - **فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ – فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ – فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ – فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ – قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ – رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ – قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ – قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ – إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ**

অত:পর

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-

উপদেশ

(১) এই রোগীরা সব সময় কোন না কোন কাজের সাথে থাকতে হবে যাতে সে চিন্তিত হওয়ার সময় না পায়।

(২) একা একা রুমের মধ্যে থাকবেব না সব সময় মানুষের মধ্যে থাকার চেষ্টা করবে।

(৩) যদি এই রোগীগুলো বিবাহের উপযুক্ত হয় তাহলে বিবাহ দিয়ে দেওয়া সব থেকে ভালো কাজ। একশ জনের মধ্যে ৯৮ জনই বিবাহ দিলে ভালো হয়ে যায়।

(৪) প্রতিদিন সকালে ৭ পিচ আজওয়া খেজুর খাবে।

(৫) শরীরে জয়তুন তেল ব্যবহার করবে।

(৬) সকাল-সন্ধা অল্প করে মধু,কালো জিরা খাবে।

জিন চালান সম্পর্কে কিছু কথা

যাদুকারেরা নিজেকে শয়তানের নিকটবর্তী করে, আর এটা করে প্রকাশ্য কুফরী বা প্রকাশ্য শরিয়াতের বিরদিতা করার মাধ্যমে। যেমনঃ শয়তানের ইবাদত করা, আল্লাহ মাফ করুক কুরআন শরীফকে পদদলীত করা, ইবলিসকে সিজদা দেওয়া, নাপাক খাওয়া এবং কখনও কখনও ছোট বাচ্চাকে হত্যা করে তার রক্ত খাওয়া, মাহরামের সাথে সহবাস করা ইত্যাদি এর মাধ্যমে যাদুকার প্রধা শয়তানকে খুশি করে ফলে এই শয়তান দূরবলদেরকে আদেশ করে এই যাদুকারের আনুগত্য করার জন্য এবং সে যা আদেশ করে তা করার জন্য। এবার এই যাদুকারকে যারা জিন চালান করার জন্য টাকা দেয়, তাদের কাছে সে এই জিনদের পাঠিয়ে দেয় ক্ষতি করার জন্য। এবার এই জিনেরা এসে রোগীকে ক্ষতি করতে থাকে। এই কথাগুলো আছে المفرد في علم التشخيص কিতাবের ৭০ নাম্বার পৃষ্টায়।

জিন কিভাবে চালান করা হয়

একটি জিনের রোগীর ঘটনা

মাদারীপুরে একটি ছেলের জিনের সমস্যা দেখা দেয় প্রচুর সমস্যা অনেক মুদাব্বির দেখানো হয়েছে সমস্যা দূর হয় না। পরে আমাকে রোগীর মামা জিনি আলেম তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। আমি জিন হাজির করে তার সাথে অনেক সময় কথা বলি পরে তাকে বলি তুমি রোগী ছেড়ে চলে যাও সে বলে ঠিক আছে হুজুর আমি চলে যাবো কিন্তু সে চেষ্টা করে বলে যে, আমি যেতে পারি না। আমি বলি যে, তাহলে কিন্তু তোমাকে হত্যা করা হবে সে তখন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে যে, ঠিক আছে হুজুর আমাকে মেরে ফেলেন আমি যেতে পারি না আমাকে এমন ভাবে এই রোগীর সাথে বেধে দেওয়া হয়েছে যে, আমি ইচ্ছা করলেও যেতে পারতেছি না।

আমি পরে বল্লাম যে, তুমি কোনো এই রোগীর কাছে আসছো সে বলল যে, আমাকে চালান দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে তোমাকে চালান দেওয়া হয়েছে? সে তার ভাষায় বললো যে, আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, অমুক রোগীকে ক্ষতি করো। আমি বল্লাম তাহলে তুমি কিভাবে বুঝলে যে, এই রোগীর কাছেই আসতে হবে আমার কাছে কেনো গেলে না? সে বলল আমাকে নাম ধরে পাঠিয়েছে। কি দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছে? সে বলল আমাকে এমন ভাবে পাঠানো হয়েছে যে, আমি তাকে সাপ হয়ে কামড় দেই। আমি যদি তাকে কামড় না দেই তাহলে আমার শরীরে জ্বালা- যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। তাই তাকে আমি কামড় দেই।

বার বার জিন চালান দেওয়া হয় এমন ধারণা

অনেক মুদাব্বিরের এ বিষয় আমার কিছু কথা

অনেক সময় যাদুকারদের কাছে যখন কোন লোক ক্ষতি করার জন্য যায় সে তাদের নিকট থেকে কিছু টাকা খেয়ে কিছু জিনকে বলে দেয় ক্ষতি করার জন্য বা কিছু একটা পড়ে দিয়ে দেয় কোন নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেওয়ার জন্য ফলে ঔ জিনেরা রোগীর শরীরে হাজির হওয়া সহ বহু ধরণের ক্ষতি করতে থাকে। আর এই জিনেরা থাকে দলে অনেক যা যাদুকারও জানে না। ফলে এই রোগীর চিকিৎসা করলে কয়েক দিন ভালো থাকে আবার ঐ দলের জিনেরা এসে আক্রমণ করে। এই ধারা চলতেই থাকে রোগী আর অতিদ্রুত সুস্থ্য হতে পারে না। বার বার শুধু জিনোরা রোগীর উপর আক্রমণ করতেই থাকে। আবার অনেক জিন আছে তাদেরকে যদি বলা হয় যে তোমরা কেনো আসছো? তখন তারা রোগীর পরিবারের সাথে যাদের দ্বন্দ্ব আছে তাদের নাম বলে দেয় যাতে এদের মধ্যে ঝামেলা আরো বাড়ে।

এই রোগীদের ব্যাপারে অনেকের ইউটিউবে অনেক মুদাব্বির ও রাকিদের রয়েছে মন কাড়া বক্তব্য দেয়। কিন্তু এদের কাছে এই রোগীগুলো নিয়ে যাওয়ার পর তাদের কথার কোন মিল চিকিৎসার সাথে থাকে না। যেমন কেউ বলে যে, ব্লাট ক্লক করে দিবো আর জীবনেও জিন রোগীর শরীরে জিন আসতে পারবে না। কিন্তু বাড়িতে আসা পর দেখা যায় জিন আবার এসে হাজির। এরুপ বহু রোগী আমি পেয়েছি যারা এই মিষ্টি কথার পিছনে দৌড়িয়ে বহু টাকা নষ্ট করেছে কিন্তু রোগী সুস্থ্য হয় নাই।

এই রোগীদের চিকিৎসা যেভাবে হয়

(১) জিনকে মেরে ফেলার রুকইয়াহ (২) যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ করতে থাকবে। (৩) জিন রোগীর শরীরে হাজির হলে রোগীর যে কোন একটি আঙ্গুল বাকা করে জিনকে শাস্তি দিয়ে রোগীর শরীর থেকে যেতে বাধ্য করবে, যখন জিন হাজির হবে তখনই এই কাজ করবে। এটা করার জন্য বার বার রাকীর কাছে আনার কোন প্রয়োজন নেই বাড়ির যে কেউ

এটা করতে পারে। ভয়ের কোন কারণ নাই এতে যে এটা করবে তার কেকান সমস্যা হবে না। তবে সাবধান এভাবে জোরে বাকা করে ধরে আঙ্গুল যেনো ভেঙ্গে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

কিছু দিন পর পর রাকীর কাছে নিয়ে যাবে এবং রাকী রোগীর সব কথা শুনে যে সমস্য নতুন করে দেখা দিবে তার চিকিৎসা দিয়ে দিবে। এভাবে তিন মাসের মতো চিকিৎসা করতে থাকলে আশা করা যায় রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যতোই রোগী বা রাকী তাড়াহুড়া করুক এই রোগীরা দ্রুত সুস্থ্য হয় না। ধর্য্য করে চিকিৎসা নিতে থাকবে ইনশাআল্লাহ সুস্থ্য হয়ে যাবে।

আমার একটি রোগীর ঘটনা

মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সব থেকে আমার একজন প্রিয় মানুষ মাওলানা মোশারফ হোসাইন (দা.বা.) মানুষের অনেক শেবা মুলক কাজ করে থাকেন তিনি এবং মিশুকও তিনি। তিনি আমাকে একটা রোগী দেখার জন্য রাজৈর যেতে বলেন ফলে আমি রাজৈর যাই, গিয়ে দেখি রোগীর হাত-পা বাকা হয়ে রয়েছে। আমি কিছু সময় রুকইয়াহ করার ফলে সে স্বাভাবিক হয়। আমরা তাকে একটি অডিও রুকইয়াহ দিয়ে আসি কিছু দিন ভালো থাকার পর আবার সমস্যা দেখা দেয়, ফলে এবার তারা রোগীকে নিয়ে আমার বাড়িতে আসে আমি জিন হাজির করার রুকইয়াহ পাঠ করার কিছু সময়ের মধ্যে জিন এসে হাজির হয় তার সাথে আমি কথা বলি যে তুমি কেনো রোগীর কাছে এসেছো? সে বলে আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি বল্লাম কে তোমাকে পাঠিয়েছে? অনেক সময় পর সে বলে ওমক আমাকে পাঠিয়েছে। আমি তার পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই লোকটাকে কি আপনি চেনেন? তারা বলে যে, এই লোকের সাথে আমাদের অনেক দিন ধরে দ্বন্দ্ব চলতেছে। পরে আমি তাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে বললাম যে, আসলে জিনেরা যা বলে তার অধিকাংশ কথাই মিথ্যা বলে তাই এই বিষয় তেমন চিন্তা করার কোন কারণ নাই। বাকি দুআ করেন যেনো আল্লাহ তা'য়ালা অতিদ্রুত সুস্থ্য করে দেন।

এই রোগীদের জন্য কি করণীয়

যেহেতু মানুষ শয়তানের ইবাদত করার কারণে এরা তাদের সেবা করে, তাই এমন সব কাজ করলে এরা পালাতে বাধ্য হবে। যে সব কাজ বা আমলে শয়তান পালানোর কথা কুরআন বা হাদিসে আসছে।

(১) যে বাড়িতে রোগী সে বাড়িতে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। কারণ কুরআন তেলাওয়াতকে শয়তান ভয় পেয়ে থাকে। (আল জামউ বায়নাস সহীহাইন আল বুখারী ও মুসলিম খ.৩ পৃ. ২২১)

(২) রোগীর কানে বেশি বেশি আজান দেওয়া। কারণ আজানকে শয়তান প্রচুর পরিমাণে ভয় করে। (আল জাময়ু বায়নাস সহীহাইন আল বুখারী ও মুসলিম খ. ২ পৃ ৩০৭)
(৩) রোগী বেশি বেশি আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে অথবা শুনবে। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর পূর্বে, কারণ আয়াতুল কুরছিকে শয়তান ভয় পায়। (আল আজকারুন নববী খ.১ পৃ. ১০৪)
(৪) রোগীর ঘরে বেশি বেশি সূরা বাকারা তেলাওয়াত করবে অথবা অডিও রেকর্ড চালাবে। কারণ যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সে ঘরে শয়তান থাকতে পারে না। اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (ج ٦ / ص ٥٧)

(৫) রোগীর ঘরকে যাবতীয় প্রাণীর ছবি ও টিভি মুক্ত করা। কারণ এই গুলো যে খানে থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা থাকে না। শয়তান সে ঘরকে নিজেদের আকড়া বানায়। (বুখারী)

(৬) রোগী শরীরে আতর ব্যবহার করবে। কারণ শয়তান সুগন্ধি পছন্দ করে না।

(৭) মধু এবং পানি নিয়ে তাতে সূরা জিন পাঠ করে ফুঁক দিয়ে রোগী প্রতি দিন সকালে এক কাফ মধু খাবে এবং রাতে ঘুমানোর এক ঘণ্টা পূর্বে পড়া পানি গরম করে তাতে কিছু মধু দিয়ে খাবে। এভাবে ৭ দিন করবে। (মু'জিজাতুশ শেফা ৩২)

আমার কাছে আসা চালানকৃত জিনে ধরা

অধিকাংশ রোগী যেভাবে সুস্থ্য হয়েছে

(১) রাকীর প্রথম কাজ, এই রোগীর অবিভাবকদেরকে বুঝাবে যে, এই রোগী অন্য দশটা রোগীর মতো না। এরা আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার পথেও জিনে আক্রমণ করতে পারে। করলে আপনারা আমাকে এই এই কাজ করে সহযোগীতা করবেন। মন ভাঙ্গার কিছু নাই চিকিৎসা চলতে থাকলে আসতে আসতে সমস্যাগুলো কুমে আসবে। এই রোগী সুস্থ্য হতে কিছু সময়ের প্রয়োজন ধর্য্যের সাথে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে বড় ধরণের কোন সমস্যা হলে আমাকে সাথে সাথে জানাতে হবে। বার বার রাকী পরিবর্তন করলে রোগী সুস্থ্য হে আরো দেরি হবে।

(২) রোগীর শরীরে জিন যদি হাজির হয় চরম ভাবে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে হত্যা করে দিবে। (জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ পৃ. ৪৭-৫৯)

(৩) জিনকে মেরে ফেলার রুকইয়াহ দিনে দুই বার করে শোনাবে। (জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ পৃ. ৪৮)

(৪) যাদু নষ্ট করার দুআটি জাফরান কালী দ্বারা লিখে পানিতে ভিজিয়ে ২১ দিন খাবে। (আমি জিনের সাথে কথা বলেছি পৃ. ৫১)

(৫) প্রতিদিন সকালে ৭ পিচ আজওয়া খেজুর খাবে। (বুখারী হাদিস নং ৫৪৪৫)

(৬) সূরা জিন পাঠ করে মধু এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে সকালে মধু খাবে এবং রাতে ঘুমানোর এক ঘণ্টা পূর্বে ঐ পানি গরম করে তাতে হালকা মধু মিশিয়ে খাবে। এভাবে ৭ দিন করবে। (মু'জিজাতুশ শেফা ৩২)

চালান জিনের রোগীদের জন্য রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াটি রোগীকে প্রতিদিন দুই বার করে শোনাবে। এভাবে ২১ বা ৪১ দিন বা ৩ মাস করবে এবং পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিনে দুই বার করে খাবে ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত রোগী সুস্থ্য হবে।

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ-

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ– مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ– اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ– صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ–

(সূরা ফাতেহা)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ –الم – ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ– الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ– وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ– أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ–

(সূরা বাকারা ১-৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ –

(সূরা বাকারা ২৫৫)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ

رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ-

(সূরা বাকারা ২৮৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ -الٓمّٓ ﴿١﴾ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَیۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ وَ اَنۡزَلَ التَّوۡرٰىةَ وَ الۡاِنۡجِیۡلَ ۙ﴿٣﴾ مِنۡ قَبۡلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ اَنۡزَلَ الۡفُرۡقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیۡزٌ ذُو انۡتِقَامٍ ﴿٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخۡفٰی عَلَیۡهِ شَیۡءٌ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِیۡ یُصَوِّرُكُمۡ فِی الۡاَرۡحَامِ كَیۡفَ یَشَآءُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ وَ مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَیۡتَنَا وَ هَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوۡمٍ لَّا رَیۡبَ فِیۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخۡلِفُ الۡمِیۡعَادَ ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا لَنۡ تُغۡنِیَ عَنۡهُمۡ اَمۡوَالُهُمۡ وَ لَاۤ اَوۡلَادُهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ شَیۡـًٔا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمۡ وَ قُوۡدُ النَّارِ ۙ﴿١٠﴾

(সূরা আল ইমরান ১-১০)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(সূরা আল ইমরান ১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

(সূরা আল ইমরান ২৬-২৭)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِیۡ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ۟ یُغۡشِی الَّیۡلَ النَّهَارَ یَطۡلُبُهٗ حَثِیۡثًا ۙ وَّ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ وَ النُّجُوۡمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمۡرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الۡخَلۡقُ وَ الۡاَمۡرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۵۴﴾ اُدۡعُوۡا رَبَّكُمۡ تَضَرُّعًا وَّ خُفۡیَةً ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الۡمُعۡتَدِیۡنَ ۚ﴿۵۵﴾ وَ لَا تُفۡسِدُوۡا فِی الۡاَرۡضِ بَعۡدَ اِصۡلَاحِهَا وَ ادۡعُوۡهُ خَوۡفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحۡمَتَ اللّٰهِ قَرِیۡبٌ مِّنَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۵۶﴾ وَ هُوَ الَّذِیۡ یُرۡسِلُ الرِّیٰحَ بُشۡرًۢا بَیۡنَ یَدَیۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتۡ سَحَابًا ثِقَالًا سُقۡنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنۡزَلۡنَا بِهِ الۡمَآءَ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖ مِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخۡرِجُ الۡمَوۡتٰی لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ ﴿۵۷﴾

(সূরা আরাফ ৫৪-৫৭)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – وَ اِذَا قَرَاۡتَ الۡقُرۡاٰنَ جَعَلۡنَا بَیۡنَكَ وَ بَیۡنَ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسۡتُوۡرًا ۙ﴿۴۵﴾ وَّ جَعَلۡنَا عَلٰی قُلُوۡبِهِمۡ اَكِنَّةً اَنۡ یَّفۡقَهُوۡهُ وَ فِیۡۤ اٰذَانِهِمۡ وَقۡرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ فِی الۡقُرۡاٰنِ وَحۡدَهٗ وَلَّوۡا عَلٰۤی اَدۡبَارِهِمۡ نُفُوۡرًا ﴿۴۶﴾ نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا یَسۡتَمِعُوۡنَ بِهٖۤ اِذۡ یَسۡتَمِعُوۡنَ اِلَیۡكَ وَ اِذۡ هُمۡ نَجۡوٰۤی اِذۡ یَقُوۡلُ الظّٰلِمُوۡنَ اِنۡ تَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسۡحُوۡرًا ﴿۴۷﴾ اُنۡظُرۡ كَیۡفَ ضَرَبُوۡا لَكَ الۡاَمۡثَالَ فَضَلُّوۡا فَلَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ سَبِیۡلًا ﴿۴۸﴾ وَ قَالُوۡۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ خَلۡقًا جَدِیۡدًا ﴿۴۹﴾ قُلۡ كُوۡنُوۡا حِجَارَةً اَوۡ حَدِیۡدًا ۙ﴿۵۰﴾

اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿۵۱﴾

(সূরা বনী ইসরাইল ৪৫-৫১)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ ﴿۱۱۹﴾

(সূরা আ'রাফ ১১৭-১১৯)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿۷۹﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿۸۰﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾

(সূরা ইউনুস ৭৯-৮২)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿۶۵﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿۶۶﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿۶۷﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿۶۸﴾ وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿۶۹﴾

(সূরা ত্বহা ৬৫-৬৯)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ – أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ– فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ– وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ– وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ–

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۙ ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ ﴿۷﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿۱۰﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿۱۱﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ اِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَ اِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَ قَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۖ ﴿۱۵﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ ﴿۱۶﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿۱۷﴾ قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۚ ﴿۱۸﴾

(সূরা সফ্ফাত ১-১৮)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۸﴾ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۚ ﴿۲۹﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۰﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ ﴿۳۱﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۲﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ ﴿۳۳﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾

(সূরা আর রহমান ২৮-৩৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾

(সূরা হাশর ২১-২৪)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۵۱﴾ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۲﴾

(সূরা কলাম ৫১-৫২)

وَّ أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ- اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ﴿۳﴾

(সূরা জিন ৩)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ﴿۳﴾ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿۴﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ﴿۶﴾

(সূরা কাফিরুন)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

(সূরা এখলাস)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

(সূরা ফালাক)

أعوذ بالله منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۪﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

(সূরা নাস)

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مَنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ .

بِسْمِ اللهِ ، آمَنَّا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ ، وَبِعِزَّةِ اللهِ الَّتِيْ لَا تَرَامُ وَلَا تَضَامُ، وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيْعِ، نَحْتَجِبُ بِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَائِذِيْنَ بِاللهِ مِنَ الْأُبَالِسَةِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُسِرٍّ وَمُعْلِنٍ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكُنُ بِالنَّهَارِ وَيَخْرُجُ بِاللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّيْ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

بِسْمِ اللهِ ، آمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءُ اللهِ مُنْتَهَى ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبِيّاً وَرَسُوْلاً .

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ .

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقٌ يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ .

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَن يَّحْضُرُوْنَ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا أَنْتَ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ ، اَللّٰهُمَّ لَايَهْزِمُ جُنْدَكَ وَلَا يَخْلِفُ وَعْدَكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ .
أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَمِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .
اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَّأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا .
تَحَصَّنْتُ بِالْإِلٰهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَاسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوْقِ حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوْقِ، حَسْبِيَ اللهُ هُوَ حَسْبِيْ ، اَلَّذِيْ بِيَدِهِ. مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى ، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، وَلَيْسَ وَرَاءُ اللهِ مَرْمَى، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ .
(এই রুকইয়াহটি আছে فتح الحق المبين কিতাবে পৃ. ১৩১-১৪১)

আশিক জিনের সমস্যা ও তার রকইয়াহ

আশিক জিন, শব্দটি সাধারণত এমন জিনদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, যারা কোনো মানুষের প্রতি প্রেম বা আকর্ষণ অনুভব করে। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, জিন এক ধরনের অদৃশ্য সৃষ্টি যারা আল্লাহর সৃষ্টি। তারা মানুষের মতোই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, এবং তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে।

আশিক জিনের লক্ষণ

মানুষের জীবনে আশিক জিনের প্রভাব থাকলে কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখা যেতে পারে:

অস্বাভাবিক দুঃস্বপ্ন: ঘুমের সময় অস্বাভাবিক এবং ভীতিকর স্বপ্ন দেখা।

দাম্পত্য জীবনে সমস্যা: বিবাহিত হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অযথা কলহ বা শারীরিক দূরত্ব তৈরি হওয়া।

একাকিত্ব ও নির্জনতায় প্রবণতা: মানুষজন থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছা করা।

শরীরের অদ্ভুত অনুভূতি: বিশেষ করে ঘুমের সময় চাপ অনুভব করা বা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা।

ধর্মীয় কাজে অলসতা: নামাজ, কুরআন পাঠ বা অন্য ধর্মীয় কাজে অনাগ্রহ।

আশিক জিনকে জালিয়ে দেওয়ার রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াহটি রোগী নিজে দিনে দুই বার পাঠ করবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দিনে দুই বার খাবে ও গোসল করবে। আর যদি পড়তে না পারে বা পড়ে ভালো ফায়দা না পায় তাহলে ভালো রাকীর মাধ্যমে করাবে। এভাবে মোট ২১ দিন করলে ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। রাকী রেকর্ড করেও রোগীকে দিতে পারে শোনার জন্য।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(সূরা ফাতেহা)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(সূরাা বাকারা ২৫৫)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

(সূরা কাফিরুন)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(সূরা এখলাস)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

(সূরা ফালাক)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَٰهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

(সূরা নাস)

الم* ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-(সূরা বাকারা ১-৫)

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (সূরা বাকারা ২৮৫-২৮৬)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ* فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ* فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ* وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ -৭৯ (সূরা আ'রাফ ৮২)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا- (সূরা বনী ইসরাইল ৮২)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- (সূরা আল ইমরান ১৭৫)

(وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ).[١٤] (সূরা কলাম ৫১)

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ- (সূরা বাকারা ১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيم . (সূরা নূর ২১)

وَإِذا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلنا بَينَكَ وَبَينَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا* وَجَعَلنا عَلى قُلوبِهِم أَكِنَّةً أَن يَفقَهوهُ وَفي آذانِهِم وَقرًا وَإِذا ذَكَرتَ رَبَّكَ فِي القُرآنِ وَحدَهُ وَلَّوا عَلى أَدبارِهِم نُفورًا -(সূরা বনী ইসরাইল ৪৫-৪৬)

إِنَّ عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ. (সূরা হিজর ৪২)

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - (সূরা ইয়াছিন ৯)

(২) আশিক জিন থেকে মুক্তি পাওয়ার রুকইয়াহ

জিনের একটি বড় কাজ হলো তারা সরল মনের মানুষের অন্তরে এই ধারণা দিয়ে দেয় যে, তাদেরকে জিন ক্ষতি করতেছে। ফলে তারা এই জিনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্নজনের কাছে ছুটে বেড়ায় নামায, কুরআন তেলাওয়াত, মাসনুন আমল এগুলোকে বাদ দিয়ে । আসলে এইগুলো যদি কেউ বাদ দেয় তাহলে তার জিনের সমস্যা না থাকলেও

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি বাস্তবে আগে থেকে থাকেও তাহলে তার এই আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে আরো বেড়ে যাবে কুমবে না। তাই সকলের নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও মাসনুন আমলের উপর দুরুত্ব দেওয়া বেশি জরুরী।

আর হাদিসে জিন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে, দুআ বা সূরা পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা পাঠ করেও আমরা ফায়দা পাই না। কারণ হলো, আমরা একজন মুদাব্বির ও রাকীর কথার উপর গুরুত্ব দেই, সেই তুলনায় হাজার ভাগের এক ভাগ গুরুত্ব আসে না তার (সা.) কথার উপর যিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন নাই আল্লাহ তা'য়ালার ওহী ব্যতিত।

যদি বাস্তবেই আশিক জিনের সমস্যা হয় তাহলে নিম্নের পন্থায় রুকইয়াহটি করতে হবে।

সূরা বাকারাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রতিদিন এক ভাগ পাঠ করবে, রোগী যদি নিজে পাঠ করতে পারে তাহলে প্রতিদিন এক ভাগ পাঠ করবে এভাবে তিন দিনে সূরা বাকারা শেষ করবে। যদি নিজের প্রতি আস্থা না থাকে তাহলে এক জন রাকীর মাধ্যমে রেকর্ড করে তিন দিনে শুনবে এভাবে তিন তিন দিন ধরে শুনতে থাকবে কিছু দিন এই রুকইয়াহটি শুনতে থাকলে আশা করা যায় সমস্যা দূর হয়ে যায়।

ঘর বন্ধ করা বা বাড়ি থেকে জিন তাড়ানোর রুকইয়াহ

(১) হারাম জিনিস ঘর থেকে বের করবে। যেমনঃ মূর্তি বা প্রাণীর ছবি।

(২) নিম্নের দুআ প্রত্যেক রুমে পাঠ করবে।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ، أُنَاشِدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنْ لَا تَظْهَرُوْا لَنَا وَلَا تُؤْذُوْنَا.

(৩ বার)

أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ لَا تَبْدُوا لَنَا وَلَا تُؤْذُونَ

(৩ বার)

উচ্চারণঃ উহাররিজু 'আলাইকুম বিল্লাহি ওয়ালইয়াওমিল আখিরি আন লা তাবদু লানা ওয়ালা তুআ'যুনা

আমি আল্লাহর এবং পরকালের শপথ করে তোমাদের (জিনদের) ওপর কঠোর আদেশ করছি যে, তোমরা আমাদের সামনে প্রকাশিত হবে না এবং আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

(৪) প্রতি রুমে তিন বার করে কেবলা মুখি হয়ে উচু আওয়াজে আজান দিবে।

(৫) নিম্নের প্রতিটি আয়াত ও দুআ তিন বার করে পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিবে যে পানিতে গোলাপজল ও মোটা লবণ মিশাবে।

(৬) এবার এই পানি বাড়িতে প্রবেশের প্রধান দরজা থেকে ছিটানো শুরু করবে এবং সমস্ত বাড়িতে এমন ভাবে ছিটাবে যেনো কোথাও আধা হাত জায়গা ফাকা না থাকে।

أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ *

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۖ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿۱۰﴾

(সূরা সফ্ফাত ১-১০)

وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ﴿۴۵﴾ وَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿۴۶﴾

(সূরা বনী ইসরাইল ২৫-২৬)

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿۶۵﴾ (সূরা বনী ইসরাইল ৬৫)

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً) (٩٧) (সূরা কাহাফ ৯৭)

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ, إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ) (٥٤) (সূরা সাবা ৫৪)

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ) (সূরা ইয়াছিন ৯)

اَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامّاتِ اللَّاتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَا جِرٌمِنْ شَرِّ مَايَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَايَعْرُجُ فِيْهَا وَشَرِّ مَاذَرَأَ فِىْ الْاَرْضِ وَشَرِّ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ الَّيْلِ وَالنّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ الَّيْلِ وَالنّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمَانُ-

بِسْمِ اللهِ أَمْسَيْنَا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ وَبِعِزَّةِ اللهِ الَّتِيْ لَا تَرَامُ وَلَا تَضَامُ وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيْعِ نَحْتَجِبُ وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَائِذٌ مِّنَ الْأَبَالِسَةِ وَمِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُعْلِنٍ أَوْمُسِرٍّ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَيِكْمَنُ بِالنَّهَارِ وَيَكْمَنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ ,وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ اَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ- أَعُوْذُ بِمَا اسْتَعَاذَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ وَمُوْسَي وَعِيْسَي وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ,وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَبْغِيْ. يَخْرُجُوْنَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى

অতঃপর একদিন এখলাসের সাথে ঘরে উচু আওয়াজে সূরা বাকারা পাঠ করবে আশা করা যায় জিন বাড়ি থেকে চলে যাবে আর এই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

ছোট শিশুকে জিনে আছর করলে রুকইয়াহ

ছোট শিশুকে জিনে আছর করার সম্ভাবনা ইসলামিক বিশ্বাস ও রুকইয়াহ শাস্ত্রের আলোকে আলোচনা করা হয়। আর ইসলামিক দৃষ্টিকোণে শিশুর মধ্যে জিনে আছর করার কিছু সম্ভাব্য আলামত হলো:

১. শারীরিক আলামত:

কোনো সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই বারবার জ্বর বা অসুস্থ হয়ে পড়া।

শরীরে ব্যথা, বিশেষ করে হাত-পা বা ঘাড়ে, যার কোনো চিকিৎসা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

রাতে ঘুমানোর সময় হঠাৎ ঘুম থেকে চিৎকার বা ভয় পাওয়া।

চেহারার বর্ণ হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে যাওয়া (অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে বা কালচে হয়ে যাওয়া)।

২. আচরণগত পরিবর্তন:

হঠাৎ করে চুপচাপ হয়ে যাওয়া বা অতিরিক্ত ভয় পাওয়া।

নির্দিষ্ট স্থানে বা ঘরে যাওয়ার সময় ভয় পাওয়া বা কান্না করা।

অতিরিক্ত ক্রোধ বা অস্বাভাবিক আচরণ, যা সাধারণ আচরণ থেকে ভিন্ন।

৩. ধর্মীয় এবং আত্মিক আলামত:

আজান বা কোরআন তিলাওয়াত শুনলে অস্বস্তি প্রকাশ করা।

নামাজ বা রুকইয়াহ শুনানোর সময় অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া।

চোখে অস্বাভাবিক ভয় বা অস্থিরতা লক্ষ্য করা।

৪. ঘুমের সমস্যাগুলো:

ঘুমের সময় দুঃস্বপ্ন দেখা, যেখানে ভয়ঙ্কর প্রাণী বা অজানা কিছুর উপস্থিতি অনুভব করা।

ঘুমের মধ্যে কথা বলা বা চিৎকার করা।

বিছানা ভেজানো, যা বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক নয়।

ছোট শিশুকে জিনে আছর করলে রুকইয়াহ

এই রুকইয়াহটি সকাল সন্ধ্যা পাঠ করে রোগীর উভয় কানে ফুঁক দিবে অথবা রেকর্ড করে রোগীকে শোনাবে। আর এই রুকইয়াহ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিনে দুই বার করে খাওয়াবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ﴿۷﴾

(সূরা ফাতেহা, এক বার)

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ﴿۳۴﴾

(সূরা সওয়াদ ৩৪, ৭ বার)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ﴿۲۵۵﴾

(আয়াতুল কুরছি, ৩ বার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ﴿۵﴾

(সূরা ফালাক ১ বার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴿۶﴾

(সূরা নাস ১ বার)

দ্বিতীয় অধ্যায় যাদুর রুকইয়াহ

এই অধ্যায়ে আমরা কাউকে যাদু করে ক্ষতিগ্রস্ত করলে তা থেকে কোন রুকইয়াহ এর মাধ্যসে মুক্তি পাওয়া যাবে সেই রুকইয়াহগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। যাদু কাকে বলে তা কতো প্রকার কোন প্রকারের কি লক্ষণ এই সব বিষয় নিয়ে আমি আমার বই রুকইয়াতুল আমরাজ এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই আর এখন এই বই এর মধ্যে পূনরায় আলোচনা করতেছি না । যাদের দেখা দরকার তারা ঐ বই থেকে দেখে নিবেন।

যাদু থেকে মুক্তি পাওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি

শাইখ ইবনে কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) যাদু নিরাময়ের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পদ্ধতিঃ

যাদুর স্থান খুঁজে বের করা এবং তা ধ্বংস করা।

যেমন, সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর রব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে যাদুর স্থান জানিয়ে দিলেন। তিনি যাদুর স্থান থেকে তা বের করে নিলেন এবং যখন তা ধ্বংস করলেন, তখন তাঁর সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেল, এমন যেন তিনি বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। এটি যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিরাময়ের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতির মধ্যে একটি। এটি এমন যেন দেহ থেকে ক্ষতিকারক উপাদান দূর করে তা শুদ্ধ করা হয়।

এটি অর্জন করতে হলে আল্লাহ তাআলার প্রতি আন্তরিকভাবে মনোযোগ দিতে হবে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি যাদুর স্থান জানিয়ে দেন। ইবনে কাইয়্যিম, আত-তিব্বুন নববী, পৃষ্ঠাঃ ৯৮।

যাদুর জিনিস কোথায় আছে তা নিম্নের পন্থাগুলোর মাধ্যমে জানতে পারবেন

১. যাদুকারের জিন বা খেদমতের মাধ্যমে জানা যাবে,যে রোগীর শরীরে এসে বলবে রোগীর জবান দিয়ে। তবে তারা অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলে।

২. আল্লাহ তায়ালা রোগীকে স্বপ্নে সঠিক তথ্য দিয়ে যাদুর স্থান সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন, যেমনটি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাদু করার ঘটনায় ঘটেছিল।

৩. যাদুর স্থান অনুসন্ধানের সময় তা দেখতে পাওয়ার মাধ্যমে সঠিক স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে।

যাদুর জিনিস পেলে বা ক্ষতিকর তাবিজ পেলে নষ্ট করার উপায়

(১) যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ পাঠ করে এবং সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করে ফুঁ দেওয়া এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও ক্ষমতার দ্বারা তা ধ্বংস করবে।
(২) যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ পাঠ করে লবণ মিশ্রিত পানিতে ফুঁক দিয়ে তা ঐ যাদুর বস্তুর উপর ডেলে দিবে তাতে তা নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আর আলেমগণ আরেকটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন যাদু নষ্ট করার জন্য। তা হলো: যাদু নষ্ট করার জন্য শরিয়তসম্মত রুকইয়াহ পাঠ করে একটি পাত্রে পানির ওপর ফুঁক দিবে। এরপর যদি যাদুটি কোনো কাগজ বা অন্য কোনো কিছুতে হয়, তাহলে সেই পানিতে গলিয়ে ফেলবে। তারপর এই পানি এমন কোনো জায়গায় ঢেলে দিবে, যে স্থানে স্বাভাবিক মানুষ চলাচল করে না।
আর যদি যাদুর বস্তু বের করতে বা তার স্থান চিহ্নিত করতে না পারা যায়, তবে **দ্বিতীয় পদ্ধতি** অবলম্বন করতে হবে, যা হলো শরিয়তসম্মত নুশরা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি নুশরাঃ

নুশরা কাকে বলে

শরিয়ত সম্মত নুশরা বলতে বোঝায় ইসলামিক শরিয়তের নিয়ম-কানুন অনুসারে বৈধ পদ্ধতিতে সাহায্য বা উপকার করা। এটি কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমোদনের সীমার মধ্যে থাকে এবং এতে কোনো প্রকার শিরক, বিদআত, বা হারাম কাজ থাকে না। শরিয়ত সম্মত নুশরাতের মূল ভিত্তি হল কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী নৈতিক এবং বৈধ পন্থায় সাহায্য প্রদান করা।
আর الرقية الشرعية لابطال العين و السحر والتلبس واعلاج الامراض الحسية তে আছে যে নুশরা বলা হয়, যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির যাদুকে নষ্ট করাকে।
উদাহরণ:
১. দোয়া ও রুকইয়াহ:
কুরআনের আয়াত এবং হাদিসে বর্ণিত দোয়া দ্বারা শারীরিক, মানসিক, এবং আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান করা।
২. সদকাহ ও যাকাত:
আর্থিকভাবে অসহায়দের সাহায্য করা শরিয়ত সম্মত নুশরাতের অন্যতম রূপ।

নুশরা দুই প্রকার

(১) যাদু দ্বারা যাদুকে নষ্ট করা এটা শয়তানের কাজ যা জায়েজ নাই হারাম।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قال:سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ: «وَ مِن عمل الشيطان -

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে নুশরা (জাদু বা ঝাড়ফুঁক দ্বারা নিরাময়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এটি শয়তানের কাজ। (সহীহ বুখারী: ৫৭৬৫)

(২) রুকইয়াহ, তাবিজাত, দুআসমূহ এবং বৈধ ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা এটা বৈধ বরং মুস্তাহাবও।

রোগীর উপর রুকইয়াহ পাঠ করার ফলে রোগীর তিন অবস্থার যে কোন একটি হবে।

প্রথম অবস্থাঃ রোগীর শরীরে জিন এসে হাজির হবে এবং তার জিভ দিয়ে জিন কথা বলে যে যাদুর মাধ্যমে চালান দিয়ে পাঠানো হয়ে, তবে এ ক্ষেত্রে জিনের রুকইয়াহ করবে। যার আলোচনা উপরে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ রুকইয়াহ করার সময় রোগীর মাথা ঘোরা, কাঁপুনি বা তীব্র মাথাব্যথা অনুভব করে কিন্তু জিন হাজির হয় না, তবে রুকইয়াহ তিন, পাঁচ, সাত বা নয়বার পুনরাবৃত্তি করবে যতক্ষণ না ব্যথা লাঘব হয়। ইনশাআল্লাহ, তিনি আরোগ্য লাভ করবেন।

তৃতীয় অবস্থাঃ রোগী যদি রুকইয়াহ করার সময় কিছুই অনুভব না করে, তবে তাকে আবার লক্ষণগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। যদি অধিকাংশ লক্ষণ পাওয়া না যায় তবে বোঝা যাবে যে তিনি যাদুগ্রস্ত না, বরং কোনো সাধারণ রোগে আক্রান্ত। নিশ্চিত হওয়ার জন্য রুকইয়াহ তিনবার করবেন।

তৃতীয় পদ্ধতি: যে স্থানে যাদুর ক্ষতি পৌঁছায়, সেখানে হিজামা (শিঙ্গা লাগানো) দ্বারা চিকিৎসা:

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন: যে স্থানে যাদুর ক্ষতির প্রভাব পৌঁছায়, সেখান থেকে দূষিত পদার্থ বের করে ফেলা উত্তম। কারণ জাদু প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলে, শরীরের রসের উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং দেহের মেজাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তাই যদি এর প্রভাব কোনো অঙ্গের উপর দেখা দেয় এবং সেই অঙ্গ থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করা সম্ভব হয়, তাহলে এটি অত্যন্ত উপকারী হয়।

হিজামা (শিঙ্গা লাগানো) আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর একটি। সহীহ বুখারীতে ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الشِّفَاء في ثلاثة :في شرطة محجم، أو شَرْبَة عَسَلٍ، أَوْ كَيَّة بنار وأنا أنهى أُمَّتِي عن الكي

তিনটি জিনিসে শিফা রয়েছে:

১. হিজামার মাধ্যমে রক্ত বের করা,

২. মধু পান করা,

৩. আগুন দিয়ে দাগ দেওয়া (কাউরি করা)।

তবে আমি আমার উম্মতকে দাগ দেওয়া থেকে নিষেধ করেছি। সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৬৮১)
ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে রাসুল (সা.) বলেন,

مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي بِمَلَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ

যখন আমি মেরাজে গিয়েছিলাম, এমন কোনো ফেরেশতার সমষ্টির পাশ দিয়ে যাইনি, যাঁরা আমাকে বলেনি: হে মুহাম্মাদ (সা.) আপনার জন্য হিজামা (শিঙ্গা লাগানো) গ্রহণ করা উচিত। (ইবনে মাজা ৩৪৭৭)

কিছু কিছু হাদিসে হিজামার জন্য কিছু দিনকে নির্ধারণ করা হয়েছে

এবিষয়ে কিছু কথা

হিজামার (শরীর থেকে রক্ত বের করার) জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। এটি সপ্তাহের যেকোনো দিন এবং দিনে বা রাতে যেকোনো সময় করা যেতে পারে, যদি মানুষের এর প্রয়োজন হয়। যে সব হাদিসে নির্দিষ্ট দিনগুলোকে হিজামার জন্য পছন্দনীয় বলা হয়েছে বা কিছু দিনকে হিজামার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অধিকাংশ ইমামগণ এসব হাদিসকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের কিছু কথা

১. ইমাম মালিক (রহ.)-কে শনিবার এবং বুধবার দিনে হিজামা করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি এমন কোনো দিন পাইনি যেদিন আমি হিজামা করিনি, এবং আমি এ বিষয়ে কিছুই অপছন্দ করি না।

২. ইমাম নববী (রহ.) বলেন: সংক্ষেপে বলা যায়, নির্দিষ্ট কোনো দিনে হিজামা করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে কিছুই প্রমাণিত হয়নি।

৩. হাফিজ ইবনে হাজর (রহ.) বলেন: এই হাদিসগুলো থেকে কোনোটিই সহীহ নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য হানবাল ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেছেন, আহমদ (রহঃ) যখন রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেত, তখনই শিঙ্গা লাগাতেন, সেটা যে সময়েই হোক না কেন।

যদি কোনো ব্যক্তির শিঙ্গা লাগানোর প্রয়োজন না হয়, এবং তিনি শুধু সুন্নাহ পালন করার উদ্দেশ্যে এটি করতে চান, তবে অধিকাংশ আলিম চাঁদের ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখে শিঙ্গা লাগানোকে পছন্দ করেছেন। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘাড়ের দু'পাশে এবং ঘাড়ের পেছনে শিঙ্গা লাগাতেন এবং তিনি ১৭, ১৯ এবং ২১ তারিখে শিঙ্গা লাগাতেন।
ইবনে কায়্যিম (রহঃ) উল্লেখিত শিঙ্গা লাগানোর হাদিসগুলো উল্লেখ করার পর বলেন: এই হাদিসগুলো ঐ সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার উপর সকল চিকিৎসকরা একমত যে, মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশ এবং তার পরের তৃতীয় চতুর্থাংশে হিজামা করা প্রথম এবং শেষ অংশের তুলনায় বেশি উপকারী। তবে যখন প্রয়োজন অনুযায়ী হিজামা করা হয়, তখন তা মাসের প্রথম কিংবা শেষ যেকোনো সময়ই উপকারী হয়।

এই আলোচনা নেওয়া হয়েছে الرقية الشرعية لابطال العين و السحر والتلبس واعلاج الامراض الحسية

চতুর্থ পদ্ধতি রুকইয়াহ এর সাথে বরই পাতা মিশিয়ে ব্যবহার করা

ইমাম কুরতুবী (রহ.) তার তাফসিরে এই পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে এটি তাদের জন্য উপকারী, যাদেরকে তাদের স্ত্রী বা স্বামীর কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে বা বন্ধন করা হয়েছে।

স্ত্রীর সাথে বন্ধন হওয়া ব্যক্তির চিকিৎসা

আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, বন্ধনের ফলে একজন শক্তিশালী পুরুষও তার স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে, কিংবা একজন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় এবং তাকে কাছে আসতে বাধা দেয়।

স্বামী বা স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হলে বা চাহিদা না থাকলে রুকইয়াহ

নিম্নের আয়াতগুলো ৭ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে ৭ দিন খাবে ও পান করবে ইনশাআল্লাহ যাদু নষ্ট হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ﴿۱۱۹﴾ وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۖ﴿۱۲۰﴾ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱۲۱﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ (সূরা আরাফ ১১৭-১১২)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾ (সূা ইউনুছ ৮১-৮২)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿۶۹﴾ (সূরা ত্বহা ৬৯)

স্বামী বা স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হলে বা চাহিদা না থাকলে রুকইয়াহ (২)

৭ টি বরই পাতা ভালো ভাবে পিষে এটা পাত্রে পানি নিয়ে তাতে ঐ পিষা বরই পাতা দিয়ে তা মুখের কাছে নিয়ে নিম্নের রুকইয়াহটি পাঠ করে ফুঁক দিবেন। তারপর রোগীকে বলবেন ৭ দিন পান করবে এবং গোসল করবে এর সাথে আর কোন পানি মিশাবে না এবং আগুনে গরম করবে না ইনশাআল্লাহ যাদু নষ্ট হয়ে যাবে।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

(৭ বার)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾ (সূরা ফালাক)

(৭ বার)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ يُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾ (সূরা নাস)

(৭ বার)

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ

যদি সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে উভয়ের মুধ্যে শুধু ঝগড়া হতে থাকে, একজনের চোখে আরেকজনকে দেখতে যদি ভালো না লাগে বা একজনের কাজ যদি আরেক জনের কাছে একে বারে অপছন্দণীয় হয়, বাড়ির বাহিরে থাকলে ভালো থাকে বাড়ি আসলেই রাগ আর ঝগড়া তাহলে এই রুকইয়াহটি রোগীর মাথার উপর হাত রেখে তারতীলের সাথে পাঠ করবে তাহলে যাদু নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। রোগী মহিলা হলে মাথার উপর হাত দিবে না বরং সামনে বসিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে পাঠ করবে তাহলে অতিদ্রুত যাদু নষ্ট হয়ে যাবে। আর পানিতে ফুঁক দিয়ে স্বামী স্ত্রী উভয়ে খাবে ।

এই রুকইয়াহটি জিনকে হাজির করার নিয়তে পড়লে জিন হাজির হয়, দূর করার নিয়তে পড়লে দূর হয়, কথা বলার নিয়তে পড়লে কথা বলে। এই রুকইয়াহটি اَلصَّارِمُ الْبَتَّارُ فِيْ التَّصَدِّيْ لِلسَّحَرَةِ الْاَشْرَارِ এর ১২২-১২৬) আছে ।

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۶﴾

الٓمّٓ ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛؕ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾ (সূরা বাকারা ১-৫)

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۘ﴿۱۰۳﴾ (সূরা বাকারা ১০২-১০৩)

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۳﴾ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۴﴾(সূরা বাকারা ১৬৩-১৬৪)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾ لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵۶﴾ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵۷﴾
(সূরা বাকারা ২৫৫-২৫৭)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۫ وَ اغْفِرْ لَنَا ۫ وَ ارْحَمْنَا ۫ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۠﴿۲۸۶﴾ (সূরা বাকারা ২৮৫-২৮৬)

﴿۱۷﴾ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴿۱۸﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴿۱۹﴾(সূরা আল ইমরান ১৮-১৯)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۚ﴿۵۵﴾ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ﴿۵۶﴾(সূরার আ'রাফ ৫৪-৫৬)

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ﴿۱۱۹﴾ وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۚ﴿۱۲۰﴾ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱۲۱﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ﴿۱۲۲﴾(সূরার আ'রাফ ১১৭-১২২)

فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ﴿۸۱﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ﴿۸۲﴾ (সূরা ইউনুস ৮১-৮২)

وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى﴿۶۹﴾ (সূরা ত্বহা ৬৯)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴿۱۱۸﴾ (সূরা মুমিন ১১৫-১১৮)

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨ الْكَوَاكِبِ ۙ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ؕ﴿۱۰﴾ (সূরা সফ্ফাত ১-১০)

وَ اِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْۤا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَ لَّوْۤا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ﴿۲۹﴾ قَالُوْا يٰقَوْمَنَاۤ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ وَ اِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴿۳۰﴾ يٰقَوْمَنَاۤ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ﴿۳۱﴾ وَ مَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴿۳۲﴾ (সূরা আহকাফ ২৯-৩২)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿۳۵﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾ (সূরা আর রহমান ৩৩-৩৬)

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾
(সূরা হাশর ২১-২৪)

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿۱﴾ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿۲﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾ وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿۷﴾ وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۙ﴿۸﴾ وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾ (সূরা জিন ১-৯)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾ (সূরা এখলাস)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾ (সূরা ফালাক)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾ (সূরা নাস)

প্রেমে আসক্ত করার যাদু করলে রুকইয়াহ

বা অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গার রুকইয়াহ

যদি ছেলে বা মেয়ের অবস্থা এমন হয় যে, অস্বাভাবিক কারো প্রতি প্রেমে আসক্ত হয়, তার সাথে যৌন সম্পর্ক রতে প্রবল আগ্রহ হয়, তার থেকে দূরে থাকার ধৈর্য না থাকে, তাকে দেখার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তার প্রেমে অন্ধ হয়ে যায়। তাহলে বুঝবেন তাকে এই যাদু করা হয়েছে।

কিভাবে রুকইয়াহ করবে

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ নামে যে রুকইয়াহটি উপরে লেখা হয়েছে তার সাথে নিম্নের আয়াতগুলো যোগ করে পাঠ করে রোগীকে শোনাবে। আয়াতগুলো এইঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ

اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۶﴾ (সূরা তাগাবুন ১৪-১৬)

এই রুকইয়াহ পাঠ করলে রোগীর অবস্থা কেমন হতে পারে

এই রুকইয়াহ পাঠ করলে রোগীর মাথাব্যথা, বুকে চাপা ভাব, অথবা তীব্র পেটব্যথা অনুভব করতে পারে, বিশেষত যদি সে কোনো যাদু পান করে থাকে, তবে তার বমি হতে পারে।
যদি রোগীর এই সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তাকে নিম্নের আয়াগুলো পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করতে বলবে। খাওয়ার পরে নিম্নের দুটি অবস্থার কোন একটি হবে ইনশাআল্লাহ।
আর যদি রুকইয়াহ পাঠ করে তাকে শোনানো সম্ভব না হয়। তাহলে পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীকে খাওয়াবে তাতেও যাদু নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।
১. যদি সে বমি করে এবং বমির মধ্যে হলুদ, লাল, বা কালো কিছু বের হয়, তাহলে যাদু নষ্ট হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ।
২. যদি বমি না হয়, তাহলে তাকে তিন সপ্তাহ বা তার বেশি সময় এই পানি পান করতে বলবে, যতক্ষণ না যাদু নষ্ট হয়ে যায়।

পানি পড়ার আয়াতগুলো এই

قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾ (সূরা ইউনুস ৮১-৮২)

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ ﴿۱۱۹﴾ وَ اُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۚ ﴿۱۲۰﴾ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ﴿۱۲۱﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ (সূরা আ'রাফ ১১৭-২২)

اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿۶۹﴾ (সূরা ত্বহা ৬৯)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾ (সুরা বাকারা ২৫৫)

এই রুকইয়াহটি اَلصَّارِمُ الْبَتَّارُ فِيْ التَّصَدِّيْ لِلسَّحَرَةِ الْأَشْرَارِ এর ১৭৭-১৭৮) পৃষ্টায় আছে।

পাগল হওয়ার যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ

সাধারণ ভাবে যে সমস্যা দেখা দিলে আমরা বুঝতে পারবো যে, রোগীকে পাগল হওয়ার যাদু করা হয়েছে।

অধিক পরিমাণে সব কিছু ভুলে যাওয়া, বিভ্রান্তিকর কথা বলা, চোখ এদিক সেদি ঘুরিয়ে তাকাতে থাকা, এক জায়গায় স্থীর থাকতে না পারা, নিজের চেহারা পোশাকের প্রতি অদাসীনতা, বেশি পরিমাণে কথা বলা।

যে রুকইয়াহ করবে

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ নামে যে রুকইয়াহটি উপরে লেখা হয়েছে তা দিনে দুই বার করে রোগীকে শোনাবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীকে ২ বার করে এক মাস খাওয়াবে। তাহলে আশা করা যায় সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মোবাইল ফোনে যাদু করলে রুকইয়াহ

মোবাইল ফোনে যাদু করলে নিম্নের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে।

১. সে স্বপ্নে দেখে যে একজন আহ্বানকারী তাকে ডেকেছে।
২. জেগে থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি দেখা যায় না, কিন্তু কথা শোনা যায়।
৩. প্রচুর কু-ধারণা এবং বিভ্রান্তি আসে।
৪. বন্ধু-বান্ধব এবং প্রিয়জনদের ওপর সন্দেহ বৃদ্ধি পায়।
৫. স্বপ্নে দেখে সে উঁচু কোনো জায়গা থেকে পড়ে যাবে।
৬. স্বপ্নে বিভিন্ন প্রাণী তাকে তাড়া করছে।

মোবাইল ফোনের যাদু কীভাবে কাজ করে?

একজন যাদুকর একটি জিনকে পাঠায় এবং তাকে নির্দেশ দেয় যে ওই ব্যক্তিকে স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থায় ব্যস্ত রাখবে। স্বপ্নে জিন বিভিন্ন হিংস্র প্রাণীর রূপ ধারণ করে তাকে আক্রমণ করে। জাগ্রত অবস্থায় তাকে বিভিন্ন পরিচিত বা অচেনা কণ্ঠে ডাকে এবং তাকে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজনদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ করে তোলে।

রুকইয়াহ যেভাবে করবে

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ নামে যে রুকইয়াহটি উপরে লেখা হয়েছে তা দিনে দুই বার করে রোগীকে শোনাবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীকে ২ বার করে এক মাস খাওয়াবে। তাহলে আশা করা যায় সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

নিম্নের উপদেশ মেনে চলবে

(১) অযু করে আয়াতুল কুরছি পাঠ করে ঘুমাবে।
(২) উভয় হাতের তালুতে সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করে ফুঁক দিয়ে তিন বার সমস্ত শরীর মাসাহ করে ঘুমাবে।
(৩) সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে বা শুনে ঘুমাবে।

(৪) ঘুমানোর সময় এই দুআটি পাঠ করে বা শুনে ঘুমাবে।
بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِيْ شَيْطَانِيْ، وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِي الْأَعْلَى

(৫) প্রতিদিন সকালে সূরা বাকারা এবং রাতে সূরা দুখান শুনবে।
এভাবে এক মাস করলে সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

অসুস্থতার যাদুতে আক্রান্ত হলে রুকইয়াহ

অসুস্থতার যাদু কারো উপর করা হলে স্বাভাবিক অবস্থায় নিম্নের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে।
(১) শরীরের কোনো একটি অঙ্গে তীব্র ব্যথা।
(২) মৃগী রোগ: স্নায়বিক খিঁচুনি।
(৩) শরীরের কোনো অঙ্গ অবশ হয়ে যাওয়া।
(৪) পুরো শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া।
(৫) কোনো একটি ইন্দ্রিয় কাজ করা বন্ধ করে দেওয়া।

যে রুকইয়াহ করতে হবে

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ নামে যে রুকইয়াহটি উপরে লেখা হয়েছে তা ৩ বার করে রোগীকে শোনাবে। যদি জিন হাজির হয় তাহলে জিনের যে রুকইয়াহ পন্থা বলা হয়েছে তা প্রয়োগ করবে। অতঃপর নিম্নের রুকইয়াহটি দিনে ২ বার করে শুনবে এবং জয়তুন তেলে ফুঁক দিয়ে তা সমস্যা স্থানে ব্যবহার করবে এভাবে দুই মাস করলে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।
সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরছি, সূরা দুখান, সূরা জিন, সূরা আল-ফীল, সূরা কুরাইশ, সূরা আল-মাউন, সূরা আল-কাওসার , সূরা আল-কাফিরুন, সূরা আন-নাসর, সূরা আল-মাসাদ , সূরা আল-ইখলাস ,সূরা আল-ফালাক , সূরা আন-নাস।

ইস্তেহাজার যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ

এই ধরনের জাদু কেবল নারীদের ক্ষেত্রেই ঘটে। এতে জাদুকর জিনকে সেই নারীকে ক্ষতি করার জন্য নিয়োজিত করে এবং তাকে নির্দেশ দেয় নারীটির উপর মিথ্যা রক্তক্ষরণ নামানোর। জিন নারীর দেহে প্রবেশ করে এবং রক্তের সাথে শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়।
নবী (ﷺ) বলেছেন: শয়তান মানুষের শরীরে রক্ত প্রবাহের সাথে সাথে প্রবাহিত হয়।
যখন জিন নারীর জরায়ুর কোনো নির্দিষ্ট শিরায় পৌঁছে, তখন তা এক ধরনের আঘাত করে, যার ফলে সেই শিরা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়।
হযরত নবী (ﷺ) যখন হামনা বিনতে জাহশ তাকে ইস্তিহাদা (অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেছিলেন: এটি শয়তানের আঘাতের (রক্তক্ষরণ) এক ধরন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: এটি একটি শিরা, যা ঋতুস্রাব নয়।
এই দুই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ইস্তিহাজা হলো শয়তানের আঘাতের কারণে নারীর জরায়ুর কোনো শিরায় রক্তক্ষরণ।

যে রুকইয়াহ করতে হবে

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ নামে যে রুকইয়াহটি উপরে লেখা হয়েছে, সেটি এখলাসের সাথে পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিনে দুই বার করে খাবেও গোসল করবে এভাবে মোট ৭ দিন করবে ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

বিবাহ বন্ধ করে রাখলে রুকইয়াহ

বিবাহ বন্ধ করার জাদু কীভাবে করা হয়? চলুন একটু জেনে নেই।
১. কোনো বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তি একটি জাদুকরের কাছে যায় এবং তাকে বলে যে, অমুকের মেয়ের জন্য এমন একটি জাদু করো, যাতে সে বিবাহ না করতে পারে।
২. এরপর জাদুকর ঐ নারীর নাম, তার মায়ের নাম এবং তার ব্যবহৃত কোনো জিনিসের টুকরো (যেমন কাপড় বা চুল) চায়।
৩. জাদুকর জাদু তৈরি করে এবং এক বা একাধিক জিনকে ঐ জাদুর জন্য নিযুক্ত করে।
৪. এরপর জিন ঐ নারীর কাছে যায় এবং তার সাথে লেগে থাকে যতক্ষণ না সে নিচের চারটি অবস্থার একটিতে প্রবেশ করতে পারে:
১. চরম ভয়।
২. চরম রাগ।
৩. চরম অসতর্কতা।
৪. যৌনতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি।

যে রুকইযাহ করতে হবে

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ নামে যে রুকইয়াহটি উপরে লেখা হয়েছে, ঐ রুকইয়াহটি জিন হাজির করার নিয়তে রোগীকে পাঠ করে শোনাবে যদি জিন হাজির হয় তাহলে তার সাথে কথা বলে যা করা দরকার তা করবে । আর যদি হাজির না হয়, তাহলে নিম্নের রুকইয়াহটি দিনে দুই বার করে শুনবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দুই বার করে তিন দিন খাবে ও গোসল করবে। এভাবে মোট ৩০ দিন।

যে রুকইয়াহটি পয়োগ করবে

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾ لَاۤ اِکۡرَاهَ فِی الدِّیۡنِ ۟ قَدۡ تَّبَیَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَیِّ ۚ فَمَنۡ یَّکۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَ یُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَکَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰی ۗ لَا انۡفِصَامَ لَهَا ؕ وَ

اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴿۲۵۶﴾ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ﴿۲۵۷﴾
(সূরা বাকারা ২৫৫-২৫৭)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ یَلِدْ ۙ وَ لَمْ یُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿۴﴾(সূরা এখলাস)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾ (সূরা ফালাক)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾ (সূরা নাস)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (১০০ বার)

রোগী নিম্নের নিয়মগুলো ফলো করবে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায়

(১) বাহিরে বের হলে অবশ্যই পর্দা করবে।
(২) নামায সময় মতো আদায় করবে।
(৩) গান বাদ্য শুনবে না।
(৪) ঘুমানোর পূর্বে অযু করে ঘুমাবে এবং আয়াতুল কুরছি পাঠ করে ঘুমাবে।
(৫) সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীর মাসেহ করে ঘুমাবে।
এই কাজ করলে দুই অবস্থার কোন একটি হবে হয় যাদু নষ্ট হয়ে বিবাহ হয়ে যাবে। না হয় সমস্যা বেড়ে যাবে যদি বেড়ে যায় তাহলে পূনরায় আবার **স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের যাদু করা হলে রুকইয়াহ** নামক রুকইয়াহটি পুনরায় আবার করলে আশা করা যায় জিন হাজির হবে। তারপর জিনের চিকিৎসা করবে।

যে কোন যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ

নিম্নের রুকইয়াহটি যাদু নষ্ট করার জন্য খুবই কার্যকর। এখলাসের সাথে প্রয়োগ করলে যে কোন যাদুই হোক না কেনো নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। রোগী যদি নিজে পাঠ করতে পারে তাহলে সে নিজেই দিনে দুই বার পাঠ করবে। আর যদি পাঠ করতে না পারে তাহলে রেকর্ড শোনবে। আর এই রুকইয়াহ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিনে দুই বার করে খাবে ও গোসল করবে এভাবে মোট ২১ দিন করবে তাহলে সমস্যা দূর হবে ইনশাআল্লাহ।
এই রুকইয়াটি আছে الحذر من السحر কিতাবের ৩১০ -৩২১ পৃষ্টায়।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۶﴾

الٓمّٓ ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ
عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾ (৫-১ সূরা বাকারা)
وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ
السِّحْرَ ۗ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ
وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ وَ لَبِئْسَ مَا
شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ (১০৩-১০২ সূরা বাকারা)
﴿۲۵۴﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ
ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا
شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾ لَاۤ اِكْرَاهَ فِى
الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا
انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵۶﴾ (২৫৬-২৫৫ সূরা বাকারা)
لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ
يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ
اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ
اعْفُ عَنَّا ۟ وَ اغْفِرْ لَنَا ۟ وَ ارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾ (২৮৬-২৮৪ সূরা বাকারা)

الٓمّٓ ﴿۱﴾ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ﴿۲﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ
وَ الْاِنْجِيْلَ ۙ﴿۳﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ
عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ ؕ﴿۵﴾ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى
الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۶﴾(৬-১ সূরা আল ইমরান)

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾
(সূরা আল ইমরান ১৮)
قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۶﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ الْحَىَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۫ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾ (২৭-২৬ সূরা আল ইমরান)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾
(সূরা আল ইমরান ৮৩)
اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ
الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۳﴾

(সূরা আল ইমরান ১৭৩)
وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۸۹﴾ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ
اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۙ﴿۱۹۰﴾ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ
یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّكَ
مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَیْتَهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُّنَادِیْ لِلْاِیْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۟ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَیِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۚ﴿۱۹۳﴾ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا
عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ﴿۱۹۴﴾ (সূরা আল ইমরান ১৮৯-১৯৪)

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَ یُرْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا
یُفَرِّطُوْنَ ﴿۶۱﴾ (সূরা আনয়াম ৬১)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ
یَطْلُبُهٗ حَثِیْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ
الْعٰلَمِیْنَ ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْیَةً ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ۚ﴿۵۵﴾ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ
اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۵۶﴾ (সূরা আ'রাফ ৫৪-৫৬)

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَیْرُ الْفٰتِحِیْنَ ﴿۸۹﴾
(সূরা আ'রাফ ৮৯)
قَالُوْا یٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِیَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِیْنَ ﴿۱۱۵﴾ قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا سَحَرُوْۤا اَعْیُنَ النَّاسِ وَ
اسْتَرْهَبُوْهُمْ وَ جَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۱۶﴾ وَ اَوْحَیْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا
یَاْفِكُوْنَ ۚ﴿۱۱۷﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۚ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِیْنَ ۚ﴿۱۱۹﴾ وَ اُلْقِیَ السَّحَرَةُ
سٰجِدِیْنَ ۟﴿۱۲۰﴾ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ﴿۱۲۱﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ (সূরা আ'রাফ ১২২-১২৫)

لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَ یُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۚ﴿۸﴾ (সূরা আনফাল ৮)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۲۸﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ ۟ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ﴿۱۲۹﴾ (সূরা তাওবা ১২৯)

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِیْمِ ﴿۱﴾ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَیْنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْۤا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲﴾ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۳﴾ اِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهٗ لِیَجْزِیَ
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِیْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِیْمٌۢ بِمَا كَانُوْا
یَكْفُرُوْنَ ﴿۴﴾ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِیْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾ اِنَّ فِی اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ
فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَّقُوْنَ ﴿۶﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ
اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۙ﴿۷﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۸﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ یَهْدِیْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِیْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ ﴿۹﴾ دَعْوٰىهُمْ فِیْهَا
سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِیَّتُهُمْ فِیْهَا سَلٰمٌ ۚ وَ اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۰﴾ (সূরা ইউনুছ ১-১০)

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾(৭৬-৭৭ সূরা ইউনুছ)
﴿٧٨﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾(৭৮-৮২ সূরা ইউনুছ)

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾(১০৭ সূরা ইউনুছ)

--فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾ (সূরা ইউসুফ ৬৪)

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهٖ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾
(সূরা র'য়াদ ৯-১১)
وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ۬ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾ (৪২-৪৩ সূরা ইব্রাহীম)

اَتٰٓى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١﴾ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣﴾ (সূরা নাহাল ১-৩)

﴿٧٩﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾ وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ (৭৯-৮২ সূরা বনী ইসরাইল)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾ (১১০-১১১ সূরা বনী ইসরাইল)

طٰهٰ ﴿١﴾ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴿٢﴾ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَ السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿٥﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾ وَ اِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفَى ﴿٧﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ﴿٨﴾
(সূরা ত্বহা ১-৮)

﴿٦٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ

الْاَعْلٰى﴿۶۸﴾ وَ اَلْقِ مَا فِیْ یَمِیْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَیْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ اَتٰى﴿۶۹﴾ فَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوْسٰى﴿۷۰﴾ (সূরা ত্বহা ৬৪-৭০)

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَ لَكُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ﴿۱۸﴾(সূরা আম্বিয়া ১৮)
وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَیْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِیْنَۚ﴿۷۰﴾(সূরা আম্বিয়া ৭০)

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ﴿۱۱۲﴾(সূরা আম্বিয়া ১১২)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیْمِ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ یَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ﴿۱۱۸﴾ (সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৮)

وَ قَدِمْنَاۤ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا﴿۲۳﴾ (সূরা ফুরকান ২৩)

﴿۴۴﴾ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَاْفِكُوْنَۚ﴿۴۵﴾ فَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سٰجِدِیْنَۙ﴿۴۶﴾ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَۙ﴿۴۷﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ﴿۴۸﴾ (সূরা শুয়ারা ৪৪-৪৮)

﴿۲۹﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَیْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِۙ﴿۳۰﴾(সূরা নামল ৩০)

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَیَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا یُعْلِنُوْنَ﴿۷۴﴾ وَ مَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِی السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ﴿۷۵﴾(সূরা নামল ৭৪-৭৫)

وَ اِنَّهٗ لَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ﴿۷۷﴾ اِنَّ رَبَّكَ یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُۙ﴿۷۸﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِیْنِ﴿۷۹﴾(সূরা নামল ৭৭-৭৯)

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِیْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ﴿۳۰﴾ (সূরা আনকাবুত ৩০)

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّاۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًاۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِیٰتِ ذِكْرًاۙ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّا زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِزِیْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِۙ﴿۶﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ مَّارِدٍۚ﴿۷﴾ لَا یَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ یُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴿۱۰﴾ (সূরা সফ্ফাত ১-১০)

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَیْلٌ لِّلْقٰسِیَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ﴿۲۲﴾ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِیْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ یَهْدِیْ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ یُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ﴿۲۳﴾
(সূরা যুমার ২২-২৩)
وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِیَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِیْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ ؕ عَلَیْهِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ﴿۳۸﴾ (সূরা যুমার ৩)

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾ (৩-১ সূরা গাফির)

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَ تَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۫ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾ وَ اِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ قِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّ غَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَ لَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۪ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾ (৩৭-২৭ সূরা জাছিয়াত)

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾
(২৪-২১ সূরা হাশর)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ﴿٧﴾ (৭ সূরা তালাক)

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ﴿١﴾ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ﴿٢﴾ الَّذِىْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ﴿٣﴾ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ﴿٤﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ﴿٦﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ﴿٧﴾ وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾ (সূরা আলাম নাশরাহ)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿١﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿٢﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ﴿٣﴾ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿٤﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِىَ دِيْنِ ﴿٦﴾ (সূরা কাফিরুন)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿٣﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾ (সূরা এখলাস)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿٢﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿٣﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿٤﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ (সূরা ফালাক)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿٦﴾ (সূরা নাস)

যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহুদি লাবিদ ইবনে আ'সাম যাদু করেছিল, যা ছিল একটি চিরুনির দাঁত এবং কিছু চুলে এবং একটি পুরুষ খেজুরের শুকনো খোসায়। এর ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করতেন তিনি কোনো কাজ করছেন, অথচ তিনি তা করতেন না। একদিন তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে বললেন,তুমি কি জানো, আল্লাহ আমাকে দেখিয়েছেন এবং আমার যে বিষয়ে আমি তাঁর কাছে ফাতওয়া চেয়েছিলাম, তাতে তিনি ফয়সালা করেছেন। তিনি আরও বললেন, আমার কাছে দুইজন ফেরেশতা এসেছিলেন। একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসেছিলেন। একজন আরেকজনকে বললেন, এই মানুষটি যাদুর শিকার হয়েছে? অন্যজন বললেন, হ্যাঁ। তারপর প্রথমজন জিজ্ঞেস করলেন, কে তাকে যাদু করেছে?

তিনি বললেন, এটা করেছে লবীদ ইবনুল আ'সাম। জিজ্ঞাসা করা হলো, যাদু কোথায় আছে? তিনি বললেন, এটি একটি চিরুনির দাঁত ও চুলের মাঝে এবং একটি পুরুষ খেজুরের খোলের ভেতর রাখা হয়েছে। আবার প্রশ্ন করা হলো, এটি কোথায় আছে? তিনি বললেন, এটি একটি কূপে রাখা আছে যার নাম যু আরওয়ান।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি সেই বাগানে প্রবেশ করলাম এবং কূপের মুখ বন্ধ করার নির্দেশ দিলাম। তবে আমি কূপ থেকে সেই জিনিসটি বের করতে অপছন্দ করলাম, যাতে মানুষের মধ্যে কোনো ফিতনা বা অনিষ্ট ছড়িয়ে না পড়লে।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ আমাকে দেখিয়েছেন এবং আমার ওপর সূরা ফালাক নাজিল করেছেন:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

এই সূরা দ্বারা আল্লাহ আমাকে সেই ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন। (বুখারী কিতাবুত তিব্বী)

(২) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেছেন, যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চায় এবং মানুষের অমঙ্গল থেকে বাঁচতে চায়, সে যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় পড়ে:কুল আউযু বিরাব্বিন্ নাস' থেকে শেষ পর্যন্ত।

(৬) যাদুর চিকিৎসায় একটি উপকারী পদ্ধতি

ইবনে আবি হাতিম ও আবুশ শায়েখ লাইস ইবনে আবি সুলায়েম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমাকে জানানো হয়েছে যে এই আয়াতসমূহ আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে যাদুর চিকিৎসায় শেফা দেয়। এগুলো একটি পাত্রে পানির ওপর পড়ে যাদুক্রান্ত ব্যক্তির মাথার ওপর ঢেলে দিবে। আয়াতগুলো হলো:

১. সূরা ইউনুসের এই আয়াত:

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

অতঃপর তারা যখন তাদেরটা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললেন, তোমরা যা আনলে তা তো যাদু! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে সংশোধন করেন না। আর আল্লাহ নিজ কালামের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

২. সূরা আ'রাফের আয়াত:

﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করত, তা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। তখন তারা পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল। আর যাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা সারা জাহানের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। মূসা ও হারূনের রবের প্রতি। (সূরা আ'রাফ: ১১৮-১২২)

৩. সূরা ত্বাহার আয়াত:

﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتى﴾

তারা যা করেছে, তা তো যাদুকরের চক্রান্ত। আর যাদুকর কখনো সফল হয় না, সে যেখানেই থাকুক না কেন। (সূরা ত্বাহা: ৬৯)

তাসফিরে ইবনে কাসির (২/৪২৭)

যাদু নষ্ট করার রুকইয়াহ

মালিক নাফি থেকে, তিনি ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন: আমাকে জাদু করা হয়েছিল, যার ফলে আমার হাত ও পা মুচড়ে গিয়েছিল (অথবা শক্ত হয়ে গিয়েছিল)। তখন আমি আমার হাতের তালুতে পড়লাম এবং আমি আমার হাতে ফুঁ দিলাম এবং তা আমার শরীরের উপর মুছে দিলাম। এরপর মনে হলো যেন আমি বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েছি।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِكُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَكَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِكُوۡنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ﴿۲۴﴾

(খাওয়াস্‌সুল কুরআন পৃ.৬২)

তৃতীয় অধ্যায়

বদ-নজরের রুকইয়াহ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾ اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ﴿۷﴾ (সূরা ফাতেহা ৭ বার)

یَكَادُ الۡبَرۡقُ یَخۡطَفُ اَبۡصَارَهُمۡ ؕ كُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمۡ مَّشَوۡا فِیۡهِ ۬ۙ وَ اِذَاۤ اَظۡلَمَ عَلَیۡهِمۡ قَامُوۡا ؕ وَ لَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ وَ اَبۡصَارِهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۲۰﴾ (সূরা বাকারা ২০)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾(সূরা বাকারা ২৫৫)

فَسَیَكۡفِیۡكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۱۳۷﴾ (সূরা বাকারা ১৩৭)

اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡهِ مِنۡ رَّبِّهٖ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنۡ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوۡا سَمِعۡنَا وَ اَطَعۡنَا ۫ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیۡكَ الۡمَصِیۡرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَ عَلَیۡهَا مَا اكۡتَسَبَتۡ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِیۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحۡمِلۡ عَلَیۡنَاۤ اِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهٗ عَلَی الَّذِیۡنَ مِنۡ

قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۫ وَ اغْفِرْ لَنَا ۫ وَ ارْحَمْنَا ۫ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾ (সূরা বাকারা ২৮৫-২৮৬)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۷﴾ (সূরা ইউনুস ৫৭)

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾ (সূরা বনী ইসরাইল ৮২)

يٰقَوْمَنَاۤ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۱﴾ (সূরা আহকাফ ৩১)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾ -২২-২৪)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ﴿۴﴾(৪-৩ সূরা মুল্ক)

﴿۵۰﴾ وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۵۱﴾ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۲﴾ (সূরা কলাম ৫১-৫২)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِىَ دِيْنِ ﴿۶﴾ (সূরা কাফিরুন)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾(সুরা এখলাস তিন বার)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾ (সূরা ফালাক তিন বার)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾ (সূরা নাস তিন বার)

এই রুকইয়াহটি নেওয়া হয়েছে الرقية الشرعية لابطال العين و السحر والتلبس واعلاج من الامراض الحسية এর ২০২ পৃষ্ঠা থেকে।

শেষ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে আমি বিভিন্ন রুকইয়াহ এর বই অধ্যায়ণ করে যে আশ্চার্য্য রুকইয়াহ পেয়েছি সে সব রুকইয়াহ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

দাঁতের ব্যথার জন্য রুকইয়াহ

মিশরে এক লোক ছিল যিনি দাঁতের ব্যথার জন্য রুকইয়াহ করতো কিন্তু এই লোক কাউকে এই রুকইয়াহ শিখাইতো না। যখন তার মৃত্যু নিকটবর্তী হলো, তখন তার কাছে যে উপস্থিত ছিল তাকে বলল কলম কালী আনো আমি তোমার জন্য লিখে দিবো ঐ রুকইয়াহ যা দ্বারা আমি মানুষের দাঁতে ব্যথার রুকইয়াহ করতাম। যাতে এর দ্বারা মানুষের উপকার হয় এবং আমি ইলেম গোপন করা থেকে মুক্তি পাই। কারণ নবী করীম (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

যে ব্যক্তি কোনো জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় এবং তা জেনেও গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। (সুনান আত-তিরমিজি: ২৬৪৯)

যার দাঁতে ব্যথার সমস্যা দেখবে তাকে এই রুকইয়াহ করবে। রুকইয়াহটি এইঃ

المص (٤) طسم () ، ، كهيعص) ، حم عسق ، اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ (٨) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ - وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ (خواص القران للغزالي ٥٤)

কিভাবে রুকইয়াহ করবে?

যে দাঁতে ব্যথা সে স্থানে হাত রেখে উপরের রুকইয়াহ পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

তিব্বে নববীতে বলা হয়েছে ব্যথা স্থানে হাত দিয়ে নিম্নের আয়াত লিখে দিবে ইনশাআল্লাহ ব্যথা চলে যাবে আয়াতটি এইঃ

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٢٣)

(সূরা মুলক ২৩)

কুরআন শরীফ ও অন্য সব এলেম মুখস্ত করার রুকইয়াহ

কালবী (রহ.) বলেন, আমার ছেলে কুরআন পড়তো না, আর যখন কিছু পড়তো ভুলে যেতো। আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন আমাকে বলল, আপনি একটা পরিষ্কার পাত্রে নিম্নের আয়াতগুলো লিখে তা যমযম পানি দ্বারা ধৌত করে আপনার সন্তানকে পান করান তাহলে সে কুরআন অন্য জ্ঞান মুখস্ত করতে পারবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُۙ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَؕ﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَۙ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴿۴﴾ اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۙ﴿۵﴾ وَّ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿۶﴾ (সূরা আর রহমান ১-৬)

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖؕ﴿۱۶﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗۚ﴿۱۷﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗۚ﴿۱۸﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗؕ﴿۱۹﴾ (সূরা কিয়ামাহ ১৬-১৯)

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌۙ﴿۲۱﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ﴿۲۲﴾ (সূরা বুরুজ ২১-২২)

(খাওয়াস্‌সুল কুরআন ৪৬)

সূরা ফাতেহা দ্বারা রুকইয়াহ

مارواه خارجة بن الصلت عن عمه قال : أتيت النبي ﷺ فأسلمتُ، ثم رجعت فمررتُ على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال اهله انا حدثنا أن صاحبك - أي النبي ﷺ - قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه به؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب فبرا، فأعطوني مائة شاة، فأتيت موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا النبي ﷺ فأخبرته، فقال: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا، قال: (خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية (حق) [إسناده صحيح رواه أحمد (٥/٢١١)، وأبو داود

হযরত খারিজা বিন সালত তার চাচার বরাতে বর্ণনা করেন: আমি নবী করীম (ﷺ)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর ফিরে যাওয়ার পথে এমন এক জাতির কাছে এলাম, যাদের মধ্যে একজন পাগল ছিল যাকে ছিকল দিয়ে বেধে রাখা হয়েছিল। তারা বলল, 'তোমার সাথী (অর্থাৎ নবী ﷺ) তো কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তোমার কাছে কি এমন কিছু আছে, যা দিয়ে তাকে আরোগ্য দিতে পার?'

আমি সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম এবং সে সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা আমাকে একশটি বকরী দিল। আমি নবী করীম (সা.) কাছে ফিরে এলাম এবং বিষয়টি নবী করিম (ﷺ)-কে জানালাম। তিনি বললেন, 'তুমি কি এর বাইরে কিছু পড়েছিলে? আমি বললাম, না।'

তিনি বললেন, নাও (এই পুরস্কার গ্রহণ কর)। আমার জীবনের শপথ, যে ব্যক্তি বাতিল ঝাড়ফুঁক দিয়ে কিছু খায়, সে তো হারাম উপার্জন করে। কিন্তু তুমি বৈধ ঝাড়ফুঁক দিয়ে উপার্জন করেছ।

সহীহ সূত্রে আহমাদ (৫/২১১) আবু দাউদ

উম্মাদ রোগের রুকইয়াহ

আমরা যারা রাকী বা মুদাব্বির আছি তারা যখন কোন কোন রুকইয়াহ বা তদবীরের বই এর মধ্যে হাদীসে বর্ণিত দুআ ব্যতিত বিভিন্ন কঠিন নিয়ম সহ কোন রুকইয়াহ ও তদবীর পাই তার উপর আমাদের এতো বিশ্বাস জন্ম নেয় যে হাদিসে বর্ণিত দুআর উপরও এই পরিমাণ বিশ্বাস জন্ম নেয় না। তাই আমাদের উচিৎ হাদিসে বর্ণিত দুআর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে রুকইয়াহ করলে সমস্যা অতিদ্রুত চলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সুরা ফাতিহা কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা যা রূহানী চিকিৎসায় বিশেষ কার্যকর। পাগল রোগ বা মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচে এর জন্য একটি সাধারণ পদ্ধতি দেওয়া হলো:

রুকইয়াহ পদ্ধতি

১. পবিত্রতা রক্ষা করুন

নিজেকে পবিত্র রাখুন। অজু করুন এবং একটি পবিত্র স্থানে বসুন।

২. ইখলাস সহকারে নিয়ত করুন

আল্লাহর কাছে রোগীর জন্য শেফা (আরোগ্য) প্রার্থনা করুন।

নিয়ত করুন যে, সুরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা রোগীর মানসিক অবস্থা উন্নত করবেন।

৩. সুরা ফাতিহা ৭ বার সুরা পাঠ করুণ।

প্রতিবার পড়ার পর রোগীর দিকে ফুঁ দিন বা আপনার হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে তা রোগীর মাথায় বা শরীরে ভোলায় দিন।

৪. পানি ও তেল ব্যবহার

একটি পবিত্র পাত্রে পানি ও আরেকটি পাত্রে অলিভ অয়েল তেল নিন।

সুরা ফাতিহা ৭ বার পড়ে ওই জল বা তেলের উপর ফুঁ দিন। এরপর রোগীকে সেই পানি পান করতে বলুন এবং তেল দিয়ে রোগীর মাথা ও কপালে মালিশ করুন।

৫. নিয়মিত প্রয়োগ:

এ প্রক্রিয়াটি প্রতিদিন সকালে এবং রাতে একবার করে করুন।

৭ দিন বা ২১ দিন, না হলে ৪১ দিন নিয়মিত চালিয়ে যান।

দোয়া এবং তাওয়াক্কুল
সবসময় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখুন এবং নিয়মিত দোয়া করতে থাকুন।

সতর্কতা:

রোগী যদি মানসিক রোগে গুরুতর অবস্থায় থাকে, তবে চিকিৎসা ও রূহানী পদ্ধতি একসঙ্গে চালানো উত্তম।

কোনো বিদআত বা ভুল আমল করা থেকে বিরত থাকুন।

এই বিষয়ে আমার লিখিত বই মু'জিজাতুশ শিফা বইটি ফলো করুন।

মাথা ব্যথার রুকইয়াহ

عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال أتيت النبي وبي وجع كاد يهلكني، فقال لي: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله - ثلاثا - وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر".قال عثمان: "ففعلت فأذهب الله عز وجل ما كان بي".

رواه مسلم: ٢٢٠٢، أبو داود: ٣٨٩١، الترمذي: ١٠٨٠، ابن ماجه: ٣٥٢٢(

উসমান ইবনে আবু আল-আস আস-সাকাফি (রাযি.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গেলাম। আমার শরীরে এমন একটি ব্যথা ছিল যা আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিচ্ছিল। তখন নবী করীম (সা.) আমাকে বললেন, 'তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যথা রয়েছে, সেখানে তোমার হাত রাখো এবং তিনবার বলো: বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে) এবং এরপর সাতবার বলো: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (আমি আল্লাহ এবং তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় চাই, যা কিছু আমি অনুভব করছি এবং যেটিকে আমি ভয় করছি তার ক্ষতি থেকে)।

উসমান (রাযি.) বলেন, "আমি তা করলাম, এবং আল্লাহ তাআলা আমার থেকে ব্যথা দূর করে দিলেন।

যে কোন ব্যথা দূর করতে রুকইয়াহ করার পন্থা

(১) ব্যথা স্থানে হাত রেখে তিন বার পাঠ করবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

তারপর সাত বার পাঠ করবে।

أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

আউ'যু বিল্লাহি ওয়া ক্বুদরাতিহি মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু

আমার পরিক্ষিত ব্যথা দূর করার পন্থা

(২) উপরের দুআটি এক পিচ কাগজে জাফরান কালী দ্বারা লিখে শরিষার তেল বা কালোজিরার তেলে ভিজিয়ে তার মধ্যে হালকা করে লবণ দিয়ে যে কোন ব্যথার জন্য দিনে দুই বার করে ভালো ভাবে মালিশ করলে ব্যথা দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

وعن عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله أعوده و به من الوجع ما يعلمه الله تبارك وتعالى شدة، ثم دخلت عليه من العشي وقد برأ أحسن برء، فقلت له: دخلت عليك غدوة، وبك من الوجع ما يعلم الله شدة، ودخلت عليك العشية وقد برأت !! فقال: يا ابن الصامت إن جبريل رقاني برقية برأت ألا أعلمكها ؟ قلت: بلى، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، واسم الله يشفيك [رواه أحمد (٥/٣٢٣) انظر مجمع الزوائد (٥/١١٠

উবাদাহ ইবন আস-সামিত (রাঃ) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে গেলাম তাঁকে দেখতে, যখন তিনি এমন এক তীব্র যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যা আল্লাহ তাআলাই জানেন। পরে বিকেলে আমি আবার তাঁর কাছে গেলাম এবং দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন, আগের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায়। তখন আমি বললাম: আমি সকালে আপনার কাছে আসলাম এবং দেখলাম আপনি এমন যন্ত্রণায় ছিলেন যা আল্লাহ জানেন। কিন্তু বিকেলে এসে দেখি আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন! তিনি বললেন: হে ইবন আস-সামিতজিবরাইল (আঃ) আমাকে একটি রুকইয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করেছেন, যার কারণে আমি আরোগ্য লাভ করেছি। তুমি কি এটি শিখতে চাও? আমি বললাম: "হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন:

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَسَدِ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ، وَاسْمُ اللَّهِ يَشْفِيكَ

বিসমিল্লাহি আরক্বীক মিং কুল্লি শাইইয়িন ইউ'ধীক, মিন হাসাদিন কুল্লি হাসিদিন, ওয়া আইনিন, ওয়াসমুল্লাহি ইয়াশফীক।

দুআর অর্থঃ

আল্লাহর নামে আমি তোমার ঝাড়ফুঁক করছি, যা কিছু তোমাকে কষ্ট দেয় তার থেকে, প্রতিটি হিংসুকের হিংসা এবং চোখের বদনজর থেকে। আর আল্লাহর নামই তোমাকে আরোগ্য দান করবে।

সিজদার মধ্যে যা চাবে তা পাওয়ার রুকইয়াহ

নাফি (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: যখন তোমরা কোনো খারাপ অবস্থা বা অভাব দেখবে, তখন তোমাদের কেউ যেন সেজদা করে এবং সেজদায় সে যেনো বলে,

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۶﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۫ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾-২৬ (সূরা আলে ইমরান ২৭)

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْتَ اللَّهُ أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، تَجَبَّرْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ وَتَعَالَيْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ، وَتَعَاظَمْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثِيلٌ، وَقَهَرْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ ضِدٌّ، وَتَكَرَّمْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ وَزِيرٌ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَرْهَبُكَ جَمِيعُ خَلْقِكَ، لَا عَيْنٌ تَرَاكَ، وَلَا يُدْرِكُكَ نُورٌ، يَا اللَّهُ اقْضِ حَاجَتِي--------

এই হাজাতী এই শব্দের পরে আপনি যে উদ্দেশ্যে এই আমল করেছেন তা উল্লেখ করবেন।

(খাওয়াস্সুল কুরআন পৃ.৬১)

চোখের রোগে রুকইয়াহ

عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ أَوْ أَصْحَابِهِ، دَعَا بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ : اَللَّهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِبَصَرِيْ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّيْ، وَأَرِنِيْ فِي الْعَدُوِّ ثَأْرِيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيْ. (رواه الحاكم: ٤/٤١٣-٤١١)

আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বা তাঁর পরিবারের কারও, অথবা সাহাবিদের কারও যদি চোখের কোনো সমস্যা (রমদ) হতো, তখন তিনি এই দোয়াটি করতেনঃ

: اَللَّهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِبَصَرِيْ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّيْ، وَأَرِنِيْ فِي الْعَدُوِّ ثَأْرِيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيْ.

যেভাবে রুকইয়াহ করবে

যদি কারো চোখে সমস্যা দেখা দেয় তাহলে নিম্নের দুআটি এক বার পাঠ করে রোগীর চোখে ফুঁক দিবেন এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে দুই বার করে খাবে। আশা করা যায সমস্যা দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

اَللَّهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِبَصَرِيْ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّيْ، وَأَرِنِيْ فِي الْعَدُوِّ ثَأْرِيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيْ.

আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিবাসারী, ওয়াজআলহুল-ওয়ারিসা মিন্নী, ওয়া আরিনি ফিল আদুউই ছা'রী, ওয়ানসুরনী আলা মান যালামানী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার চোখের দৃষ্টি সুস্থ রাখুন এবং আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটি অটুট রাখুন। আমার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ দেখতে দিন এবং যারা আমার উপর জুলুম করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

সহজে বাঁচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার রুকইয়াহ

ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যদি কোনো নারীর সন্তান প্রসব করতে অসুবিধা হয়, তাহলে তার জন্য এই দোয়াটি লিখে দিনঃ

بِسْمِ اللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

(সূরা আন-নাযিয়াত: ৪৬)

وَكَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

(সূরা আহকাফ: ৩৫)

আসওয়াদ ইবনে আমের (রহ.) বলেন, একটি পবিত্র পাত্রে লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে পান করবে।

আর জাহাবী (রহ.) বলেন, পান করবে এবং পেটের উপর ছিটিয়ে দিবে।

স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত বৃদ্ধির রুকইয়াহ

হাসান বসরি (রহ.)-এর থেকে বর্ণিত, তাঁকে একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে কিন্তু তার প্রতি মনোযোগ দেয়নি বা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি। তখন তিনি বললেন, তোমরা দুটি সিদ্ধ ডিম আনো। তখন ডিম আনা হলো, তিনি একটি ডিমের উপর লিখলেন।

وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ﴿۴۷﴾

এটি পুরুষকে খেতে দিলেন। আর নিম্নের আয়াতটি লিখে মহিলাকে খেতে দিলেন।

وَ الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ﴿۴۸﴾

তারা উভয়ে খাওয়ার পরে, তাদেরকে বললেন তোমরা মানুষের যে চাহিদা তা পূরণ করো এরপরে তাদের মন থেকে একে ওপরের প্রতি যে অনিহা ভাব তা চলে গেলো এবং তাদের যৌনশক্তি বৃদ্ধি পেলো। (খাওয়াসসুল কুরআন ৬৫)

জিনে আছর করলে শক্তিশালি রুকইয়াহ

ইবনে কুতাইবা বলেন: হামদানের এক শায়েখ আমাকে এক ঘটনা বলেছিলেন। তিনি বললেন, "একবার একটি মেয়েকে জিনে আক্রমণ করেছিল। আমি স্বপ্নে এক ফেরেশতাকে দেখলাম, যার দশটি ডানা ছিল এবং আমি এমন সৌন্দর্য আগে কখনো দেখিনি। তিনি আমাকে বললেন, 'আল্লাহর কিতাবে এই জিনরাক্রান্ত রোগীর জন্য আরোগ্য আছে।' আমি

বললাম, 'এটি কী, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন?' তিনি বললেন, সকালে তার উপর এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করো:

قُلِ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (সূরা ইউনুস ৫৯)

"يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ (সূরা আর রহমান ৩৩-৩৫)"

قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (সূরা মুমিনুন ১০৮)

তিনি বললেন, এটি সেই কুরআনের আয়াত, যা কোনো মানব বা জিনের পক্ষে স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। আমি ঘুম থেকে জেগে এই আয়াতগুলো মুখস্থ করলাম এবং মেয়েটির উপর তা পাঠ করলাম।

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে উঠে পড়ল এবং তার মুখ ঢেকে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন! আমার কী হয়েছিল? আমি বললাম, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও আরোগ্য তোমার জন্য। এরপর থেকে সে আর কখনো অসুস্থ হয়নি।

(খাওয়াসসুল কুরআন ৭০)

কারো প্রেমে আসক্ত হলে মুক্তি পাওয়ার রুকইয়াহ

ইবনে কুতাইবা বলেন, আমি ছোটবেলায় একজন সুফি পীরের দিকে তাকালাম এবং তাকে বললাম, "হে পীর সাহেব! আপনি একজন সত্যবাদী ও নাসীহ ব্যক্তি। আপনার যুগে যে ভালোবাসা আপনি দেখেছেন তা আমাদের জানান। কেননা, আপনার যুগ ছিল দীর্ঘ।

তিনি বললেন, ছোটবেলায় আমি এক নারীর দিকে তাকিয়েছিলাম, তারপর আমার মধ্যে এমন কিছু অনুভূতি জন্মেছিল যা একজন মানুষের মনে হতে পারে। আমি সেদিন রাত পর্যন্ত শান্তি পাইনি এবং আমার রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তি দেখতে পেলাম, যিনি আমাকে বললেন, তুমি এমন কিছু আয়াত দিয়ে নিজেকে রুকইয়াহ করো যা কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কী? তিনি বললেন:

﴿٢٧﴾ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ (সূরা ইব্রাহীম ২৭)

وَ لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًاۗ ﴿٧٤﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾ (সূরা ইসরাইল ৭৪-৭৫)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ ﴿٤٥﴾ (সূরা আনফাল ৪৫)

আমি এই আয়াতগুলো পড়তে শুরু করলাম, এবং যেন আমার উপর থেকে কোনো বাঁধন খুলে গেল অথবা আমি কোনো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে চলে আসলাম।

যেভাবে রুকইয়াহটি প্রয়োগ করবেন

যদি কোন ছেলে বা মেয়ে কারো প্রেমে পড়ে এবং তার পরিবার বা সে নিজে যদি চায় এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে তাহলে উপরের রুকইয়াহটি পাঠ করে রোগীকে শোনাবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীকে দিনে দুই বার করে খাওয়াবেন তাহলে সমস্যা কিছু দিনের মধ্যে দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কোন ছেলে বা মেয়ে প্রেমে পড়লে নবীজি (সা.) করতে বলেছেন

ভালোবাসা একটি রোগের মতো, যার বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা রয়েছে। যদি এই ভালোবাসা এমন হয় যে, প্রিয়জনের সাথে বৈধ এবং সঠিক পন্থায় মিলন সম্ভব, তবে সেটাই হলো এর চিকিৎসা। সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

হে যুবক সমাজ! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে। কারণ রোজা তার জন্য প্রবৃত্তির বাঁধা হিসেবে কাজ করবে।

(সহীহ বুখারি: ১৯০৫

এতে রাসূল ﷺ ভালোবাসার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি (অধিক প্রেমাসক্ত) কে দু'টি চিকিৎসার দিকে নির্দেশ দিয়েছেন:

১. বিবাহ।

২. রোজা।

বিবাহ হলো মূল চিকিৎসা এবং রোজা হলো বিকল্প চিকিৎসা। যতক্ষণ মূল চিকিৎসা সম্ভব, ততক্ষণ বিকল্প চিকিৎসার দিকে ঝোঁকা উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দুই প্রেমিকের জন্য বিবাহের মতো উত্তম কিছু নেই। (ইবনে মাজাহ: ১৮৪৭, হাকিম: ২/১৬০)।

জিনে আছর করলে চমৎকার একটি রুকইয়াহ

ইবনে কুতাইবাহ (রহ.) বর্ণনা করেন: বনি তামিমের এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, আমার একটি দাস ছিল এবং আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। একদিন তাকে রাতে পাঠালাম চামড়া কিনতে। কিন্তু সে সূর্যাস্তের সময়ে অন্য শিশুদের সাথে খেলতে গেল এবং সেখানে জিনে তাকে আছর করে। তাকে আমার কাছে নিয়ে আসা হলো। আমি তাকে বললাম: হে এই লোক! তুমি আমার সন্তানের সাথে কী করেছ? তখন জিন স্পষ্ট ভাষায় বলল: এটি আমাদের নির্জনতার সময়। তুমি কি জানো না যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সূর্যাস্তের সময়ে তোমাদের সন্তানদের সংরক্ষণ কর?

আমি বললাম: হ্যাঁ, আমি জানি। সে বলল: তাহলে কেন তাকে বাইরে খেলতে পাঠিয়েছিলে?

আমি বললাম: আমি তাকে শুধু চামড়া কেনার জন্য পাঠিয়েছিলাম।

সে বলল: اُخْرُجْ مِنْهُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

তারপর সে চিৎকার করে বলল: আগুন! আগুন! তারপর সে রোগীর শরীর থেকে বের হয়ে গেলো এবং রোগীটি সুস্থ হয়ে গেল।

যেভাবে রুকইয়াহ করা যেতে পারে

(১) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নের দুআ পাঠ করবে।

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

উচ্চারণ:

বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম, এবং (আমার) কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে:

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

তখন তাকে বলা হয়, তুমি নিরাপদে থাকবে এবং রক্ষা পাবে। এবং শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়। (আবু দাউদ (৫০৯৫)

অনেক রোগীর শরীরে হাজির হওয়া জিনদের থেকে আমরা এমন কথা শুনি

২০১৫ সালের কথা আমি গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় ইফতা পড়ি পাশাপাশি মাদ্রসায় যে রোগীগুলো আসে তা আমি দেখতাম কারণ তখন মাদ্রাসায় তেমন কোন রাকী ছিলো না। ফলে এক দিন এক লোক এসেছে তার মেয়ের চিকিৎসার জন্য। জিজ্ঞাসা করলাম কি সমস্যা আপনার মেয়ের? সে বলল হুজুর আমার মেয়ে এই মহিলা শাখায় পড়া-লেখা করে কিছু দিন ধরে আমার মেয়ের জবান বন্ধ হয়ে যায় ফলে কথা বলতে পারে না। তখন খালামনিদের কাছে লেখে দেয় যে, আমি কথা বলতে পারতেছি না আমার বাড়িতে একটু জানান তখন তারা আমাকে খল দিলে আমি হুজুরদের কাছ থেকে পানি পড়াব ঝাড়-ফুঁক দিলে দুই এক দিন পর জবান খুলে যায়। এখন আপনার কাছে আসছি এর একটা স্থায়ী সমাধান চাই। আমি জিন হাজির করার পর তার সাথে কথা বল্লাম যে, তুমি রোগীর কাছে কেনো আচ্ছো? সে বলল সন্ধার সময় রোগী মাথার চুল খুলে মাদ্রাসায় যাচ্ছিল ফলে আমার ওকে দেখে পছন্দ হয় তাই ওর শরীরে হাজির হয়েছি। পরে আমি তাকে শাস্তি দিয়ে রোগীর শরীর থেকে বিদায় করে দেই। এই রুপ আরো বহু রোগীর জিনের সাথে কথা হয়েছে যাদের জিন বাহিরে বের হওয়ার কারণে হয়েছে।

তাই নবীজি (সা.) এর শিখানো রুকইয়াহ এর উপর আমল করে আপনি ঘর থেকে বের হলে আপনাকে জিনে আছর করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

(২) যে রোগীদের ভিতর থেকে কথা কথা উঠে আসে বা যারা মনে করে যে জিন তাদের ভিতরে বসবাস করে তারা বেশি বেশি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পাঠ করলে জিন তার ভিতর থেকে বের হতে বাধ্য হবে ইনশাল্লাহ।

কারণ আবু জাওযা বলেন: যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সেই আল্লাহর কসম!

'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলার মাধ্যমে শয়তান মানুষের হৃদয় থেকে দূরে সরে যায়। এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন:

وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤی اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا﴿۴۶﴾

তুমি যখন তোমার রবের কথা একা উল্লেখ করবে, তখন তারা পিছু হটে যায়। (সূরা ইসরা: ৪৬)

(খাওয়াস্সুল কুরআন ৭২)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ এর একটি চমৎকার রুকইয়াহ

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, তোমার উম্মতকে বলে দাও, তারা যেন সকালবেলা দশবার, সন্ধ্যাবেলা দশবার এবং ঘুমানোর সময় দশবার لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই) পড়ে। এতে তাদের উপর থেকে পৃথিবীর বিপদ দূর হবে, ঘুমানোর সময় শয়তানের কুমন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাবে সন্ধ্যাবেলা এবং সকালে আমার প্রবল রোষ থেকে মুক্ত থাকবে। (সূত্র: আল-দেইলামি ফিল ফিরদাউস, ৫/২৪৮)

ইফরিত জিন থেকেও মুক্তি পাবে আয়াতুল কুরছির রুকইয়াহ দ্বারা

ইবনে কুতাইবা বর্ণনা করেছেন: একবার কা'য়াব গোত্রের এক শায়েখ আমাকে বললেন, আমি খেজুর বিক্রি করার জন্য বসরায় গিয়েছিলাম। সেখানে থাকার জন্য কোনো বাসস্থান খুঁজে পাইনি। অবশেষে একটি বাড়ি পেলাম, যার দরজায় মাকড়সার জাল বিস্তৃত ছিল। আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এ বাড়ির কী অবস্থা? তারা বলল, এটি পরিত্যক্ত। আমি বললাম, তাহলে এর মালিক কোথায়? তারা বলল, এই তো সামনে। আমি মালিকের কাছে গিয়ে বললাম, আপনার বাড়ি ভাড়া দেবেন? তিনি বললেন, যাও নিজের কষ্ট বাড়িয়ো না। ওই বাড়িতে এক জিন বাস করে। সে সেখানে যে কাউকে আটকিয়ে রাখে এবং ধ্বংস করে দেয়।

আমি বললাম, আপনার বাড়ি আমাকে ভাড়া দিন। আমি সেখানে থাকব। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। তিনি রাজি হলেন। বাড়িটি ভাড়া নিয়ে আমি সেখানে উঠলাম। রাত হল। তখন একটি অন্ধকারের মতো কালো আকৃতির জিন আমার কাছে আসল। তার চোখ দুটো যেন আগুনের শিখার মতো। সে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। তার চলার শব্দ ছিল গা শিউরে ওঠার মতো। আমি তখন পড়া শুরু করলাম:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (আয়াতুল কুরসি)।

আমি যখনই তাকে আয়াতটি পড়ে শুনাচ্ছিলাম, সে একই আয়াত পাঠ করছিল। তবে যখন আমি পড়লাম: وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيم (আয়াতুল কুরসির শেষাংশ)

সে চুপ হয়ে গেল এবং আর আমার কাছে আসতে পারল না। আমি বারবার এটি পড়তে থাকলাম। অবশেষে সেই কালো অন্ধকারটি সম্পূর্ণরূপে চলে গেল। আমি ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিয়েছিলাম এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এরপর ঘুম থেকে জেগে দেখি সেই জায়গায় যেখানে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেখানে আগুন লেগেছে এবং চারপাশে ছাই পড়ে রয়েছে। পরে স্বপ্নে একজনকে দেখলাম, তিনি আমাকে বললেন: তুমি এক বিশাল আফরিতকে পুড়িয়ে দিয়েছ। আমি বললাম, আমি কীভাবে তাকে পুড়িয়ে দিলাম? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার বাণী: 'ولا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ' (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৫৫) পাঠ করার মাধ্যমে। (اكام المرجان في حكام المرجان)

যা বুঝে আসছে

রোগীর শরীরের জিন যতো শক্তিশালিই হোক তাকে দূর্বল করার জন্য আয়াতুল কুরছি বার বার পাঠ করে রোগীকে শোনাতে থাকলে জিন রোগীর শরীর থেকে চলে যেতে বাধ্য হবে না হলে জ্বলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মানুষের ঘর থেকে জিন তাড়ানোর রুকইয়াহ

কখনো কখনো জিনেরা মানুষের ঘরে অবস্থান করে এবং তাদের জন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে প্রথমেই তাদের সতর্ক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে: নিঃসন্দেহে এই বাড়িগুলোতে জিনেরা বাস করে। তোমরা যদি তাদের উপস্থিতি

অনুভব করো, তাহলে তিনবার তাদের বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দাও। (সহীহ মুসলিম: ২২৩৬)

কি বলে জিনদেরকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিবে

(১) একটি দুর্বল হাদিসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে তাদের বলা যেতে পারে: আমরা তোমাদের নুহ (আ.) ও সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)-এর চুক্তির মাধ্যমে অনুরোধ করছি, আমাদের ক্ষতি করো না। (আবু দাউদ: ৫২৬০; তিরমিজি: ১৪৮৫; বাগাবি: ১৯৪/১২)

(২) ইবনে হাবিব বলেন, নবী (সা.) বলেছেন: আমি তোমাদের সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)-এর চুক্তির কসম দিচ্ছি, আমাদের ক্ষতি করো না এবং আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ো না।

(৩) ইমাম মালেক বলেন, তিনবার বলতে হবে: আমি আল্লাহ ও পরকালের শপথ করে বলছি, আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ো না এবং আমাদের ক্ষতি করো না।

(শরহুন নববী: ২৩৩/১৪)

এ বিষয়ে আরো তথ্য দেখতে পারেন: ইবনুল আরাবির 'আহকামুল কুরআন' (১৮৬৬/৪)

নির্দেশ দেওয়ার পরে যা করতে হবে

(১) এরপর ঘরে সুরা বাকারা পড়বে। হাদিসে এসেছে: তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না। যে ঘরে সুরা বাকারা পাঠ করা হয়, সেখানে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। (সহীহ মুসলিম: ৭৮০; তিরমিজি: ২৮৭৭; আহমদ: ২৮৪/২, ৩৩৭, ৩৭৮, ৩৮৮)

(২) বারবার আয়াতুল কুরসি পাঠ করার মাধ্যমে জিনকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিবে।
(মুস্তাদরাক লিল হাকেম: ২৫৯/২)

(৩) ঘরে আযান দিবে।

হাদিসে বলা হয়েছে: যখন মুয়াজ্জিন আযান দেন, তখন শয়তান পিছু হটে যায় এবং এমন শব্দ করে যেন তার পেট থেকে আওয়াজ বের হয়, যাতে সে আযানের শব্দ শুনতে না পারে।

(সহীহ বুখারি: ৫১৬; নাসাঈ: ২১/২-২২; মালেক: ৬৯; আহমদ: ৩১৩/২, ৪৬০)

ইবন আবি দুনিয়া তার 'ইসরাফ ফি মানাজিলুল আশরাফ' (৪৩৭) গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন: যখন জায়েদ ইবনে আসলাম বনী সুলাইম অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সেখানকার লোকেরা জিনদের বিরক্তিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগ করে। তিনি তাদের ঘনঘন আযান দিতে বলেন। এর ফলে তারা আর জিনদের কোনো উৎপাত দেখতে পেত না।

রাতে ঘুমালে যারা চিৎকার করে এবং ঘুমে যাদের জিনের সমস্যা হয় তাদের জন্য রুকইয়াহ

ইবনে কুতাইবা বর্ণনা করেন: একজন মিশরীয় শায়েখ আমাকে বলেছিলেন যে, আমি আরবদের একটি গোত্রে অতিথি ছিলাম। তারা আমাকে খুব সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন করেছিল। রাতে যখন তাদের এক ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে পড়ল, সে চিৎকার করে উঠল, পরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং মাটিতে পড়ে গেল। আমি তার পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম: এর কী হয়েছে? তারা বলল: এটাই তার অবস্থা যখন সে ঘুমায়। তখন আমার মনে হলো তাকে কুরআনের একটি আয়াত পড়ে শুনাই:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا...﴾ (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৫৪)

এই আয়াত পড়ার পর সেই ব্যক্তি সুস্থ বোধ করল এবং আর কখনো তার ওই অবস্থা হয় নাই।

এই আয়াতের ফজিলত

(১) ইবনু আবী হাতিম কা'ব ইবনু উজরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন: যখন এই আয়াত নাযিল হলো, একটি বিশাল কাফেলা দেখা দিলো, যাদের মনে হচ্ছিল তারা আরবের লোক। তারা জিজ্ঞাসা করল: তোমরা কারা? তারা বলল: আমরা জিন। আমরা মদীনা থেকে বের হয়ে এসেছি। আমাদেরকে এই আয়াত বের করে দিয়েছে।

(সূত্র: الدر المنثور (٣/٩١), لقط المرجان (পৃ. ১০৮)

(২) তাফসীরে আবু শাইখ-এ এসেছে: যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় আল্লাহ তাআলার এই বাণী وإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض (আরাফ: ৫৪) তিলাওয়াত করবে, তার উপর একটি ফেরেশতা তার পাখা মেলে রাখবে সকাল পর্যন্ত এবং চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(সূত্র: الدر المنثور (٣/٩١), لقط المرجان (পৃ. ১০৯)

রুকইয়াহটি যেভাবে করবে

যাদের রাতে জিনের সমস্যা হয় তারা অবশ্যই আয়াতটি মুখস্ত করে নিবে এবং রাতে পাঠ করে ঘুমাবে। তাহলে আশা করা যায় তাদের জিনের সমস্যা দুর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যারা নিজেরা পাঠ করে তেমন ফায়দা পাচ্ছেন না। তারা একজন রাকীর মাধ্যমে রেকর্ড করিয়ে প্রতিদিন রাতে ৫ থেকে ১০ মিনিট শুনে ঘুমাবে ইনশাআল্লাহ তার সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

যে রুকইয়াহ দ্বারা রাক্বী নিজের হিসার করবে

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সকাল হতো এবং সূর্য উদিত হতো, তখন বলতেন:

طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَانْتَشَرَ خَلْقُ اللَّهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ،لَنْ تَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلٰهًا، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

বাংলা উচ্চারণ:

তালাআতিশ শামসু বি ইযনিল্লাহি, ওয়ানতাশারা খলকুল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুনা, রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি,লান তাদ'উ মিং দুনিহি ইলাহান, লাক্বদ কুলনা ইযান শাতটা

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় এই কথাগুলো বলবে, সে তার দিনটিতে আশঙ্কাজনক সবকিছু থেকে নিরাপদ থাকবে এবং সে দিন তার জন্য বরকতপূর্ণ হবে।

(২) আমাদের সম্মানিত শাইখ ইমাম আল-কাইয়াল (রহ.) এই দোয়াটি বলতেন এবং এর শেষে আরও যোগ করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَهَذَا اليَوْمُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، فَاكْفِنَا شَرَّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ

উচ্চারণ:

আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদুকা, ওয়া হাযাল ইয়াওমু খালকুম মিন খালকিকা, ফাকফিনা শার্‌রা খালকিকা আজমাঈন।

এবং সূরা নাস,

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِۙ الْخَنَّاسِۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴿۶﴾

(খাওয়াস্সুল কুরআন ৭৮)

যে কোন রোগের জন্য কুরআনের বিশেষ রুকইয়াহ

বর্ণিত আছে যে, বাগদাদে এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে রাকী বলা হতো, এবং তিনি বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করতেন। একদিন তাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন: আপনি কি এর সম্পর্কে কিছু জানেন? কারণ আমি আপনার হাতে অনেক ধরণের রোগীকে সুস্থ্য হতে দেখেছি।

রাকী উত্তর দিলেন: রুকইয়াহ একটাই, আর সুস্থতাদাতা আল্লাহ তাআলা। তারপর তিনি বললেন: তুমি কুরআন থেকে এই আয়াতটি পড়ো:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: এবং আমরা কুরআন থেকে এমন কিছু নামিয়েছি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় এবং রহমত।

প্রশ্নকারী রাকীকে বললেন, এর থেকে ভালো কিছু কি আপনার কাছে আছে? তারপর ঐ ব্যক্তি মারা যান, এবং সেই লোকটি রাকীকে স্বপ্নে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন: "আল্লাহ তোমার সাথে কী করেছেন? সে উত্তর দিল: আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন, কারণ আমি কুরআনকে সম্মান দিয়েছিলাম। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৮১)

রুকইয়াহ যেভাবে করবে

যে সমস্ত রোগী কোন ভাবেই সুস্থ হচ্ছে না, তাহেল তাদের জন্য এই আয়াত এখলাসের সাথে পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে খাওয়াবে এবং এই আয়াত পাঠ করে রোগীর শরীরে ফুঁক দিবে এবং রেকর্ড করে দিবে রোগী বার বার শুনতে থাকবে তাহলে সমস্যা সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ।

প্যারালাইসিস রোগের জন্য রুকইয়াহ

ইবন কুতাইবা (রহ.) বলেছেন: আমি একদল লোকের সাথে হজ্জে গিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে একজন প্যারালাইসিস রোগী ছিল। আমি তাকে দেখলাম কাবা ঘরের চারপাশে চলাফেরা করছে, কিন্তু সে প্যারালাইসিসে শিকার ছিল না। আমি তাকে বললাম: "আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন, কীভাবে তোমার রোগ সেরে গেছে, আর তুমি প্যারালাইসিস থেকে কিভাবে সুস্থ হলে? সে বলল: আমি যমযমের কূপে গিয়েছিলাম এবং তার পানি থেকে কিছু গ্রহণ করেছিলাম। তারপর আমি একটি কলম দিয়ে লিখলাম

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴿۲۴﴾

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

এরপরে বল্লাম হে আল্লাহ আপনার নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, যে উদ্দেশ্যে যমযমের পানি পান করা হয় তা পূর্ণ হয়। আর কুরআন আপনার কথা আমাকে সুস্থ করুন আপনার দয়ায়। তারপর আমি এই লেখা যমযমের পানিতে মিশিয়ে পান করি ফলে আমার হাত ও পায়ের ব্যথা দূর হয় এবং আমি প্যারালাইসিস থেকে মুক্তি পাই। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৮৩-৮৪)

যেভাবে রুকইয়াহ করবে

আমার বুঝে আসছে যে, যদি কেই এখলাসের সাথে উপরের আয়াতগুলো জাফরান কালী দিয়ে লিখে যমযমের পানিতে ভিজিয়ে দিনে দুই বার করে পান করতে তাহলে আশা করা যায় অতিদ্রুত তার প্যারালাইসিস সমস্যা সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ।

শরীরের মধ্যে পোকার হাটা চলা অনুভন হলে বা কানে পোকা গেলে রুকইয়াহ

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তার কিতাব খাওয়াস্সুল কুরআনের ৮৪ নাম্বার পৃষ্টায় উল্লেখ করেছেন, একজন আরব শায়েখ আমাকে বললেন: আমি এক রাতে হেরেম শরীফে ছিলাম, হঠাৎ একটি টিক (قراد) আমার কানে প্রবেশ করল এবং তা নাড়া দিতে থাকল, ফলে আমার মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে গেল, এবং আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তখন একজন বিদেশী ব্যক্তি কাছে এসে বসলেন এবং আমাকে প্রশ্ন করলেন: আপনার কি সমস্যা? আমি তাকে ঘটনা বললাম, তখন তিনি বললেন: আমাকে যমযমের পানি (زمزم) এনে দিন। আমি তা নিয়ে এসে তাকে দিলাম। তিনি তার উপর সূরা আলে ইমরান এর দশটি আয়াত পড়লেন এবং সূরা

হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে তাতে ফুঁক দিয়ে আমাকে পান করার নির্দেশ দিলেন, আমি তা পান করলাম। পানি আমার পেটে পৌঁছানোর সাথে সাথে টিকটি আমার কানে থেকে বের হয়ে গেল, তারপর আমি তা মেরে ফেললাম এবং ওই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে চাইলাম, কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাইনি।

আমি রাকী হিসাবে যা বুঝেছি

এটা যদিও হঠাৎ কানে একটা পোকা প্রবেশের ঘটনা কিন্তু আমি মনে করি যে সমস্ত রোগীদের শরীরে জিন পোকার মত হাটা চলা করে বহু চিকিৎসা করে কোন উপকার হয় নাই তারাও যদি এই রুকইয়াহ পাঠ করে যমযমের পানিতে ফুঁক দিয়ে তা খেতে থাকে আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশাবাদি জিন ঐ রোগীর শরীর থেকে বের হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

রুকইয়াহটি এই

الٓمّٓ ﴿١﴾ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ وَ اَنۡزَلَ التَّوۡرٰىةَ وَ الۡاِنۡجِیۡلَ ۚ﴿٣﴾ مِنۡ قَبۡلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ اَنۡزَلَ الۡفُرۡقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیۡزٌ ذُو انۡتِقَامٍ ﴿٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخۡفٰی عَلَیۡهِ شَیۡءٌ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ ؕ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِیۡ یُصَوِّرُکُمۡ فِی الۡاَرۡحَامِ کَیۡفَ یَشَآءُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡکَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡکِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ وَ مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ کُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّکَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَیۡتَنَا وَ هَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَةً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّکَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوۡمٍ لَّا رَیۡبَ فِیۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخۡلِفُ الۡمِیۡعَادَ ﴿٩﴾

(সূরা আলে ইমরান ১-১০)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِکُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَکَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿٢٤﴾

(সূরা হাশর ২২-২৪)

কুষ্ঠরোগ দূর করার রুকইয়াহ

কালবী (রহ.) (الكلبي) বলেন: আমি এক ব্যক্তির পাশে বসে ছিলাম, যার চেহারা সুন্দর এবং দীপ্তিময় ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে তিনি অন্যদের থেকে এই বিশেষ গুণ

অর্জন করেছেন। তিনি বললেন: আমি একসময় কুষ্ঠরোগে (برص) আক্রান্ত ছিলাম। নিজের এই অবস্থাকে ঘৃণা করতাম এবং কারো সঙ্গে মিশতে চাইতাম না।

একদিন আমি দেখলাম, এক ব্যক্তির কাছে লোকজন দলে দলে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এ ব্যক্তি কে? তারা বলল: এই সেই দীর্ঘজীবী সাহাবী, যিনি সেই চাবুক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য তুলে দিয়েছিলেন যখন তা পড়ে গিয়েছিল। তখন রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন:

তুমি তোমার হাত প্রসারিত করো, আল্লাহ তোমার আয়ু দীর্ঘ করুন।

আমি তার কাছে গেলাম এবং বললাম: হে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবী! দেখুন আমার কী অবস্থা। আমাকে রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক) করুন। সাহাবী তখন এই আয়াত পড়লেন:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّیْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّیْنِ كَهَیْـَٔةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیْهِ فَیَكُوْنُ طَیْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْیِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِیْ بُیُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۚ﴿۴۹﴾

(সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৯)

এরপর সাহাবী আমাকে বললেন: তোমার মুখ খুলো। আমি মুখ খুললাম। তিনি তাতে থুথু দিলেন, আর আমার ত্বক উঠতে লাগল এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে নতুন, সুন্দর ত্বক দান করলেন।

আয়াতের অর্থ:

আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি মাটি দিয়ে পাখির মতো একটি আকৃতি তৈরি করি, তারপর তাতে ফুঁ দিলে, তা আল্লাহর ইচ্ছায় একটি জীবন্ত পাখি হয়ে যায়। আর আমি জন্মান্ধকে সুস্থ করি এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করি। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করি। আমি তোমাদেরকে তোমাদের ঘরে যা খাও এবং যা জমা রাখো, তা জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এগুলোতে তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

চর্মরোগের রুকইয়াহ

ইবনে কুতাইবার বর্ণনা অনুযায়ী, এক ব্যক্তি চর্মরোগ আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার ফলে তার চামড়া খোসা খোসা হয়ে যাচ্ছিল। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন চিকিৎসা করলেও তাতে

কোনো ফল হচ্ছিল না। একদিন তিনি একটি কাফেলার সঙ্গে হিজাজের দিকে রওনা হলেন, কিন্তু পথিমধ্যে দুর্বলতার কারণে তিনি কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়েন এবং কুফার নিকটবর্তী একটি মরুভূমিতে বসে পড়েন। তিনি একটি স্থানে আশ্রয় নিলেন, যা কথিত ছিল যে, সেখানে হযরত আলী (রা.)-এর কবর রয়েছে। সেই রাতে তিনি স্বপ্নে হযরত আলী (রা.)-কে দেখেন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমার অবস্থা দেখছেন না? আমাকে রুকইয়াহ করুণ।

হযরত আলী (রা.) বললেন, فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ؕ﴿۱۴﴾ (সূরা মুমিনুন: ১৪)।

এরপর লোকটি সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, তার শরীরে একটি নতুন ও সুস্থ ত্বক গজিয়েছে। এরপর তিনি সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন এবং সেই মাকামের পাহারাদার হিসেবে জীবন কাটালেন, অবশেষে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৮৫)

যে ভাবে রুকইয়াহ করবে

এই আয়াদটি এখলাসের সাথে পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিনে দুই বার করে খেতে বলবে এবং রোগীর শরীরে ফুঁক দিবে এভাবে আমল চলতে থাকলে কিছু দিনের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এ বিষয়ে আমার এক রোগীর ঘটনা

এক ভাই প্রবাসে থাকে বাড়ি মাদারীপুর সে আমাকে কল করে বললেন যে, হুজুর আপনি একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে যান আমার স্ত্রীর সমস্যা আমার বড় ভাই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে অনেক অনুরোধ করার পরে রাজি হলাম। গেলাম তাদের বাড়িতে রোগী শোনালো যে, তার সমস্ত শরীরে চর্মরোগ হয়েছে। সে এই সমস্যার কারণে ঢাকাতে বড় বড় যতো চর্মরোগের ডাক্টার আছে সব দেখিয়েছে কিন্তু কোন উপকার হচ্ছে না আরো দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। সে তার হাত আমাকে দেখালো কি এক ভয়ানক অবস্থা দেখার মতো না। আমি আমলিয়াতে কাশমিরী থেকে উপরের ঐ আয়াতটি পাই এখলাসের সাথে আয়াতটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দুই বার করে খাওয়ার জন্য বলি কিছু দিন পর সে আমাকে কল করে বলে হুজুর আল-হামদুলিল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে গেছে। আজ বই লেখার জন্য এই আয়াতের ঘটনাটি দেখে আমার সেই রোগীর ঘটনাটি মনে পড়লো তাই আপনারকে জানালাম।

দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পাওয়ার রুকইয়াহ

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) তাঁর অসুস্থতার সময় একজন সাহাবিরে কিছু অর্থ দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর উসমান (রা.) বললেন, তাহলে এটি তোমার কন্যাদের জন্য রেখে দাও।" সাহাবি জবাবে বললেন, যে কন্যারা সূরা আল-ওয়াকিয়া এবং সূরা আল-ফাতিহা মুখস্থ করবে, তাদের জন্য এটি সম্পদের চেয়েও বড় সম্পদ।

যেভাবে রুকইয়াহ করবেন

আমরা অনেকেই ঋণের কারণে পেরেশানিতে থাকে সামনে কোন রাস্তা খুলা পায় না আবার অনেকে দারিদ্রতা দূর করার জন্য সব সময় চিন্তা করতে থাকে কিন্তু কি করবে তা আর খুজে যায় না। তাদের জন্য এই রুকইয়াহটি খুবই কার্যকর। প্রতিদিন মাগরিবের এই দুটি সূরা তেলাওয়াতে অব্যস্ত হলে আল্লাহ তা'য়ালা তার রিজিকের দরজা খুলে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

শত্রুকে দমন করার রুকইয়াহ

কালবী (رحمه الله) বলেছেন: আমাকে এক বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, একজন কাফির মুসলমানদের কোনো এক এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সেখানে একজন নেক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাকে এক মুঠো মাটি নিয়ে আসতে বললেন। এরপর তিনি কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন:

وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ(সূরা আল-আনফাল, ১৭)

"اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ﴿۱﴾ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ﴿۲﴾ وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿۳﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ﴿۴﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ؕ﴿۵﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا (সূরা ঝিলঝাল)

তারপর সেই ব্যক্তি আদেশ দিলেন, সেই মাটি তাদের (শত্রুদের) দিকে নিক্ষেপ করতে। যখন তা নিক্ষেপ করা হলো, তারা ভীতত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তাদের একত্রিত অবস্থা ভেঙ্গে গেল। ফলে তারা সেখান থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে গেল। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৯১)

যেভাবে রুকইয়াহ

উপরের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, এই আয়াতগুলো পাঠ করে মাটির উপর ফুঁক দিয়ে তা শত্রুর বাড়িতে ছিয়ে দিলে শত্রু ধমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

জিনের রোগীর জন্য আয়েশা (রা.) এর করা রুকইয়াহ

নাফি (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর সূত্রে বলেন: একদিন আমি আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক শিশুকে নিয়ে আসা হলো, যে জিনের আক্রমণে আক্রান্ত ছিল। আয়েশা (রাঃ) তাকে কুরআনের একটি অংশ পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলেন, ফলে সে সুস্থ হয়ে গেলো। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে উম্মুল মুমিনিন! আপনি তার উপর কী পড়েছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তার উপর এই আয়াতগুলো পড়েছি।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾

(সূরা আর রহমান ৩৩)

اٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾ (সূরা ইউনুছ ৫৯)

হারানো জিনিস বা পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়ার রুকইয়াহ

(১) ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন: যদি কারো কোনো জিনিস হারিয়ে যায় বা পালিয়ে যায়, সে যেন ওজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে তাশাহহুদ পড়ে এই দোয়া করে:

بِسْمِ اللَّهِ، يَا هَادِيَ الضَّلَالِ وَرَادَّ الضَّالَّةِ، ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ.

বিসমিল্লাহি ইয়া হাদিয়াদ-দ্বালালি ওয়া রাদ্দাদ-দ্বাল্লাতি, উরদুদ আলাইয়া দ্বাল্লাতি বি ইজ্জাতিকা ওয়া সুলতানিকা ফা ইন্নাহা মিন আতায়িকা ওয়া ফাদলিক।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে পথভ্রষ্টদের পথপ্রদর্শক এবং হারানো জিনিস ফেরত দানকারী, আপনার ইজ্জত ও শক্তির মাধ্যমে আমার হারানো জিনিসটি আমাকে ফেরত দিন। নিশ্চয় এটি আপনার দান ও অনুগ্রহ থেকে।

(২) তবরানীর বর্ণনায় রয়েছে:

اَللّٰهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ، وَهَادِيَ الضَّلَالَةِ، أَنْتَ تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ، فَارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ

আল্লাহুম্মা রাদ্দাদ-দ্বাল্লাতি, ওয়া হাদিয়াদ-দ্বোলালাতি, আন্তা তাহদি মিনাদ-দ্বোলালাতি, ফারদুদ আলাইয়া দ্বাল্লাতি বিকুদরাতিকা ওয়া সুলতানিকা, ফা-ইন্নাহা মিন আতাইক ওয়া ফাদলিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ, হারানো জিনিসের ফেরতদাতা এবং পথভ্রষ্টের পথপ্রদর্শক, আপনি পথভ্রষ্টকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আপনার কুদরত ও শক্তির মাধ্যমে আমার হারানো জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দিন। নিশ্চয় এটি আপনার দান ও অনুগ্রহ থেকে। (সূত্র: তবরানী আল-কবীর (১২/৩৪০)

(৩) সালাফের এক জা'য়াত থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তারা হারানো এবং নষ্ট হওয়া জিনিস খুঁজে পাওয়ার জন্য সুরা আদ-দুহা তিলাওয়াত করতেন। এরপর তারা হারানো এবং পালিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পেতেন।

কুরআন শরীফ মুখস্তশক্তি বৃদ্ধি করার রুকইয়াহ

সালাফের এক জা'য়াত থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যাদের কুরআন মুখস্ত করতে কষ্ট হয় বা ভুলে যায় তারা সূরা আলাম নাশরহ লিখে পানিতে ভিজিয়ে খাবে। তাহলে তাদের জন্য মুখস্ত করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৯২)

স্বপ্নদোষ বন্ধের রুকইয়াহ

একজন ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, যাঁকে আমি নেক লোক বলে মনে করতাম। তিনি বললেন: আমি খুব বেশি স্বপ্নদোষে আক্রান্ত হতাম, এবং এর জন্য বারবার গোসল করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি এই সমস্যাটি একজন নেক লোকের কাছে জানালে তিনি আমাকে বললেনঃ যখন তুমি তোমার বিছানায় যাও, তখন সূরা আত-তারিক-এর প্রথম থেকে এই আয়াত পর্যন্ত পাঠ করো। তাহলে এই সমস্যা তোমার থেকে দূর হয়ে যাবে।' আমি তা অনুসরণ করলাম এবং স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়ে গেল।

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِۙ﴿۱﴾ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُۙ﴿۲﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُۙ﴿۳﴾ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌؕ﴿۴﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَؕ﴿۵﴾ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍۙ﴿۶﴾ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِؕ﴿۷﴾ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌؕ﴿۸﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُۙ﴿۹﴾ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍؕ﴿۱۰﴾

যেভাবে রুকইয়াহ করবে

যদি রোগী নিজে পাঠ করতে পারে তাহলে তো সে প্রতিদিন রাতে পাঠ করে ঘুমাবে তাহলেই সমস্যা দূর হবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি সে পাঠ করতে না পারে তাহলে রাকী রেকর্ড করে দিবে আর রোগী রাতে শুনে ঘুমাবে। আর পাঠ করে পানিতে ফুক দিয়ে দিবে সে তা দিনে দুই বার করে খেতে থাকবে, তাহলেও সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রস্রাবের সমস্যায় রুকইয়াহ

(১) কালবী (রহ.) বর্ণনা করেন: আসফাহান শহরের এক নেককার ব্যক্তি প্রস্রাবে জটিলতায় আক্রান্ত হন। তিনি বললেন, আমি কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করি। এরপর তিনি একটি পত্রে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো লিখে পানিতে ধুয়ে তা পান করেন। এতে তার প্রস্রাবে জটিলতা দূর হয় এবং পাথরও বের হয়ে যায়। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৯৪)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا * وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً"

(সূরা হাক্কাহ: ১৪-১৬)

(২) আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত একজন লোক তার কাছে এসে তার পিতার মুত্র আটকে যাওয়ার সমস্যা বা মুত্রথলীতে পাথর হওয়ার সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। ফলে তাকে একটি রুকইয়াহ শিখিয়ে দেন যা তিনি নবী করীম (সা.) থেকে শিখেছিলেন।

رَبَّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، وَقِفْ لَنَا حُوَيْنِيًّا وَخِطَابَتَنَا أَنتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شُغَالِكَ، وَرَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ .

হে আমাদের রব, যিনি আসমানে আছেন, আপনার নাম পবিত্র, আপনার আদেশ আসমান ও জমিনে প্রযোজ্য, যেমন আসমানে আপনার রহমত রয়েছে, তেমনই আমাদের জন্য পৃথিবীতে রহমত দিন, আমাদের পাপ ও ভুল ক্ষমা করুন, আপনি পবিত্র ব্যক্তিদের রব, তাদের জন্য আপনার শিফা এবং রহমত নাযিল করুন এই যন্ত্রণার উপর, এবং এটি সারিয়ে দিন।

তখন তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় তার পিতাকে এই দোয়া দিয়ে রুকইয়াহ করার জন্য।

সূত্রঃ তুহফাতুল জাকিরিন (পৃষ্ঠা ৩০১)

যেভাবে রুকইয়াহ করবে

যদি রোগী নিজে পড়তে পারে তাহলে নিজে দিনে দুই বার করে পাঠ করবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করবে। যদি রোগী পাঠ করতে না পারে তাহলে রাকী রেকর্ড করে দিবে রোগী দুই বার করে শুনতে থাকবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দুই বার করে পান করতে থাকবে এভাবে কিছু দিন করলে সমস্যা দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

বাচ্চাদের বদ নজর লাগলে রুকইয়াহ

(১) নাজদের অধিবাসী এক লোক ছিল যে, নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে বাচ্চাদের বদ-নজর লাগলে রুকইয়াহ করতেন। (খাওয়াস্‌সুল কুরআন ৯৬)

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (সূরা ইসরাইল ৮২)

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ (সূরা ইউনুস ৫৮)

(২) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে তাকে উদ্বিগ্ন দেখলেন, তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ, তোমার মুখাবয়বে এই উদ্বেগ কেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হাসান ও হুসাইনকে বদ-নজর আক্রান্ত করেছে। জিব্রাইল (আ.) বললেন: বদ-নজর সত্যি, এটি সত্যি। আপনি কি তাদের এই শব্দগুলোর দ্বারা শিফা চাবেন না? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন: কী বলা হবে, হে জিব্রাইল? জিব্রাইল (আ.) বললেন: বলেন,

اَللَّهُمَّ ذَا السُّلطَانِ الْعَظِيمِ وَالْمَنِّ الْقَدِيمِ، ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيمِ وَلِيَّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَّاتِ.

উচ্চারণঃ

আল্লাহুম্মা যা সুলতানিল আযীম, ওয়াল-মানিল কাদীম, যাল-ওয়াজহিল কারীম, ওয়ালিয়া কালিমাতিত-তাম্মাতি ওয়া দুআওয়াতিল মুসতাহাব্বাত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দোয়া পড়লেন, তারপর হাসান ও হুসাইন তাঁর সামনে খেলতে লাগলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা নিজেদের, নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের এই দোয়া দ্বারা আশ্রয় দাও, কারণ এর মতো আর কোনো দোয়া নেই যা এত উপকারী। এটি ইবনে কাসির তাঁর তাফসীরে (৪১১/৪) উল্লেখ করেছেন।

সূরা ইয়াসিন ভয় ও শত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তার রুকইয়াহ

কলবি (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি ভুলবশত একজনকে হত্যা করেছিল। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ তাকে ইচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করত এবং প্রতিশোধ নিতে তাকে হত্যা করার জন্য খুঁজছিল। এক নেককার ব্যক্তি তাকে বললেন, যদি তুমি নিজের কথায় সত্যবাদী হও, তবে ঘর থেকে বের হওয়ার আগে সূরা ইয়াসিন পাঠ করো। তারপর বের হও, তোমার শত্রু তোমাকে দেখতে পাবে না।

এ কথাও বলা হয়েছে যে, সূরা ইয়াসিন সব ধরনের বিপদ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে। (খাওয়াস্সুল কুরআন ৯৭)

যেভাবে রুকইয়াহটি করবে

আপনি যদি কোন বিষয়ে ভয়ে থাকেন বা শত্রুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে থাকেন তাহলে আপনি যখনই বাড়ি থেকে বের হতে ইচ্ছা পোষণ করবেন। তখন সূরা ইয়াসিন পাঠ করে বাড়ি থেকে বের হবেন তাহলে শত্রুর ক্ষতি এবং ভয় থেকে নিরাপদ থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

মানুষের যে কোন বিপদ ও দুঃখ লাঘব হয়ে যাবে

আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি তাঁর মেয়ে আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে একজন বার্তা পাঠিয়ে বললেন: হে আয়েশা! আমি তোমাকে খেজুরের কিছু ওসফা (ভাগ) দিয়েছিলাম। তবে আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি তা গ্রহণ করেছ। এখন এটি উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। আর উত্তরাধিকারীরা হলেন তোমার ভাই এবং তোমার দুই বোন। (তখন তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন।)

আয়েশা (রাযি.) কাঁদতে শুরু করলেন। আবু বকর (রাযি.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কেন কাঁদছো? তিনি বললেন: আপনার বিচ্ছেদে কষ্ট পাচ্ছি।

তখন আবু বকর (রাযি.) বললেন: হে আয়েশা! আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত রয়েছে যা মানুষের ওপর আসা সমস্ড় বিপদ ও দুঃখ লাঘব করে দেয়। সেটি হলো:

'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ'

(হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া মৃত্যু বরণ করো না।

তাই দুঃখ করো না, হে আয়েশা! আর কখনো রিজিকের জন্য শঙ্কিত হয়ো না। যে কেউ এই আয়াত পড়বে, তার জন্য সমস্ত বিপদ হালকা হয়ে যাবে।

সূরা নাস ও ফালাক দ্বারা নবীজি (সা.) যেভাবে রুকইয়াহ করতেন

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হতেন, তিনি সূরা "কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক" এবং "কুল আউজু বিরাব্বিন নাস" তিলাওয়াত করতেন, তারপর নিজের হাতে ফুঁ দিতেন এবং ব্যথার স্থানে হাত বুলিয়ে দিতেন। এতে তিনি সুস্থ হয়ে যেতেন।

তবে যখন তার অসুস্থতা তীব্র হয়ে যায়, তখন আমি (আয়েশা) তার হাত ধরে ওই দুই সূরা তিলাওয়াত করতাম এবং তার শরীরে বুলিয়ে দিতাম, এই আশায় যে এ দুই সূরার বরকত তার উপর বর্ষিত হবে।

এরপর যখন আমি তার কপাল ঘামে ভিজে যেতে দেখি, তখন তাকে বলতে শুনি: আর-রফিকুল আ'লা" (অর্থাৎ, সর্বোচ্চ সঙ্গী)। তখন আমি বুঝে যাই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ তিনি বলতেন: কোনো নবী মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না তাকে এই দুই বিষয়ের মধ্যে পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হয়: দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর তিনি সর্বদা আল্লাহর সান্নিধ্যকেই পছন্দ করতেন। (বর্ণনা: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

যেভাবে রুকইয়াহ করবেন

যে ধরনের রোগীই আপনার কাছে আসুক আমার মনে হয় তাকে এই রুকইয়াহটি সর্বপ্রথম করা দরকার তাহলে এই রুকইয়াহ এর বরকতে আপনার রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

জিনের রোগী হোক বা যাদুর বা যে কোন রোগী হোক যে স্থানে সমস্যা সে স্থানে হাত রেখে সুরা ফালাক ও নাস তিন বার করে পাঠ করে ফুঁক দিবেন। যদি জিনের রোগী হয় তাহলে তার মাথার উপর হাত রেখে রুকইয়াহ করবেন। রোগী মহিলা হলে মহিলাকেই তার সমস্যার স্থানে হাত রাখতে বলবেন আর আপনি সূরা দুটি তিন বার করে পাঠ করে ফুঁক দিবেন। ইনশাআল্লাহ সমস্যা অতিদ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।

সূরা দুটি এই

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ﴿۵﴾ (তিন বার)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِۙ الْخَنَّاسِۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴿۶﴾ (তিন বার)

এই তিনটি সূরার বিষয়ে অনেক হাদিস পাওয়া যায়

তার মধ্য থেকে দুটি উল্লেখ করা হলো

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস সন্ধ্যা ও সকালে তিনবার করে পড়বে। এটা তোমাকে সবকিছু থেকে সুরক্ষা দেবে।

(বর্ণনা করেছেন আহমদ ৫/৩১২, আবু দাউদ ৫০৮২, তিরমিজি ৩৫৭৫, নাসাঈ ৮/২৫০-২১৫,

(২) হযরত উক্ববাহ ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হে উক্ববাহ! আমি কি তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ দুটি সূরা শিখাবো না? তিনি বলেন, 'কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস। হে উক্ববাহ! যখনই তুমি ঘুমাবে এবং জাগবে তখন এগুলো পড়বে। কারণ এগুলোর মত আর কিছু নেই, যেগুলো দিয়ে কেউ কিছু চাইতে পারে বা সুরক্ষা প্রার্থনা করতে পারে। (সহীহ মুসলিম ৮১৪, আহমদ ৪/১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫২, ১৫৩)।

চিন্তা -দুঃখ ডিপ্রেশন দূর করার রুকইয়াহ

যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধা সূরা ফাতেহা ও নিম্নের দুআ পাঠ করবে তার চিন্তা দুঃখ ডিপ্রেশন দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর পড়তে না পারলে রেকর্ড করে শুনলেও উপকার পাওয়া যাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ﴿۷﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

এই রুকইয়াহটি রোগী এবং রাকী সকলের জন্য

ফজর ও মাগরীবের পর পড়া অতি জরুরী

তালক ইবনে হাবিব (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি আবু দারদা (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবু দারদা! আপনার বাড়ি পুড়ে গেছে। তিনি বললেন, পুড়ে যায়নি। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে এমন কিছু কথা শিখেছি, যা প্রথম প্রহরে (সকালবেলা) বললে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো বিপদ আসবে না এবং সন্ধ্যাবেলা বললে সকাল পর্যন্ত কোনো বিপদ আসবে না। তিনি যে দুআটি উল্লেখ করেছিলেন তা হলো:

اللَّهُمَّ أنتَ رَبي، لا إلهَ إلاَّ أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وأنْتَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، ما شاءَ اللَّهُ كانَ، وَمَا لَمْ يَشأْ لَمْ يَكُنْ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَلِيّ العَظِيمِ، أعْلَمُ أنَّ اللَّهَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وأنَّ اللَّهَ قَدْ أحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْماً، اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرّ كُلّ دَابَّةٍ أنْتَ آخِذٌ بِناصِيَتها، إنَّ رَبّي على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমারই উপর নির্ভর করেছি, এবং তুমি মহা আরশের অধিপতি। যা তুমি ইচ্ছা করো তা-ই হয়, এবং যা তুমি ইচ্ছা না করো তা হয় না। আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই, তিনিই মহান ও সর্বশক্তিমান। আমি জানি যে আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং তিনি সবকিছু জ্ঞান দ্বারা

পরিবেষ্টিত। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার নিজস্ব মন্দ থেকে এবং প্রত্যেক প্রাণীর মন্দ থেকে, যার লাগাম তুমি ধরে আছো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু সরল পথে আছেন।

এই দুআ সকাল বা সন্ধ্যায় পড়লে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় এই ব্যক্তি সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। (আল আজকারুন নববী ৯৭)

এই রুকাইয়াহটি রাকী প্রতি রোগীকে সকাল সন্ধা পড়তে বলবে। রোগী পড়তে না পারলে তাকে রেকর্ড করে দিবে সে সকাল সন্ধ্যা শুনবে।

এই বইটি লিখতে যে বইগুলো ফলো করা হয়েছে

(১) فتح الحق المبين

(২) لطف اللطيف

(৩) اَلصَّارِمُ الْبَتَّارُ فِيْ التَّصَدِّيْ لِلسَّحَرَةِ الْاَشْرَارِ

(৪) خواص القران للغزالي

(৫) الطب النبي

(৬) اكام المرجان في احكام الجان

(৭) احكام القران لابن العربي المالكي

(৮) العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني

(৯) لقط المرجان في احكام اجان

(১০) الكلم الطيب

(১১) الحذر من السحر

(১২) الرقية الشرعية. الجوراني

(১৩) الرقية الشرعية لابطال العين و السحر والتلبس واعلاج الامراض الحسية

(১৪) الطب النبوي ابن القيوم رحمه الله

(১৫) الاحكام الفقهية في الرقية الشرعية محمد بن صالح الجزاع

(১৬) الفتاوى الذهبية في الرقية الشرعية

(১৭) الأذكار النووية للإمام النووي

(১৮) বেহেস্তী জেওর

(১৯) আ'মালিয়াতে কাশমিরী

(২০) আসান আ'ময়িাত ও তাবিজাত

(২১) আদি ও আসল তাবিজের কিতাব

যারা অভিজ্ঞতার আলোকে রুকইয়াহ শিখতে চান

যারা অভিজ্ঞতার আলোকে রুকইয়াহ শিখতে চান তারা আমার ইফটিউব চ্যানেল তদবীর জগৎ ফলো করতে পারেন এই চ্যানেলে সব বিষয়গুলো খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর যারা হাতে কলমে শিখতে চান তারা আমার রুকইয়াহ ও তদবীর শিক্ষা কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই কোর্সটি প্রতি বছরে ছয় বার হয়।

জানুয়ারীমাসের এক তারিখ থেকে ভর্তি শুরু হয়, ১৫ তারিখ ক্লাস শুরু হয়। এভাবে মার্চ মাসে, মে মাসে, জুলাই মাসে, সেপ্টেম্বর মাসে, নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

যারা আমার এই কোর্সে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা নিম্নের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

এই বইটি লেখা শেষ হয়েছে

১৮/০১/২০২৫ ইংরেজি রোজ শনিবার সময় ২.২৪ PM

সমাপ্ত